প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন

"এক্সপানশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)"

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সমীক্ষক

অধ্যাপক ড. হাকিম আরিফ
যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

জুন ২০১৭

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার প্রতিবেদন

“এক্সপানশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)”

ব্যক্তি পরামর্শক

ড. হাকিম আরিফ
অধ্যাপক, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আইএমইডির কর্মকতাগণ

বেগম সুফিয়া আতিয়া যাকারিয়া
মহাপরিচালক
মূল্যায়ন সেক্টর

মো: গালাম কবির
পরিচালক
মূল্যায়ন সেক্টর

মো: হেলাল খান
মূল্যায়ন কর্মকর্তা
মূল্যায়ন সেক্টর

মূল্যায়ন সেক্টর
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি)
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সূচিপত্র

সারণিসমূহ ৫
লেখচিত্রসমূহ ৬
সার-সংক্ষেপ ৭
শব্দ-সংক্ষেপসমূহ (acronyms**)** ১০
শব্দকোষ (glossary) ১১

১. প্রথম অধ্যায়ঃ ভূমিকা **১৫**

১.১ পটভূমি
১.২ প্রকল্পের বিবরণ
১.৩ প্রকল্পের মানচিত্র
১.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়
১.৫ বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়
১.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর-এর ভিত্তিতে))
১.৭ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন
১.৮ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য

২. দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ সমীক্ষা পদ্ধতি **১৯**

২.১ সমীক্ষার উদ্দেশ্য
২.২ সমীক্ষা পদ্ধতি
২.৩ তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি
২.৪ নমুনার আকার ও বিভাজন
২.৫ সমীক্ষা প্রশ্নামালা
২.৬ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ
২.৭ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ
২.৮ সমীক্ষা উপকরণের মাঠ পরীক্ষা
২.৯ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ
২.১০ তথ্য সংগ্রহকারীদের কর্ম পর্যবেক্ষণ
২.১১ তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ
২.১২ প্রতিবেদন প্রণয়ন

৩ তৃতীয় অধ্যায়: প্রকল্পের সার্বিক অঙ্গভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অর্জন **২৯**

৩.১ ভূমিকা
৩.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনা
৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সেবাদান-ব্যবস্থাপনা

৪ চতুর্থ অধ্যায়: প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ, কার্যসম্পাদান ও সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম ৩২

৪.১ প্রকল্পের বাস্তবায়ন
৪.২ প্রকল্পের সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

৫ পঞ্চম অধ্যায়: ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত এলাকায় অর্জিত অবস্থা ৩৬

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়: প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন ৪১

৬.১ প্রয়াসে সচ্ছন্দে যাতায়াত প্রসঙ্গ
৬.২ প্রয়াস ক্যাম্পাসের স্থাপনাসমূহের অবস্থান ও ব্যবস্থাপনা
৬.৩ সম্প্রসারিত প্রয়াস
৬.৪ প্রয়াসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ শিশুদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি
৬.৫ শিক্ষার মূলস্রোতে আত্মীকৃত প্রয়াসের বিশেষ শিশু

৭ সপ্তম অধ্যায়: সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ ৪৭

ক. প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭.১. সূচনা
৭.২ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ
৭.৩ বিশেষ শিশু-কিশোরদের তথ্য বিশ্লেষণ
৭.৪ শিশুদের পর্যবেক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ

খ. কর্মকর্তাাদের সাক্ষাৎকার, এফজিডি ও স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি

৭.৫ আয়োজিত এফজিডি ও কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

৮. অষ্টম অধ্যায়: প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ ৭৯

৮.১ SWOT বিশ্লেষণ
৮.২ সবল দিক (strenght)
৮.৩ দুর্বল দিক (weakness)
৮.৪ সুযোগ-সুবিধা (opportunity)
৮.৫ ঝুঁকি (threat)

৯. নবম অধ্যায়: সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল ও সুপারিশমালা ৮৩

৯.১ প্রশ্নমালা সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল
৯.২ এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল
৯.৩ সুপারিশমালা

পরিশিষ্ট **৮৯**

পরিশিষ্ট-১: **সুফলভোগীর জন্য প্রশ্নমালা** ৯০
পরিশিষ্ট-২: **নিয়ন্ত্রিত দলের জন্য প্রশ্নমালা** ৯৫
পরিশিষ্ট-৩: **শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা** ১০০
পরিশিষ্ট-৪: **প্রধান তথ্যদাতার জন্য প্রশ্নমালা** (KII) ১০৩
পরিশিষ্ট-৫: **পিপিআর ২০০৮ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা** ১০৭

সারণিসমূহ

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
১.২	প্রকল্পের বিবরণ	১৩
১.৩	প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়	১৫
১.৪	বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়	১৫
১.৫	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন	১৫
৩.১	প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ধারাক্রম	২৭
৪.১	প্রকল্প ব্যয়ের হিসাব	৩২
৫.১	প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের অর্জিত অবস্থা	৩৮
৬.১	প্রয়াসের ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য	৪৪
৬.২	সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সাফল্য	৪৫
৬.৩	তথ্য-প্রযুক্তিক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য	৪৫
৬.৪	জাতীয় শিক্ষায় অর্জিত সাফল্য	৪৬
৭.১	মোট উত্তরদাতার সংখ্যার বিভাজন	৪৭
৭.২	উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যের বিন্যাস	৪৮
৭.৩	বিশেষ শিশুদের সাধারণ তথ্যের বিন্যাস	৫০
৭.৪	বিশেষ শিশুদের চিকিৎসার তথ্যের বিন্যাস	৫৪
৭.৫	বিশেষ শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলির তথ্যের বিন্যাস	৫৫
৭.৬	বিশেষ শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস	৫৭
৭.৭	বিশেষ শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস	৫৮
৭.৮	বিশেষ শিশুদের এমডিভিআই বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস	৬২
৭.৯	প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত হওয়ার সময় ও বিশেষ শিশু**দে**র উন্নতি বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস	৬৬
৭.১০	শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত সাধারণ তথ্যের বিন্যাস	৭১
৭.১১	শিশুদের থেরাপি সংক্রান্ত এএসি-এর যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ বিষয়ে তথ্যের বিন্যাস	৭৩

লেখচিত্রসমূহ

নং	শিরোনাম	পৃষ্ঠা
৭.১	উত্তরদাতাদের বয়সের তথ্য	৪৮
৭.২	উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা	৪৯
৭.৩	বিশেষ শিশুদের বয়সের তথ্য	৫১
৭.৪	বিশেষ শিশুদের লৈঙ্গিক তথ্য	৫২
৭.৫	বিশেষ শিশুদের অটিজমের ধরন	৫৩
৭.৬	বিশেষ শিশুদের ওষুধ সেবনের তথ্য	৫৪
৭.৭	বিশেষ শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলি	৫৬
৭.৮	বিশেষ শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক	৫৭
৭.৯	বিশেষ শিশুদের ইন্দ্রিয় সঞ্চালনগত দক্ষতা	৬০
৭.১০	বিশেষ শিশুদের সামাজিক-ভাষিক আচরণের দক্ষতা	৬০
৭.১১	বিশেষ শিশুদের জ্ঞানগত দক্ষতা	৬১
৭.১২	বিশেষ শিশুদের শারীরিক প্রত্যঙ্গের ব্যবহারজনিত অবস্থা	৬৩
৭.১৩	বিশেষ শিশুদের শারীরিক খিচুনি-বিষয়ক তথ্য	৬৪
৭.১৪	বিশেষ শিশুদের শারীরিক পৌনঃপুনিক আচরণ প্রদর্শন	৬৫
৭.১৫	বিশেষ শিশুদের একাকি থাকা বা খেলার প্রবণতা	৬৫
৭.১৬	বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের আবাসন	৬৯
৭.১৭	বিশেষ শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ	৭০
৭.১৮	বিশেষ শিশুদের আগ্রহ পর্যবেক্ষণ	৭২
৭.১৯	বিশেষ শিশুদের সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ	৭২

সার-সংক্ষেপ

একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এসে আমরা এমন এক বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে আছি যেখানে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। এই বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা অন্য সাধারণ শিশুর মত নয়, বরং বুদ্ধিমত্তা, ভাষিক প্রকাশে ও শারীরিক গঠনের দিক থেকে তারা বেশ নাজুক। ফলে তাদের জন্য প্রয়োজন বিশেষায়িত জীবন-যাপন ও শিক্ষা-পদ্ধতি। এই বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে সমাজের বিশেষ শিশুদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে ধামালকোর্ট এলাকায় সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮ই জুলাই, ২০০৬ সালে "সেনা সহায়ক স্কুল" প্রতিষ্ঠা করে। পরবর্তীকালে এই স্কুলের চাহিদা দারুনভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর পরিবৃদ্ধির প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এই চাহিদা ও বাস্তবতাকে বিবেচনায় রেখে সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ২০১১ সালে যৌথভাবে "এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করে এবং অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৪-র মধ্যে উক্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করে।

প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের পর এর প্রভাব মূল্যায়নের জন্য একটি সমীক্ষা পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সমীক্ষার উদ্দেশ্য হল ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুয়ায়ী প্রকল্পের লক্ষমাত্রা অর্জিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করা; প্রকল্পর স্থাপনা ও যন্ত্রপাতিসমূহ স্থাপিত হয়েছে কিনা এবং তার বর্তমান অবস্থা ও কার্যকারিতা নিরীক্ষা করা; প্রকল্পের প্রধান প্রধান ক্রয় সংক্রান্ত কার্যাবলি (যেমন- পণ্য, নির্মাণ কাজ, সেবা ইত্যাদি) পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা পর্যালোচনা করা; SWOT পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে উপাত্ত বিশ্লেষণপূর্বক প্রকল্পর সেবা মান পর্যালোচনা করা; প্রকল্পটি বাস্তবায়নের ফলে সমাজে এর কী প্রতিক্রিয়া তা নিরূপণ করা; এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প যাতে আরও টেকসই হয় তা এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে সুপারিশ করা।

প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়নের জন্য এই প্রকল্প থেকে যেসব বিশেষ শিশু সেবা লাভ করছে তাদের অভিভাবকদের নির্বাচন করা হয়, যারা এতে সুফলভাগী হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এই নির্বাচনের ক্ষেত্রে দৈবচয়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। এছাড়া এই প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত সুবিধাদিকে তুলনা করার জন্য এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ লাভকারী বিশেষ শিশুর অভিভাবককে কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে এই মূল্যায়ন সমীক্ষায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই দুই দলের কাছ থেকেই ছকবদ্ধ প্রশ্নে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

এই প্রভাব সমীক্ষার ফলাফলে প্রকল্প হিসেবে প্রয়াসের কর্মকাণ্ডের গুণগত দিকটি বের করে আনার চেষ্টা যেমন করা হয়েছে, ঠিক তেমনি এই প্রকল্পের ভেতরে লুকিয়ে থাকা সীমাবদ্ধতাকেও উন্মোচন করা হয়েছে। সমীক্ষা ফলাফল অনেকটাই বিশেষায়িত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়াসের ইতিবাচক কর্মকাণ্ডের পক্ষে। উদাহরণস্বরূপ, ঢাকা

ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াস অটিস্টিক শিশুসহ বিভিন্ন ধররনের বিশেষ শিশুদের সেবাদানের জন্য আধুনিক থেরাপি যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ফলে বর্তমানে বিশেষ শিশুদের অভিভাবকের কাছে তাদের সন্তানকে সেবাদানের জন্য অবিকল্প একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সে কারণে বর্তমান ধারণ ক্ষমতা ও সামর্থ্যে প্রয়াস ৪০০ জন বিশেষ শিশুকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি করলেও ৭৫০ জনের মতো ভর্তির জন্য অপেক্ষারত আছে।

প্রয়াসে ভর্তির জন্য বর্তমানে সেনাবাহিনীর জন্য কোন পৃথক কোটা নেই। এই তথ্যটি প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত এফজিডি এবং কর্মশালায় ওঠে এসেছে। সেই সাথে সমীক্ষার ফলাফলেও এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ শিশুই এখানে সেবা গ্রহণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানে সমাজের উঁচু স্তরের অভিভাবকদের সন্তান যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সাধারণ ও নিচু আর্থিক সামর্থ্যের অভিভাবকদের সন্তানও এখানে পড়াশুনা করছে। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, কন্ট্রোল গ্রুপের অভিভাবকদের তুলনায় প্রয়াসের অভিভাবকদের মাসিক আয়ের গড় কম। এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ৩৭,৫০০ টাকা ও ৩১,৩১৭ টাকা।

প্রয়াসে ভর্তিকৃত শিক্ষাথীয্দের মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, কন্ট্রোল গ্রুপে যেখানে বিশেষ ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা ৭৮.২% (দুই-তৃতীয়াংশের অধিক) ও মেয়ে শিশু ২৩.৮%, প্রয়াসে সেখানে এই সংখ্যা যথাক্রমে ছেলে শিশু ৬১.১% ও মেয়ে শিশু ৩৮.৯%। প্রয়াসে যেসব বিশেষ শিশু সেবা নিতে আসে তাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে নাজুক শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি। এই বিষয়টি প্রকল্প এলাকায় এফজিডিতে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সমীক্ষা ফলাফলেও এরকম একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। এর বড় কারণ হচ্ছে, প্রয়াসের প্রতি মানুষের নির্ভরতা জন্মেছে।

বিশেষ শিশুদের থেরাপি প্রদানসহ প্রয়াসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি অভিভাবকেরা মোটামুটি সন্তুষ্ট। 'মোটামুটি সন্তুষ্ট' হওয়ার ক্ষেত্রে একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে যে, অভিভাবকেরা তাঁদের বিশেষ শিশুদের ভর্তির পর থেকেই শিশুটির রাতারাতি উন্নতি প্রত্যাশা করেন। কিন্তু একথা খুব কম অভিভাবকই জানেন যে, স্নায়ুবর্ধনমূলক (neuro-developental) সমস্যায় আক্রান্ত এসব শিশুদের চূড়ান্ত উন্নতি সম্ভব নয়। এছাড়া স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত যেকোন সমস্যাই সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। মনে রাখতে হবে যে, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, নিবিড় পরিচর্যা ইত্যাদির মাধ্যমে এসব শিশুর জীবন-যাপনের অনেক গুণগত পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু তার জন্য চাই দীর্ঘ নিষ্ঠা, সময় এবং শ্রম। তাই এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে অভিভাবকদের ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার দরকার হয়। অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলের উদ্যোগের পাশাপাশি নিজেকে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

প্রকল্পর সম্পর্কে উপরিউক্ত ইতিবাচক ফলাফলের পাশাপাশি বেশ কিছু নেতিবাচক দিকও ওঠে এসেছে। উদাহরণস্বরূপ, বিশেষ শিশুদের সেবা দানের ক্ষেত্রে এখানে তারতম্য লক্ষণীয়। অর্থাৎ সব শিশুই সমানভাবে সেবা

লাভ করছে না। এছাড়া প্রয়াসের নির্মিত সুদৃশ্য অবকাঠামোর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন অর্থের ব্যবস্থা নেই। পাশাপাশি এখানে পাঠদানরত শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য কোন নিয়মিত অর্থ খাত নেই। একই ভাবে তাঁদের অর্জিত পেশাগত ডিগ্রির কোন স্বীকৃতি নেই।

ফলে উক্ত প্রকল্পটিকে টেকসই করার জন্য বেশ কিছু সুপারিশমালাও এখানে করা হয়েছে। এগুলো মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- শিক্ষক, থেরাপিস্ট ও কর্মকর্তাদের নিয়মিত বেতন-ভাতার আলাদা অর্থ খাত সৃষ্টি করা; প্রয়াসের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ খাত সৃষ্টি করা; প্রয়াস ক্যাম্পাসে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন ভবন তৈরি করা; বিশেষ শিশুদের শিক্ষা জীবন শেষে সমাপনের কৌশল খুজেঁ বের করা; এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেওয়া। এই প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার অন্যতম সুপারিশ হচ্ছে, সারাদেশে প্রয়াসের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা। বর্তমানে সারাদেশে যেহেতু এ ধরনের বিশেষ শিশুর সংখ্যা রেড়ে যাচ্ছে, তাদের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য এখন এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের বিকল্প নেই।

শব্দ-সংক্ষেপসমূহ (Acronyms)

AAC – Alternative and Augmentative Communicative

ASD- Autism Spectrum Disorders

BDA – Bangladesh Disability Act

CRC – Child Rights Convention

GAB – Global Autism Bangladesh

IMED – Implementation Monitoring and Evaluation Division

MDVI – Multiple Disabilities with Visual Impairment

PPR – Public Procurement Rule

FGD – Focus Group Discussion

SPSS - Statistical Package for the Social Sciences

SRS – Stratified Random Sampling

SWOT – Strength Weakness Opportunity and Threat

TEC – Tender Evaluation Committee

TOR – Terms of Reference

শব্দকোষ (glossary)

অটিজম

অটিজম হচ্ছে এক ধরনের স্নায়ুর বর্ধনজনিত বৈকল্য যার ফলে শিশুর আচরণগত এবং সামাজিক সংজ্ঞাপন ও ভাষার বিকাশে ব্যর্থতা পরিলক্ষিত হয়। সারা বিশ্বে অটিজম বর্তমানে একটি দ্রুত বিস্তৃত বৈকল্য যার দ্বারা পৃথিবীর সব প্রান্তের শিশুরাই আক্রান্ত হচ্ছে।

অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা

সমাজে অটিজম ছাড়াও আরও যে ধরনের ভাষা, আচরণ ও শারীরিক প্রতিবন্ধিতা দেখা যায় সেগুলোকে অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা বলা যেতে পারে। প্রয়াসে বর্তমানে অটিজম ছাড়াও এ ধরনের প্রতিবন্ধী শিশুর দেখা পাওয়া যায়। অন্যান্য প্রতিবন্ধিতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে- ডাউন সিনড্রোম, সেরেব্রাল পালসি, শ্রবণ বৈকল্য (hearing impairment), বুদ্ধিজনিত বৈকল্য (intellectual disability) ইত্যাদি।

ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

গুণগত পদ্ধতিতে উপাত্ত সংগ্রহের একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হচ্ছে যে, ফোকাস গ্রুপ আলোচনা। এই ধরনের আলোচনা সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীদের সাথে কোন একটি বিষয়ে নিবিড়ভাবে মত বিনিময়ের সুযোগ করে দেয়। এতে প্রকল্প বা বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে জানার সুযোগ তৈরি হয়।

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)

মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার হচ্ছে এক ধরনের সাক্ষাৎকার, যার মাধ্যমে কোন প্রকল্প বা বিষয় সম্পর্কে বিস্তৃত জানেন এমন ব্যক্তিদের প্রশ্ন করা হয়। এই ধরনের সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ্য হল, প্রকল্প সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাগত ক্যাটেগরির মানুষের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা। এই সংগৃহীত তথ্যের মাধ্যমে প্রকল্প সম্পর্কে বিস্তৃত জানার পাশাপাশি এর সুযোগ-সুবিধা ও ভবিষ্যৎ কর্ম-পরিধিকে আঁচ করা যায়।

স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

প্রকল্প বা প্রকল্পের কোন বিষয় সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করার জন্য যখন আনুষ্ঠানিকভাবে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের প্রতিনিধিদের জড়ো করে প্রকল্প বিষয়ে তাঁদের মতামত গ্রহণ করা হয়, তখন তাকে স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা বলা হয়। এ ধরনের কর্মশালায় সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিরা অংশ নেয় যার ফলে একটি বিষয় সম্পর্কে ব্যক্তিগত মতের পাশাপাশি দলগত দৃষ্টিভঙ্গি বিষয়েও ধারণা পাওয়া যায়।

জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা

প্রকল্পর এলাকার স্থানীয় প্রতিনিধিদের সাথে যখন সরকারের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাদের অংশগ্রহণে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাকে জাতীয় পর্যায়ের কর্মশালা বলা হয়। এ ধরনের কর্মশালায় কোন বিষয়ে এক্সপার্টসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের মতামতের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যায়।

SWOT (শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও ঝুঁকি বিশ্লেষণ)

SWOT বিশ্লেষণ হল কিছু অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক কারণের সমষ্টি যা প্রকল্প, পণ্য, স্থান ব্যক্তির কার্যকারিতায় প্রভাব ফেলতে পারে। SWOT বিশ্লেষণে নিচের চারটি উপাদানের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

- শক্তি: অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদ যা সফলতার জন্য আবশ্যক।
- দুর্বলতা: অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য এবং সম্পদ যা সফলতার বিরুদ্ধে কাজ করে।
- সুযোগ: বাহ্যিক কারণ যা কোন প্রকল্পের সফলতার জন্য ব্যবহার কার যেতে পারে।
- ঝুঁকি: বাহ্যিক কারণ যার দ্বারা কোন প্রকল্প বিপন্ন হতে পারে।

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ পটভূমি

বাংলাদেশে প্রায় ৩৪ লক্ষ প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে (The Danish Bilharziasis Laboratory for the World Bank, 2004) যাদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গামী প্রতিবন্ধী শিশুর সংখ্যা হচ্ছে প্রায় ১৬ লক্ষ (UNICEF Bangladesh 2014)। এসব শিশুদের প্রত্যেকেরই শিক্ষা গ্রহণের অধিকার রয়েছে। ফলে তাঁদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনসহ এসব শিশুকে উন্নয়নের সকল পর্যায়ে সম্পৃক্ত করা সরকারের এক মহান দায়িত্ব হিসেবে বিবেচিত। এছাড়া জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীত "Child Rights Convention"-এ এর উল্লেখ রয়েছে। তাই প্রতিবন্ধী শিশুদের শিক্ষার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে সরকার "Bangladesh Disability Act" (BDA)-2001 গ্রহণ করে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য সরকারের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকারকে সামনে রেখে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে সেনা পরিবার কল্যাণ সমিতির পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮ই জুলাই, ২০০৬ সালে "সেনা সহায়ক স্কুল" প্রতিষ্ঠা করা হয়। পরবর্তীকালে সমাজসেবা অধিদপ্তর থেকে ০১/০৮/২০১০ তারিখে প্রতিষ্ঠানটি নিবন্ধন করা হয়। প্রতিষ্ঠার কাল থেকে স্কুলটি অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের নিয়ে শিক্ষা প্রদানসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এক্ষেত্রে স্কুলের বিদ্যমান অবকাঠামোতে ক্রমবর্ধমান চাহিদা পূরণ করা সম্ভব না হওয়ায় বর্ধিত চাহিদা পূরণ এবং মানসম্পন্ন উপযুক্ত পরিবেশে প্রতিবন্ধী শিশুদের সেবা প্রদানের লক্ষে প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১.২ প্রকল্পের বিবরণ

সারণি ১.২: প্রকল্পের বিবরণ

প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অবস্থান	মন্ত্রণালয়/বিভাগ	বাস্তবায়নকারী সংস্থা
"এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্প	ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট	সমাজকল্যাণ মন্ত্রাণালয়	সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

১.৩ প্রকল্পের মানচিত্র

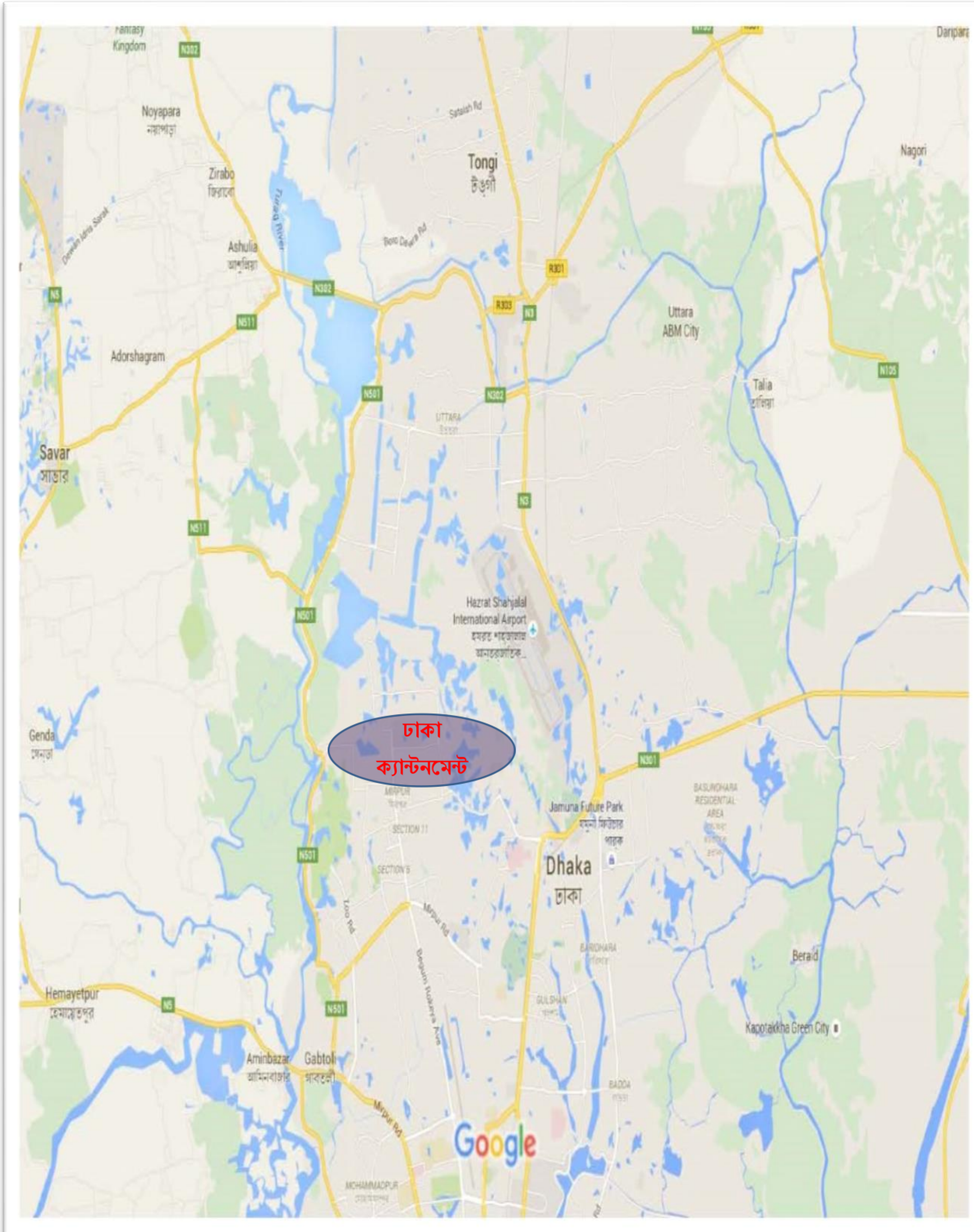

১.৪ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

সারণি ১.৩: প্রকল্পের বাস্তবায়ন সময় ও ব্যয়

প্রাক্কলিত ব্যয়		প্রকৃত ব্যয়	পরিকল্পিত বাস্তবায়নকাল		প্রকৃত বাস্তবায়নকাল	অতিক্রান্ত ব্যয় (মূল প্রাক্কলিত ব্যয়ের %)	অতিক্রান্ত সময় (মূল বাস্তবায়ন কালের %)
মূল কোটি টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	সর্বশেষ সংশোধিত টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মোট টাকা (সংস্থার নিজস্ব)	মূল	সর্বশেষ সংশোধিত			
৫১.৬১০৭ ৩০.৯৪৪৭ (২০.৬৬৪৭)	৫১.৬১০৭ ৩০.৯৪৪৭ (২০.৬৬৪৭)	৫১.৫৬৯১ ৩০.৯০৪৪ (২০.৬৬৪৭)	অক্টোবর ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩	অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৪	অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৪	--	৯ মাস (৩৭.৫০%)

১.৫ বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

(কোটি টাকায়)

সারণি ১.৪: বছরভিত্তিক সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়

অর্থ বছর	সংশোধিত এডিপি বরাদ্দ			অবমুক্তি	ব্যয় (জিওবি)		
	মোট	টাকা	সংস্থা	টাকা	মোট	টাকা	সংস্থা
২০১১-২০১২	৩০.০০	৩০.০০	-	৩০.০০	৩০.০০	৩০.০০	-
২০১২-২০১৩	১৫.৩৪৬০	১৫.৩৪৬০	-	১৫.৩৪৬০	১৫.৩৪৬০	১৫.৩৪৬০	-
২০১৩-২০১৪	১২.৫৯৮৭	১২.৫৯৮৭	-	১২.৫৯৮৭	১২.৫৫৭৪	১২.৫৫৭৪	-
মোট	**৩০.৯৪৪৭**	**৩০.৯৪৪৭**	**-**	**৩০.৯৪৪৭**	**৩০.৯০৩৪**	**৩০.৯০৩৪**	**-**

১.৬ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন (প্রকল্প সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর-এর ভিত্তিতে))

(লক্ষ টাকায়)

সারণি ১.৫: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১	স্টেশনারী	থোক	৯৩০	৬.০০	০.০০	৬.০০	৯৩০	৬.০০	০.০০	৬.০০

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
২	পরামর্শক	থোক	-	০.০০	২৩.০০	২৩.০০	-	০.০০	২৩.০০	২৩.০০
৩	সম্মানী	থোক	-	৬.৬০	০.০০	৬.৬০	-	৬.৬০	০.০০	৬.৬০
৪	যানবাহন ক্রয়	সংখ্যা	৭	৭৫.০০	১২০.০০	১৯৫.০০	৭	৭৪.৯৭	১২০.০০	১৯৪.৯৭
৫	জেনারেটর ক্রয় (৫০ কেভিএ)	সংখ্যা	২	২৪.০০	১০.০০	৩৪.০০	২	২৪.০০	১০.০০	৩৪.০০
৬	লিফট (৮৫০ কেজি)	সংখ্যা	৩	১০০.০০	৩০.০০	১৩০.০০	৩	১০০.০০	৩০.০০	১৩০.০০
৭	অগ্নি নির্বাপক	সংখ্যা	৩	২০.০০	১০.০০	৩০.০০	৩	২০.০০	১০.০০	৩০.০০
৮	সিসি টিভি	সংখ্যা	৪৫	০.০০	৫০.০০	৫০.০০	৪৫	০.০০	৫০.০০	৫০.০০
৯	যন্ত্রপাতি	সংখ্যা	২৯৪৭	১২৩.০০	১০৮.০০	২৩১.০০	২৯৪৭	১২৩.০০	১০৮.০০	২৩১.০০
১০	কম্পিউটার সামগ্রী	সংখ্যা	২	০.০০	২.০৫	২.০৫	২	০.০০	২.০৫	২.০৫
১১	আসবাবপত্র সরবরাহ	সংখ্যা	৪৭৯৫	১৪৪.০০	৪২.২০	১৮৬.২০	৪৭৯৫	১৪৩.৯০	৪২.২০	১৮৬.১০
১২	সাইট ডেভেলপমেন্ট	ঘঃমিঃ	৩১৬০	০.০০	২৫.৫০	২৫.৫০	৩১৬০	০.০০	২৫.৫০	২৫.৫০
১৩	মাটি পরীক্ষা	বড় গর্ত	২৫	০.০০	১.২৫	১.২৫	২৫	০.০০	১.২৫	১.২৫
১৪	প্রাতিষ্ঠানিক ভবন	বঃমিঃ	৮১৯২	৭০০.০০	১১৪৯.৬৪	১৮৪৯.৬৪	৮১৯২	৭০০.০০	১১৪৯.৬৪	১৮৪৯.৬৪
১৫	আবাসিক ভবন	বঃমিঃ	৪৬৮০	৯৫৫.০০	২৩৯.০০	১১৯৪.০০	৪৬৮০	৯৫০.৯৯	২৩৯.০০	১১৮৯.৯৯
১৬	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	বঃমিঃ	২৩৫৫	৬১১.০০	১৮৯.০০	৮০০.০০	২৩৫৫	৬১১.০০	১৮৯.০০	৭৯৯.৮৮

ক্র. নং	অংগের নাম	একক	পরিকল্পিত লক্ষ্যমাত্রা				প্রকৃত বাস্তবায়ন			
			বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট	বাস্তব	জিওবি	সংস্থা	মোট
১৭	রাস্তা	বঃমিঃ	৩৯৬৪.৫০	৮০.০০	৬.১৯	৮৬.১৯	৩৯৬৪.৫০	৮০.০০	৬.১৯	৮৬.১৯
১৮	ড্রেন	মিটার	৯০৯.১০	৫.০০	৫.০০	১০.০০	৯০৯.১০	৫.০০	৫.০০	১০.০০
১৯	ডীপ টিউবওয়েল	সংখ্যা	১	৮০.০০	১৯.৫০	৯৯.৫০	১	৮০.০০	১৯.৫০	৯৯.৫০
২০	বহিঃবিদ্যুৎ সংযোগ	মিটার	১৩৫০	১৪৫.০০	১৫.০০	১৬০.০০	১৩৫০	১৪৫.০০	১৫.০০	১৬০.০০
২১	গ্যাস সংযোগ	মিটার	৭৫০	১০.০০	১০.০০	২০.০০	৭৫০	১০.০০	১০.০০	২০.০০
২২	পয়ঃনিষ্কাশন ও পয়ঃব্যবস্থাপনা	মিটার	৫৩০	১০.০০	১১.১৪	২১.১৪	৫৩০	১০.০০	১১.১৪	২১.১৪
	মোট			**৩০৯৪.৬০**	**২০৬৬.৪৭**	**৫১৬১.০৭**		**৩০৯৪.৬০**	**২০৬৬.৪৭**	**৫১৬১.০৭**

১.৭ প্রকল্পের অনুমোদন ও সংশোধন

ক. প্রকল্প অনুমোদন

প্রকল্পটি মোট ৫১.৬১০৭ কোটি টাকা (জিওবি ৩০.৯৪৬০ কোটি টাকা ও সংস্থার নিজস্ব ২০.৬৬৪৭ কোটি টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১১/১০/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়।

খ. প্রকল্প সংশোধনের কারণ

মূল ডিপিপি সংস্থান অনুযায়ী সময়মত প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়া, যানবাহন সংখ্যা বৃদ্ধি, লিফটের বাজারদর বৃদ্ধি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের দর বৃদ্ধি, সিসিটিভির সংখ্যা বৃদ্ধি, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশন ইত্যাদির সংখ্যা ও বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়।

সংশোধিত প্রকল্পটি ০৮/০১/২০১৪ তারিখে ৫১.৬১০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

১.৮ প্রকল্প গ্রহণের উদ্দেশ্য

ক. ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াসের সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (একাডেমিক ভবন, স্টাফদের আবাসন, মাল্টিপারপাস হল, হাইড্রোথেরাপি পুলসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি তৈরি);

খ. অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবকদের যথাযথ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;

গ. বিশেষ যত্নের প্রয়োজনীয়তা-সম্পন্ন শিশুদের জন্য অনূকুল পরিবেশ তৈরি করা এবং সমাজে তাদের যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অটিজম এবং প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা;

ঘ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন করা;

ঙ. প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যাতে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং মা-বাবাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;

চ. বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করা;

ছ. অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান সুযোগ, তাদের অধিকার রক্ষা এবং সকল কাজে তাদের অংশগ্রহণের মধ্যে অংশদারিত্বমূলক, সকল ধরনের বাধামুক্ত এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করা যায় এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;

জ. প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করা;

ঝ. কমপক্ষে ৩০% প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সমীক্ষা পদ্ধতি বিশ্লেষণ

২.১ সমীক্ষার উদ্দেশ্য

TOR অনুযায়ী ব্যক্তি পরামর্শক নিম্নোক্ত দায়িত্ব পালন করবে, কিন্তু সীমাবদ্ধ নয়;

ক. প্রকল্পের পটভূমি, উদ্দেশ্য, অনুমোদন/সংশোধন, প্রকল্প ব্যয়, বাস্তবায়ন ও অর্থায়ন, বছরভিত্তিক চাহিদা, চাহিদা অনুযায়ী এডিপি বরাদ্দ, অবমুক্তি ও ব্যয়ের প্রাসঙ্গিক তথ্য পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

খ. প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তরায়ন অগ্রগতি (আস্তব ও আর্থিক), তথ্য সংগ্রহ, সন্নিবেশ, বিশ্লেষণ, সারণি/লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন ও পর্যালোচনা;

গ. প্রকল্পের উদ্দেশ্য অর্জনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

ঘ. প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত বিভিন্ন পণ্য/কার্য ও সেবা সংগ্রহের (procurement) ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধিমালা (PPR উন্নয়ন সহযোগী গাইড লাইন ইত্যাদি) প্রতিপালন করা হয়েছে কিনা সে বিষয়ে পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

ঙ. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় জনবলসহ আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে পর্যালোচনা/পর্যবেক্ষণ;

চ. প্রকল্পের আওতায় সংগৃহীত বিভিন্ন পণ্য, কার্য ও সেবা সংশ্লিষ্ট ক্রয় চুক্তিতে নির্দিষ্ট স্পেসিফিকেশন, গুণগত মান ও পরিমাণ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষণ ও যাচাইয়ের মাধ্যমে সংগৃহীত হয়েছিল কিনা তা যাচাই করা;

ছ. প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়, যেমন- অর্থায়নে বিলম্ব, পণ্য, কার্য ও সেবা ক্রয়/সংগ্রহের ক্ষেত্রে বিলম্ব, প্রকল্প ব্যবস্থাপনার মান, এবং প্রকল্পের মেয়াদ ও ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদির কারণসহ অন্যান্য দিক বিশ্লেষণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা;

জ. প্রকল্পের আওতায় গৃহীত কার্যক্রম ও সৃষ্ট সুবিধাদি টেকসই করার লক্ষে মতামত প্রদান;

ঝ. প্রকল্পের সবল দিক, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (SWOT) বিশ্লেষণ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুপারিশ প্রদান;

ঞ. প্রকল্পের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সুফলভোগীদের সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও মানসিক অবস্থা পর্যালোচনা;

ট. প্রকল্পের প্রধান কাজের গুণগত মান ও প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর পর্যালোচনা ও মতামত;

ঠ. প্রকল্পের কোন উদ্দেশ্য অসম্পূর্ণ থাকলে তার কারণ পর্যালোচনা করা;

ড. উল্লেখিত প্রাপ্ত বিভিন্ন পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশসহ প্রকল্প এলাকা থেকে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে মূল্যায়ন প্রতিবেদন প্রণয়ন এবং ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) কর্তৃক অনুমোদন গ্রহণ;

ঢ. স্থানীয় পর্যায়ের একটি ও জাতীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালা আয়োজন করে মূল্যায়ন কাজের পর্যবেক্ষণসমূহ অবহিত করা এবং কর্মশালায় প্রাপ্ত মতামত/সুপারিশসূহ বিবেচনা করে মূল্যায়ন প্রতিবেদনটি চূড়ান্তকরণ; এবং ক্রয়কারী সংস্থা (আইএমইডি) আরোপিত কর্তৃক অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদন।

২.২ সমীক্ষা পদ্ধতি

বর্তমান সমীক্ষার কর্মপদ্ধতির অংশ হিসেবে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক ও দ্বৈতীয়িক তথ্য বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য উৎস হতে সংগ্রহ করা হয়। এগুলোর মধ্যে প্রাথমিক তথ্য সরাসরি সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে এবং দ্বৈতীয়িক তথ্য প্রকল্প এলাকা প্রয়াস-এর সংগৃহীত নথি ও এ সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধ এবং গ্রন্থাদি থেকে নেওয়া হয়। সংগৃহীত তথ্যগুলি যাচাই-বাছাই করে সংরক্ষণের পাশাপাশি বিশ্লেষণসহ প্রতিবেদনে ব্যবহার করা হয়।

“এক্সপানশান এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)” প্রকল্পের মূল্যায়ন সম্পর্কে প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের লক্ষে পরিমাণগত ও গুণগত জরিপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে সরাসরি সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের সুফলভোগকারী অভিভাবকদের কাছ থেকে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। এফজিডি (ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন) কৌশলের মাধ্যমে এ প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অভিভাবক, শিক্ষক ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়। ‘মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার’ (Key Informant Interview, KII) পরিচালনার সময় এ প্রকল্পে দায়িত্বরত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা, শিক্ষক ও বিভিন্ন থেরাপিস্টের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য, প্রকল্পটি শুরু করার সময় কোন ধরনের বেজলাইন জরিপ করা হয়নি। তাই প্রকল্পের প্রভাব নির্ণয়ের জন্য মোট দ’ধরনের খানা, যথা- সুফলভোগী (treatment) ও প্রকল্প বহির্ভূত কন্ট্রোল গ্রুপ (control group) নির্বাচন করা হয়। তথ্য সংগ্রহকালে প্রকল্প এলাকায় একটি স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। সংগৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারের প্রোগ্রাম ব্যবহার করা হয়েছে। সবশেষে, প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে এই চূড়ান্ত খসড়া প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

২.৩ তথ্য সংগ্রহের কার্যপদ্ধতি

প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্য সংগ্রহ ও ফলাফল প্রস্তুতের জন্য নিচের পদ্ধতি অনুসরণ ও প্রয়োগ করা হয়েছে।

২.৩.১ *পরিমাণগত নিরীক্ষণ*

ক. সুফলভোগীদের তথ্য সংগ্রহ: উক্ত প্রকল্প থেকে সরাসরি শিক্ষালাভকারী শিশুর অভিভাবক যারা সুফলভোগকারী (treatment group) হিসেবে চিহ্নিত তাদের নিকট থেকে পূর্ব নির্ধারিত প্রশ্নের মাধ্যমে

প্রকল্পের সার্থকতা তথা এই প্রকল্পের সবল ও দুর্বল দিকগুলো সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করে এর মাধ্যমে প্রকল্পের দক্ষতা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে মূল্যায়ন করা হয়েছে। প্রকল্পের অবকাঠামো নির্মাণ অংশের গুণগত মান নিরূপণের জন্য গভীর ও বিস্তারিতভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় প্রশ্নমালা ব্যবহার করে খানা সমীক্ষা ও বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও এফজিডি করা হয়েছে।

খ. নিয়ন্ত্রিত দলের মতামত: এ প্রকল্প থেকে সুবিধা গ্রহণ করেনি এমন শিশুদের অভিভাবকদেরকে কন্ট্রোল গ্রুপ (control group) বিবেচনা করে উল্লেখিত প্রক্রিয়ায় তাঁদেরও মতামত নেওয়া হয়েছে। প্রভাব মূল্যায়নের জন্য নিয়ন্ত্রিত দল ও সুফলভোগকারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনা করা হয়েছে।

২.৩.২ *গুণগত নিরীক্ষণ*

ক. ফোকাস গ্রুপ আলোচনা (FGD)

প্রশ্নমালার মাধ্যমে উত্তর সংগ্রহ ছাড়াও সুবিধাভোগীদের কাছ থেকে প্রকৃত ও সঠিক তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশে প্রকল্প এলাকায় মোট ২টি FGD করা হয়েছে। ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা, অভিভাবক, শিক্ষক, বিভিন্ন পর্যায়ের থেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, ডাক্তার প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। এই ২টি ফোকাস গ্রুপই অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রকল্প এলাকার মধ্যে। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, যেহেতু সুবিধাভোগী অভিভাবকেদের পাশাপাশি এই প্রকল্পে চাকুরিরত শিক্ষক, থেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী ও ডাক্তারের কাছ থেকে এই প্রকল্পে বিশেষ সেবাকার্য সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য পাওয়া দরকার, সেহেতু প্রকল্প এলাকাতেই এসব ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি সহজেই নিশ্চিত করা সম্ভব।

খ. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার (KII)

প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সম্পর্কে আরও অধিক এবং গ্রহণযোগ্য তথ্য প্রাপ্তির জন্য উক্ত প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট উচ্চ-পর্যায়ের কর্মকর্তা, প্রয়াস বিশেষায়িত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন থেরাপি ইউনিটের প্রধান ও সমন্বয়কারী, অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক প্রমুখের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে।

গ. স্থানীয় পর্যায়ের কর্মশালা

তথ্য সংগ্রহের সময় প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় পর্যায়ের একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। এই কর্মশালায় প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সুবিধাভোগী অভিভাবক, উচ্চ-পদস্থ কর্মকর্তা, এই বিশেষায়িত বিদ্যালয়ের বিভিন্ন থেরাপি ইউনিটের প্রধান, উপাধ্যক্ষ, শিক্ষক, প্রকল্প বহির্ভূত নিয়ন্ত্রিত দলের অভিভাবক প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন। তাঁরা এই প্রকল্পের বিভিন্ন প্রাপ্ত সুবিধা, সীমাবদ্ধতা, সম্ভাবনা নিয়ে যেমন আলোচনা করেন, তেমনি এই প্রকল্পের স্থায়িত্বের জন্য বিভিন্ন সুপারিশমালা প্রদান করেন।

২.৩.৩ *নথি পর্যালোচনা*

প্রকল্পের **১**ম পর্যায়ের বাহ্যিক আর্থিক লক্ষসমূহের বিপরীতে প্রকৃত বাস্তবায়ন নিরূপণের জন্য প্রাথমিকভাবে নথিসমূহ (যেমন- ডিপিপি, প্রকল্প সমাপ্তিকরণ প্রতিবেদন ইত্যাদি) পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২.৪ নমুনার আকার ও বিভাজন

প্রকল্পটির সার্বিক প্রভাব মূল্যায়নের জন্য Treatment Group হিসেবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও তাদের অভিভাবকের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় এবং Control Group হিসেবে এ প্রকল্পের আওতায় নয় এমন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের পর্যবেক্ষণ ও তাদের অভিভাবকের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। বেইজলাইন তথ্য না থাকার কারণে এক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনে Recall Method অনুসরণ করা হয়।

২.৪.১ *নমুনার আকার নির্ধারণ*

আমাদের বর্তমান সমীক্ষাটিতে নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান সূত্র ব্যবহার করে নমুনার আকার নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পের আওতায় প্রয়াসের বিদ্যমান সুফলভোগীর খানাকে নমুনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এ প্রকল্পটি মূল্যায়নের জন্য Simple Random Sampling Design ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্রক সসীম ও নির্দিষ্ট হওয়ায় নমুনার আকার নির্ণয়ের জন্য নিচের সূত্র ব্যবহার করা হয়েছে।

$$n = \frac{Z^2pq}{d^2}$$

যেখানে,

n = নমুনার আকার (যা নির্ধারণ করা হবে)

p = Target parameter যার মান ৫০% অর্থাৎ p = 0.5 ধরা হয়েছে যাতে নির্দিষ্ট confidence level ও margin of error – এ সর্বোচ্চ নমুনা পাওয়া যায়।

q = 1 - p

z = 1.96 (৯৫% confidence level-এ পরিমিত বিন্যাসের মান)

d = margin of error যা ৯% ধরা হয়েছে (sample size খুব কম বলে marzin of error বেশি হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই এতে ৯% marzin of error ধরা হয়েছে।)

সমীকরণে এসব মান বসিয়ে পাই -

$$n = \frac{1.96^2 \times 0.5 \times 0.5}{0.09^2} = 118$$

২.৪.২ *নমুনা পদ্ধতি*

ওপরের সূত্রানুসারে ১০৯ জন সুবিধাভোগীর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। প্রয়াস কেন্দ্রে রক্ষিত তালিকা থেকে সুবিধাভোগীদের Simple Random Sampling- এর মাধ্যমে ১০৯ টি উত্তরদাতার খানা নির্বাচিত করে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে সুবিধাভোগী খানার ৫০% অর্থাৎ প্রয়াসের সুবিধা পায়নি এমন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুদের ৬৩টি খানা থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের খানা Sample -এ অন্তর্ভুক্ত করার পর নির্বাচিত খানাগুলো থেকে প্রতিবন্ধী শিশু ও তাদের অভিভাবক উভয়ের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

২.৫ সমীক্ষা প্রশ্নামালা

উক্ত প্রকল্পটির সুষ্ঠু গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহের লক্ষে বিভিন্ন প্রশ্নাবলি ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন-

ক. সুফলভোগী অভিভাবকেদের জন্য প্রশ্নমালা

খ. নিয়ন্ত্রিত দলের প্রশ্নমালা

গ. শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা

ঘ. KII-এর জন্য প্রশ্নমালা

ঙ. FGD-এর জন্য প্রশ্নমালা

চ. পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলি চেকলিস্ট

২.৬ তথ্য সংগ্রহকারী নিয়োগ

প্রশ্নমালার মাধ্যমে প্রকল্প সমীক্ষার সকল প্রকার তথ্য সংগ্রহে নিয়োজিত থাকার জন্য গত ৫ই মার্চ ৪ জন মাঠ তথ্যসংগ্রহকারী নিয়োগ দেওয়া হয়। তাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল মাস্টার্স। তবে ইতঃপূর্বে একটি বিষয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি পাশ করার পর বর্তমানে প্রত্যেকেই তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগে পেশাগত মাস্টার্সে অধ্যয়নরত আছেন। ফলে এই বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য বের করে ক্ষেত্রে তারা যথেষ্ট সংবেদনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন, যেহেতু তারা এই বিশেষ শিশুদের বৈকল্যগুলো সম্পর্কে তাত্ত্বিক ধারণা আগেই অধ্যয়নসূত্রে অর্জন করেছেন।

২.৭ তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণ

প্রকল্প সমীক্ষায় ব্যবহারের উদ্দেশে প্রকৃত তথ্য বের করে আনার জন্য তথ্য সংগ্রহকারীদের সরেজমিন কাজ শুরু করার পূর্বেই তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই প্রশিক্ষণে তাদের প্রথমদিনে পরিচয়মূলক কোর্স ও দ্বিতীয় দিনে প্রশ্নমালার প্রি-টেস্ট প্রশিক্ষণের জন্য নিম্নলিখিত পন্থা অবলম্বন করা হয়।

ক. সমীক্ষার পটভূমি ও উদ্দেশ্য

খ. সমীক্ষার উপকরণ অথবা ছক প্রশ্নপত্র

গ. তথ্য অথবা ডাটা সংগ্রহের পদ্ধতি

ঘ. উত্তর লিপিবদ্ধকরণ

ঙ. পূরণকৃত প্রশ্নপত্রসহ সমীক্ষা প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়াদি

২.৮ সমীক্ষা উপকরণের মাঠ পরীক্ষা

প্রকৃত তথ্য সংগ্রহের পূর্বে সমীক্ষা উপকরণসমূহের (যেমন-প্রশ্নপত্র) মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয়েছে। উপকরণসমূহের ব্যবহারযোগ্যতা পরিমাপ এবং উত্তরদাতার বুঝার বিষয়টি পরীক্ষার জন্য উপকরণসমূহের মাঠ পর্যায়ে পরীক্ষা করা হয় এবং প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রশ্নমালায় কিছু সংশোধন করা হয়।

২.৯ মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ

তথ্য সংগ্রহকারীগণ সমীক্ষার জন্য প্রকল্পের সুফলভোগী, কেআইআই ও এফজিডি থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। এছাড়া প্রকল্প থেকে সুবিধাপ্রাপ্ত সুফলভোগীদের গুণগত মানের তুলনা করার জন্য নিয়ন্ত্রিত দলের নিকট থেকেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। একজন তথ্য সংগ্রহকারী দৈনিক (পূর্ণকর্ম দিবসে) আনুমানিক ০৫ জন উত্তরদাতার নিকট থেকে প্রশ্নপত্র পূরণ করেছেন। সে হিসেবে ১০ কার্যদিবসে তারা সব মিলিয়ে সর্বমোট ২০০জনের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। ব্যক্তি পরামর্শক তথ্য সংগ্রহকারীদের প্রশ্নপত্র পূরণ করার কাজ পরিচালনা করেছেন। তথ্য সংগ্রহকারীদের জন্য তথ্য সংগ্রহের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী আইএমইডি কর্মকর্তাগণ তথ্য সংগ্রহের কাজ তদারকি করেছেন।

২.১০ তথ্য সংগ্রহকারীদের কর্ম পর্যবেক্ষণ

ব্যক্তি পরামর্শক নিজে তথ্য সংগ্রহকারীদের তথ্য সংগ্রহের সময় বিভিন্ন পর্যায়ে মাঠ পরিদর্শন করেছেন এবং এ সংক্রান্ত তাদের বিভিন্ন কাজের তদারকি করেছেন। এ উদ্দেশে আইএমইডিকে তথ্য সংগ্রহকারীদের ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর সরবরাহ করা হয়েছে যাতে করে আইএমইডি কর্মকর্তাগণ তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারেন। তথ্য সংগ্রহ কাজে কোন ব্যতিক্রম পরিলক্ষিত হলে তা তাৎক্ষণিক অবহিত হয়ে

সংশোধন করা হয়েছে। তথ্যসমূহ কম্পিউটারে অন্তর্ভুক্তকরণের পূর্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে যাছাই-বাছাই করা হয়েছে।

২.১১ তথ্য বিশ্লেষণ ও প্রক্রিয়াকরণ

সংগৃহীত ও গৃহীত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণের জন্য কম্পিউটারে SPSS-20 ব্যবহার করা হয়েছে।

নিচে বর্ণিত Flow Chart মোতাবেক তথ্য বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে।

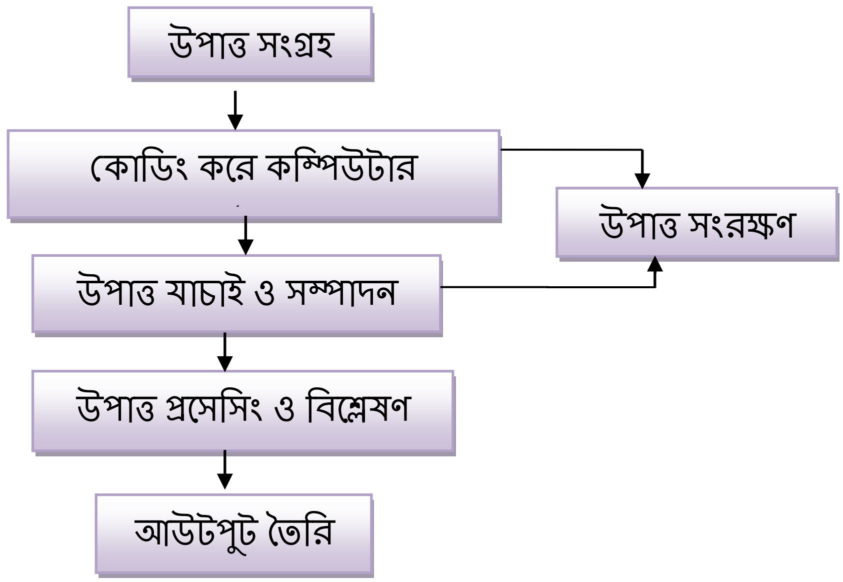

২.১২ প্রতিবেদন প্রণয়ন

আইএমইডিতে উপস্থাপনের জন্য ব্যক্তি পরামর্শক নিম্নোক্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন।

১. *প্রারম্ভিক প্রতিবেদন (inception report)*

প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের ওপর টেকনিক্যাল ও স্টিয়ারিং কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মাঠ পর্যায়ে মাঠ তথ্য সংগ্রহের কাজ পরিচালনা করা হয়। প্রতিবেদনে বিস্তারিত সমীক্ষা পদ্ধতি (study methodology) ও কার্য পরিকল্পনার ধারণা (work plan) এর ধারণা প্রদান করা হয়েছে।

২. *খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন (draft study report)*

খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদনে গবেষণা ফলাফল সংগৃহীত তথ্যাদির আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং সমীক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সারণি, চার্ট, গ্রাফ ইত্যাদি প্রস্তুত করা হয়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে সংশ্লিষ্ট অংশীদারগণের (stake holder) সঙ্গে মত-বিনিময় কর্মশালায় উপস্থাপিত তথ্যসমূহও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

৩. *চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদন (final study report)*

উপরিউক্ত খসড়া সমীক্ষা প্রতিবেদন বিষয়ে আলোচনার জন্য টেকনিক্যাল কমিটির সভা গত ১৭ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বিশেষজ্ঞগণ প্রতিবেদন বিষয়ে যে মতামত প্রদান করেন তারই আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধনীসহ প্রস্তুতকৃত প্রতিবেদন আবার গত ৪ঠা অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভায় উপস্থাপন করা হয়। স্টিয়ারিং কমিটির সম্মানিত সদস্যদের মতামতের ভিত্তিতে পরিমার্জিত ও চূড়ান্ত খসড়া প্রতিবেদেন বিষয়ে জাতীয় কর্মশালা গত ৮ই জুন অনুষ্ঠিত হয়। পরিশেষে, কর্মশালায় গৃহীত সুপারিশের আলোকে প্রয়োজনীয় সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার পর চূড়ান্ত সমীক্ষা প্রতিবেদনের ৬০ কপি ১৩ই জুন, ২০১৭ সালে আইএমইডি-তে উপস্থাপন করা হয়।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের সার্বিক ও অঙ্গভিত্তিক লক্ষমাত্রা ও অর্জন

৩.১ ভূমিকা

এই প্রতিবেদনের প্রথম অধ্যায়ের **১.৬** নং উপ-অধ্যায়ে উল্লিখিত ‘প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন’ শীর্ষক সারণিতে প্রকল্পভুক্ত আইটেমসমূহের যে বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে তারই আলোকে বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করে এর বিভিন্ন আইটেমের বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। পাশাপাশি এসব আইটেমের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অনুসৃত বিভিন্ন ধাপ ও প্রক্রিয়া বিষয়ে অবহিত হওয়ার লক্ষে প্রকল্পে রক্ষিত সংশ্লিষ্ট নথিসমূহও যাচাই ও নিরীক্ষণ করা হয়। তারই আলোকে প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক যে বাস্তব অবস্থা লক্ষ করা গেছে তা নিচের সারণিতে উল্লেখ করা হল।

সারণি ৩.১: প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক বাস্তবায়ন ধারাক্রম

ক্রমিক নং	প্রধান অঙ্গসমূহ	পরিমাণ	মন্তব্য
১.	একাডেমিক ভবন	১টি (৮১৯২ ব.মি.)	সুন্দর ও কার্যোপযোগী একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
২.	আবাসিক ভবন	৪৬৮০ বর্গমিটার	প্রকল্প এলাকার প্রাঙ্গনে ফুটবল মাঠের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে ৬ তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে।
৩.	অন্যান্য ভবন ও স্থাপনা	২৩৫৫ বর্গমিটার	প্রয়াস মাল্টিপারপাস হল নামে একটি স্থাপনা তৈরি কর হয়েছে একাডেমিক ভবনের পশ্চিমে এক সংযুক্ত করে। পাশাপাশি এরই অংশ হিসেবে হাইড্রোথেরাপিউটিক পুলটি নিমার্ণ করা হয়েছে প্রয়াস হলের পেছন দিকে সুইমিং পুলকে সংযুক্ত করে।
৪.	লিফট (৮৫০ কেজি)	৩টি	একাডেমিক ভবনের সুবিধাজনক ৩টি স্থানে ৩টি লিফট স্থাপন করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.১)* ।
৫.	জেনারেটর (৫০ কেভিএ)	২টি	একাডেমিক ভবনে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সুবিধার্থে ২টি ৫০ কেভিএ জেনারেটর স্থাপন

			করা হযেছে একাডেমিক ভবনের পূর্বদিকে একটি নির্ধারিত স্থানে *(দেখুন চিত্র ৫.২)*।
৬.	যানবাহন	৭টি	আবাসস্থলের কাছাকাছি কোন নির্ধারিত জায়গা থেকে বিশেষ শিশুদেরকে প্রয়াসে আনা-নেওয়ার সুবিধার্থে ৭টি বাস ক্রয় করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৩)*।
৭.	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র	৩টি	একাডেমিক ভবনে আগুন লাগলে দ্রুত নিবানোর সুবিধার্থে ৩টি অগ্নিনির্বাপক যন্ত্র সুবিধাজনক ৩টি স্থানে স্থাপন করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৪)*।
৮.	সিসি টিভি	৪৫টি	প্রকল্প এলাকার নিরাপত্তার সুবিধার্থে বিভিন্ন স্থানে ৪৫টি সিসি টিভি স্থাপন করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৫)*।
৯.	যন্ত্রপাতি	২৯৪৭	অটিস্টিক ও বিভিন্ন বিশেষ শিশুদেরকে থেরাপি প্রদানের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন স্কুলের থেরাপিউটিক কক্ষে এসব যন্ত্রপাতি স্থাপন করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৬)*।
১০.	রাস্তা	৩৯৬৪.৫০ বর্গমিটার	যানবাহন চলাচলের সুবিধার্থে একাডেমিক ভবনের সামনে রাস্তা নির্মাণ করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৭)*।
১১.	ড্রেন	৯০৯.১০ বর্গমিটার	পয়ঃনিষ্কাশনের সুবিধার্থে প্রকল্প এলাকা ঘিরে একটি ড্রেন নির্মাণ করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৮)*।
১২.	ডিপ টিউবওয়েল	১ টি	প্রকল্প এলাকায় একটি ডিপ টিউবওয়েল স্থাপন করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৯)*।
১৩.	ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ ও ব্যাডমিন্টন কোর্ট সংস্কার	৩টি	মূল একাডেমিক ভবনের পেছনে এবং সুইমিং পুলের পাশে অবস্থিত ফুটবল মাঠ, বাস্কেটবল মাঠ ও ব্যাডমিন্টন মাঠের প্রয়োজনীয় সংস্কার করে এগুলোকে বিশেষ শিশুদেরকে খেলার উপযোগী করা হয়েছে

			(দেখুন চিত্র ৫.১০)।
১৪.	ড্রাইভার সেড	১টি	প্রয়াস মাল্টিপারপাস হলের পাশে একটি সেড নির্মাণ করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৫.৩)*।

৩.২ প্রকল্পের বাস্তবায়ন সম্পর্কিত বিষয়াদি পর্যালোচনা

প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রয়াস বিশেষ বিদ্যালয়ে সংরক্ষিত বিভিন্ন নথি ও প্রয়োজনীয় দলিলাদি পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, প্রকল্পটির সার্বিক বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে ৯ মাসেরও কিছু বেশি সময় বিলম্ব ঘটে। ফলে প্রকল্পটি মূল কার্যপরিধি অনুযায়ী ২০১৩ সালের সেপ্টেম্বরের মধ্যে সমাপ্ত হওয়ার কথা থাকলেও এর প্রকৃত কাজ সমাপ্ত হয় ২০১৪ সালের জুন মাসে। সে কারণে প্রকল্পের আওতাভিত্তিক বাস্তবায়নেও কিছুটা বিলম্ব হয়।

মূলত এই প্রকল্পটির অনিবার্য সংশোধন কার্যক্রমের জন্যই অনিচ্ছাকৃত এই বিলম্ব ঘটে। আর প্রকল্পটির সংশোধনের কারণ হিসেবে নিম্নলিখিত অবস্থা অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।

১. সময়মত প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়া,
২. যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি
৩. প্রকল্পের অন্যতম আইটেম লিফটের বাজারদর বৃদ্ধি,
৪. অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের দর বৃদ্ধি
৫. সিসিটিভির সংখ্যা বৃদ্ধি
৬. আসবাবপত্রের দাম বৃদ্ধি
৭. এয়ারকন্ডিশনারের সংখ্যা ও দাম বৃদ্ধি ইত্যাদি।

৩.৩ প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক সেবাদান-ব্যবস্থপনা

প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে যে, প্রকল্প উপযোগী যেসব আইটেম ক্রয় করা হয়েছে, সেগুলো বিশেষ শিশুদেরকে থেরাপি প্রদানের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। এছাড়া সরেজমিন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে যে, এসব যন্ত্রপাতি পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন ধরনের অদক্ষতা বা ক্রুটিও পরিলক্ষিত হয়নি। কেননা প্রয়াস কর্তৃপক্ষ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত লোকদেরকেই এসব বিশেষ যন্ত্রপাতি চালনার জন্য নিয়োগ প্রদান করেছেন। ফলে এসব যন্ত্রপাতি দ্বারা বিশেষ শিশুসহ পুরো প্রয়াস প্রকল্প দারুণভাবে উপকৃত হচ্ছে। অভিভাবকদের কাছ থেকে এ বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ইতিবাচক ফলাফল পাওয়া গেছে যা সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত ফলাফলেও প্রতিফলিত হয়েছে।

চিত্র ৩.১: একাডেমিক ভবনে স্থাপনকৃত লিফট

চিত্র ৩.২: একাডেমিক ভবনের পাশে স্থাপিত জেনারেটর

চিত্র ৩.৩: নির্মিত ড্রাইভার সেড

চিত্র ৩.৪: একাডেমিক ভবনে স্থাপিত অগ্নি নির্বাপক যন্ত্র

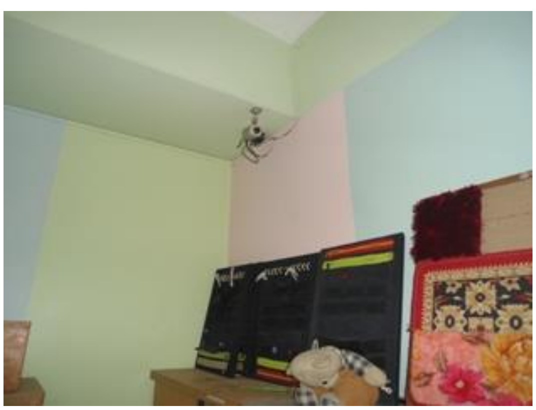

চিত্র ৩.৫: বিভিন্ন কক্ষে স্থাপিত সিসি টিভি ক্যামেরা

চিত্র ৩.৬: একাডেমিক ভবনে বিভিন্ন কক্ষে স্থাপিত প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি

চিত্র ৩.৭: একাডেমিক ভবনের সামনে স্থাপিত রাস্তা

চিত্র ৩.৮: প্রকল্প এলাকার চারপাশে নির্মিত ড্রেন

চিত্র ৩.৯: পানি সরবরাহের জন্য ডিপ টিউবওয়েল

চিত্র: ৩.১০: শিশুদের খেলার জন্য সংস্কারকৃত ফুটবল মাঠ ও ব্যাডমিন্টন কোর্ট

চতুর্থ অধ্যায়

প্রকল্প বাস্তবায়নের নিমিত্তে মালামাল সংগ্রহ, কার্যসম্পাদন ও সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

৪.১ প্রকল্প বাস্তবায়ন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ভুক্ত সমাজসেবা অধিদপ্তর এবং প্রয়াস, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট "এক্সপানশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পটি সংশোধিত হয়ে অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মধ্যে শেষ করার লক্ষমাত্রা নির্ধারিত হয় এবং সে অনুযায়ী কাজও সম্পন্ন হয়।

সারণি ৪.১ প্রকল্প ব্যয়ের বিন্যাস

ক্রমিক নং	বিবরণ	ব্যয় (কোটি টাকায়)	শতকরা হার
১	**প্রাক্কলিত ব্যয়**	**সর্বমোটঃ ৫১.৬১০৭**	
		জিওবিঃ ৩০.৯৪৪৭	৫৯.৯৬%
		সংস্থার নিজস্বঃ ২০.৬৬৪৭	৪০.০৪%
২	**প্রকৃত সংশোধিত ব্যয়**	**সর্বমোটঃ ৫১.৬১০৭**	
		জিওবিঃ ৩০.৯৪৪৭	৫৯.৯৬%
		সংস্থার নিজস্বঃ ২০.৬৬৪৭	৪০.০৪%
৩	**প্রকৃত বাস্তব ব্যয়**	**সর্বমোটঃ ৫১.৫৬৯১**	৯৯.৯২%
		জিওবিঃ ৩০.৯০৪৪	৫৯.৯৩%
		সংস্থার নিজস্বঃ ২০.৬৬৪৭	৪০.০৮%

অঙ্গভিত্তিক আর্থিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, প্রকল্প বাস্তবায়নে লক্ষমাত্রার তুলনায় ৯৯.৯২% টাকা প্রকৃত অর্থে খরচ হয়েছে। এর মধ্যে জিওবি থেকে ব্যয় হয়েছে ৫৯.৯৩% এবং সংস্থার নিজস্ব ৪০.০৮% অর্থ ব্যয় হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১১ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য ১১/১০/২০১১ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদন করা হয়। পরে প্রকল্প কিছুটা সংশোধন করা হয়। প্রকল্পের কর্তৃপক্ষের ভাষ্য মতে, মূল ডিপিপি

সংস্থান অনুযায়ী সময়মত প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়া, যানবাহন সংখ্যা বৃদ্ধি, লিফটের বাজারদর বৃদ্ধি, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের দর বৃদ্ধি, সিসিটিভির সংখ্যা বৃদ্ধি, আসবাবপত্র, এয়ার কন্ডিশন ইত্যাদির সংখ্যা ও বাজার দর বৃদ্ধি পাওয়ায় আন্তঃখাত সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি সংশোধন করা হয়। এই সংশোধিত প্রকল্পটি পরে ০৮/০১/২০১৪ তারিখে ৫১.৬১০৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে অক্টোবর ২০১১ থেকে জুন ২০১৪ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদিত হয়।

প্রকল্পটি বাস্তবায়নের নিমিত্তে যে প্যাকেজ বা দরপত্রটি ছিল তার নাম হচ্ছে Package – A, B & C, নং ১০৩৩/প্রজেক্ট/প্রয়াস/তারিখ ২৪ মার্চ ২০১২ এবং ১৮ এপ্রিল ২০১২। প্রতিটি প্যাকজে ১টি লট ছিল। প্রকল্পের কাজের ধরন ছিল মালামাল ও কার্য সেবা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে Construction of Accomodation, Admin and Academic Block, Multipurpose Hall ইত্যাদি। পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, মালামাল ও সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সবর্ত্র পিপিআর ২০০৮ অনুসরণ করা হয়েছে। এক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক দরপত্র বিজ্ঞপ্তিটি জাতীয় দৈনিক Dialy Sun পত্রিকায় ২৯ শে মার্চ ২০১২ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়া দরপত্রটি ১ কোটি টাকার ঊর্ধ্বে হওয়ায় সিপিটিইউ-এর ওয়েব সাইটে প্রকাশিত হয়েছিল। দরপত্র বিজ্ঞপ্তি অনুসারে দরপত্র আহ্বান, দরপত্র বিক্রয় কার্যক্রম, দরপত্র খোলা, তুলনামূলক বিবরণী প্রদান দরপত্র মূল্যায়ন, ঠিকাদার নির্বাচন ও চুক্তি স্বাক্ষর ইত্যাদি কার্যক্রম ক্রয় নীতিমালা ২০০৮ অনুসরণ করে সম্পন্ন করা হয়েছে।

দরপত্র সংক্রান্ত সাধারণ তথ্যসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, দরপত্র বিক্রয় শুরু হয় ০৫ই এপ্রিল ২০১২, শেষ তারিখ ছিল ২৯ শে এপ্রিল ২০১২। মোট ১৭টি দরপত্র বিক্রয় হয়েছে এবং প্রত্যেকটিই জমা পড়েছে। দরপত্র উন্মুক্ত কমিটিতে সমস্য ছিলেন ৩ জন এবং দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে অংশ নিয়েছিলেন ৭ জন। দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদন করা হয় ২৭শে মে ২০১২। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত প্রক্রিয়া লিপিবদ্ধ আছে *(দেখুন পরিশিষ্ট ৫)*।

৪.২ প্রকল্পের সেবা সংক্রান্ত কার্যক্রম

প্রয়াস প্রকল্পের একাডেমিক ভবনটি সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, কর্তৃপক্ষ বিশেষ শিশুদের সেবাদান কর্মটিকে বিশেষায়িত করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে ভাগ করে নিয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, School of Autism, School of Intellectually Challenged, School of Fhysically Challenged, School of Hearing Impairment, School of Visually Impairment ইত্যাদি। বিশাল একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন তলায় এই স্কুলগুলি অবস্থিত। মূলত শিশুদের প্রতি তাঁদের সেবাদান কাজকে বিশেষায়িত ও নিবিড় করার জন্যই এধরনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। স্কুল ভিত্তিক যেসব থেরাপিস্ট ও শিক্ষকরা এখানে কাজ করছেন তাঁদের দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে, এবং সময়ও ভাগ করা আছে। আর তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে কিনা, তার জন্য তদারকির ব্যবস্থাও

রয়েছে। ফলে এসব থেরাপিস্ট ও শিক্ষকের অধীনে বিশেষ শিশুরা যে সেবাটি লাভ করে তা বাংলাদেশের মান বিবেচনায় উৎকৃষ্টতম। এক্ষেত্রে প্রয়াস স্কুলের থেরাপিস্ট কর্তৃক বিভিন্ন শিশুর জন্য প্রদত্ত কিছু সেবাকর্মের নমুনা এখানে উপস্থাপন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ, প্রথমেই এই স্কুলে স্থাপিত হাইড্রোথেরাপিউটিক পুলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এই থেরাপিউটিক পুলটি পরিচালনা করেন একজন দক্ষ ফিজিওথেরাপিস্ট। দায়িত্বপ্রাপ্ত শিশু-ফিজিওথেরাপিস্ট জানান যে, সারা পৃথিবীতে থেরাপিউটিক পুল ফিজিওরাই পরিচালনা করে থাকেন। তিনি এই পুলে সাধারণত physically challenged ও hyper autistic শিশুদের হাইড্রোথেরাপি প্রদান করে থাকেন। এই হাইড্রোথেরাপি প্রদানের মাধ্যমে এসব বিশেষ শিশুদের অতি-সংবেদনশীলতা নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এছাড়া সেরেব্রাল পালসিতে আক্রান্ত শিশু, যাদের সংবেদন (sensory) সমস্যা বা স্পর্শজনিত (tactile) সমস্যা রয়েছে তাদের জন্যও এই হাইড্রোথেরাপি বিশেষ উপকারী। তবে প্রয়োজনের তুলনায় এই সুযোগ সীমিত। কেননা, এখানে হাইড্রোথেরাপিউটিক পুলের সংখ্যা মাত্র একটি। সে কারণে বর্তমানে এখানে এ ধরনের ৪০টি শিশুকে মাসে মাত্র ৪ দিন হাইড্রোথেরাপি সেবা প্রদান করা যায় যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।

প্রয়াসের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন বাচন ও ভাষা থেরাপিস্ট (speech and language therapist) জানান, তাঁরা মূলত অটিস্টিকসহ বিভিন্ন ধরনের শিশুদের যোগাযোগ সমস্যার সমাধান ও তাদের উন্নয়নে কাজ করে থাকেন এবং প্রয়োজনীয় থেরাপি দিয়ে থাকেন। থেরাপি প্রদানের ক্ষেত্রে তাঁরা বিশেষ শিশুর প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও একক (individual), আবার কখনও দলবদ্ধ (group) থেরাপি দিয়ে থাকেন। আবার অটিস্টিক শিশুদের মনোযোগ আর্কষণের পর বাচন ও ভাষা থেরাপিস্টরা তাদেরকে প্রাক্-বাচনিক (preverbal) দক্ষতা ও মুখ-পেশির (oral-motor) দক্ষতা বাড়িয়ে তুলে তাদের বাচন ও ভাষার বিকাশে সহায়তা করে থাকেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে মোট ৮জন বাচন ও ভাষা থেরাপিস্ট কাজ করছেন।

প্রয়াসে কর্মরত মনোবিজ্ঞানীদের কাজ হচ্ছে বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত বিশেষ শিশুদের মনোবিজ্ঞানের তত্ত্ব, পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে নিরীক্ষণ (assessment) করা। বিশেষ করে যেসব শিশু প্রয়াসে ভর্তি হয়ে থাকে, তাদেরকে প্রতি ১৫দিন পর পর তারা নিরীক্ষণ করেন। তবে এক্ষেত্রে প্রয়োজনবোধে শিশুদের সর্বোচ্চ সেবা প্রদানের জন্য আলাদা আলাদা শিশুদেরকে পরামর্শ সহায়তা (counseling) প্রদান করে থাকেন। বর্তমানে এই প্রতিষ্ঠানে ২ জন মনোবিজ্ঞানী কাজ করছেন।

এই প্রতিষ্ঠানে ফিজিওথেরাপিস্ট হিসেবে যারা নিয়োগপ্রাপ্ত হয়েছেন তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে সেরেব্রাল পালসি সমস্যাসহ যেসব বিশেষ শিশু শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত তাদের ফিটনেস ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করা। এক্ষেত্রে ফিজিওরা বিভিন্ন ক্লাসে গমন করে নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে থেরাপি প্রদান করে থাকেন। আবার সেসব শিশুদের অবস্থা প্রকৃত অর্থেই খারাপ এবং পুনঃপুন থেরাপির প্রয়োজন, তাদের পিতামাতাকে এক্ষেত্রে সচেতন করেন

এবং তাদেরকে থেরাপির কিছু কৌশল শিখিয়ে দেন যাতে করে মা-বাবা বাসায় গিয়ে এই থেরাপি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে পারেন।

এখানে দায়িত্বরত অকুপেশেনাল থেরাপিস্টদের প্রদান কাজ হচ্ছে, ভর্তিকৃত বিশেষ শিশুদের বিভিন্ন শারীরিক কর্মকাণ্ডকে চাহিদা অনুযায়ী বাড়িয়ে তোলা ও কার্যোপযোগী করা। এক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় থেরাপি প্রদানের পাশাপাশি কখনও থেরাপিস্টরা শিশুদের বাবা-মার সাথে পরামর্শ করে কীভাবে বাসায় শিশুরা তাদের জীবন নির্বাহ করবে সে বিষয়ে একটি দৈনন্দিন সূচিও (dialy routine) তৈরি করে দেন।

প্রয়াসে থেরাপিস্ট ছাড়াও যেসব শিক্ষক কাজ করেন, তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে ক্লাসে বিশেষ শিশুরা কী পারে, বা না পারে তা পর্যবেক্ষণ করা এবং তার তালিকা করা। তারপর যেসব দৈনন্দিন কাজে এই বিশেষ শিশরা ব্যর্থ হয়, সেগুলোকে তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যেসব শিশু দাঁত ব্রাশ করতে পারে না, তাদেরকে ক্লাসে ব্রাশ করা শিখানো হয়। এসব রপ্ত করার কাজে শিক্ষকেরা শিশুটিকে একেবারে না শিখিয়ে ভেঙে ভেঙে পর্যায়ক্রমে শিখিয়ে থাকেন।

৪.২.১ বহির্বিভাগ সেবা

পূর্বেই উল্লেখ করা হযেছে যে, বর্তমানে প্রয়াসে ভর্তিকৃত ৪০০ বিশেষ শিশু ছাড়া আরও প্রায় ৭৫০ জন শিশু ভর্তির জন্য অপেক্ষা করছে। যেহেতু অপেক্ষারত এসব শিশু প্রয়াসের মূল সেবাদান ও থেরাপি কার্যক্রমে অংশ নিতে পারছে না, তাই প্রয়াস কর্তৃপক্ষ তাদের কথা চিন্তা করে বহির্বিভাগ সেবাকার্য শুরু করেছে। এই বহির্বিভাগ সেবা কার্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে, বিশেষ শিশুদের প্রয়োজন অনুসারে থেরাপি প্রদান করা। এই থেরাপি প্রদান কাজে প্রয়াসে কর্মরত বাচন ও ভাষা থেরাপিস্ট, ফিজিওথেরাপিস্ট, অশুপেশেনাল থেরাপিস্টরা সবাই অংশগ্রহণ করে থাকেন। তবে শুধু ভর্তিচ্ছু অপেক্ষারতরাই নয়, বরং যেকোন অভিভাবকই তাদের বিশেষ শিশুদের নিয়ে এসে প্রয়াসের এই বহির্বিভাগ সেবা গ্রহণ করতে পারেন। পাশাপাশি, ভর্তিকৃত শিশুরাও এই সেবা টাকার বিনিময়ে গ্রহণ করতে পারেন, যদি তাদের পিতামাতারা তাদেরকে কোন বিষয়ে অতিরিক্ত থেরাপি দিতে চান। উল্লেখ্য, প্রতি ৪৫ মিনিটে এই সেবার জন্য সেবা গ্রহীতাকে ৪০০ টাকা প্রদান করতে হয়। এই ধরনের বহির্বিভাগ সেবা চালুর ক্ষেত্রে প্রয়াস কর্তৃপক্ষ বলেন যে, যেসব বিশেষ শিশুর স্কুলে দেওয়া থেরাপি যথেষ্ট নয়, তাদেরকে বাসায় গিয়ে থেরাপি দিতে হলে বাবা-মাকে অনেক বেশি ফি দিতে হয়। এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে প্রয়াস কর্তৃপক্ষ এ ধরনের বহির্বিভাগ সেবা চালু করেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রকল্পের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত এলাকায় অর্জিত অবস্থা

৫.১ প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহের অর্জিত অবস্থা

প্রকল্পের উদ্দেশ্য	বাস্তবায়ন অবস্থা
ক. ৪০০ জন অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশুর জন্য ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াসের সুবিধাদি সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন (একাডেমিক ভবন, স্টাফদের আবাসন, মাল্টিপারপাস হল, হাইড্রোথেরাপি পুলসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি তৈরি);	ক. সরেজমিন পরিদর্শন করে দেখা গেছে যে, প্রকল্পটিতে বর্তমানে ১) ৪ তলা বিশিষ্ট একাডেমিক ভবন নির্মিত হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৪.১)*; ২) স্টাফদের জন্য (শিক্ষক ও কর্মকর্তা) একটি ৬ তলা আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৪.২)*; ৩) একাডেমিক ভবন সংলগ্ন একটি মাল্টিপারপাস হল তৈরি হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৪.৩)* এবং সুইমিংপুল লাগোয়া একটি অত্যাধুনিক হাইড্রোথেরাপি পুল নির্মাণ করা হয়েছে *(দেখুন চিত্র ৪.৪)*।
খ. অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধী শিশু ও যুবকদের যথাযথ উন্নয়নের জন্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা;	খ. এই প্রকল্পে দায়িত্বরত মুখ্য কর্মকর্তা ও অটিস্টিকসহ বিশেষ শিশুদেরকে প্রশিক্ষণদানকারী শিক্ষকদের প্রশ্ন করে জানা গেছে যে, তারা এই প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শিশুদের যে আধুনিক প্রশিক্ষণ দান করেন, তার মাধ্যমে এই শিশুরা সমাজে মূলস্রোতে প্রবেশসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মে নিয়োজিত পারবে। সরেজমিন পরিদর্শনেও শিক্ষক ও থেরাপিস্ট কর্তৃক শিশুদেরকে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ প্রদানের বিষয়টি নজরে এসেছে।
গ. বিশেষ যত্নের প্রয়োজনীয়তা-সম্পন্ন শিশুদের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা এবং সমাজে তাদের যথাযথ গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির জন্য অটিজম এবং	গ. এ বিষয়ে সরেজমিন প্রকল্প পরিদর্শন করে দেখে গেছে যে, বিশেষ শিশুরা যাতে ভবনের বিভিন্ন তলায় নির্বিঘ্নে যাতায়াত করতে পারে সেজন্যে রেম্প (ramp) তৈরি করা হয়েছে। এছাড়া প্রয়াসের বর্তমান অধ্যক্ষ

প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সমাজে সচেতনতা তৈরি করা;	জানিয়েছেন যে, ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ সকল কার্যক্রমে স্বাভাবিক শিশুদের সাথে এই বিশেষ শিশুদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। এতে করে এসব শিশুদের জন্য সমাজে অনুকূল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। পাশাপাশি, সমাজের মানুষদেরকে অটিস্টিকসহ এসব শিশু প্রয়াসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশিত হচ্ছে। ব্যক্তি পরামর্শক নিজে ২০১৬ সনে প্রকাশিত এ ধরনের কয়েকটি প্রতিবেদন দেখেছেন।
ঘ. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরবর্তী সময়ে অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের পুনর্বাসন করা;	ঘ. প্রয়াস কর্তৃপক্ষ অটিস্টিকসহ এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত বিশেষ শিশুদেরকে শিক্ষাদান প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য দক্ষ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ প্রসঙ্গে জানা গেছে যে কিছু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিশু সমাজের কিছু বিশেষ কাজের জন্য উপযোগী হয়ে উঠেছে। কিন্তু নেতিবাচক সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে তারা এখনও কর্মে প্রবেশ করতে পারছেন না।
ঙ. প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে যাতে অবদান রাখতে পারে, সেজন্য দক্ষ জনবল তৈরির লক্ষ্যে শিক্ষক, থেরাপিস্ট এবং মা-বাবাদের জন্য প্রশিক্ষণের আয়োজন করা;	ঙ. প্রয়াসের উচ্চ-পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, এই প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের আওতায় সারাদেশে এসব বিশেষ শিশুদের যথাযথ প্রশিক্ষণ দানের উপযোগী দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলার লক্ষে প্রয়াসকে ‘বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্’ (BUP) অধীনে একটি ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত করে এখানে বর্তমানে স্নাতক পর্যায়ে ‘স্পিচ এন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ থেরাপি’সহ বেশ কয়েকটি পেশাগত প্রোগ্রাম চালু করা

	হয়েছে। ব্যক্তি পরামর্শক নিজে এ রকম দুটি প্রোগ্রামের শিক্ষাক্রম দেখেছেন এবং পর্যালোচনা করেছেন।
চ. বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে এমন শিশুদের সম্পর্কিত বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা কাজে সহায়তা করা;	চ. এই প্রকল্পের বর্তমান অধ্যক্ষের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, প্রয়াস বর্তমানে 'বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্' (BUP) অধীনে একটি ইন্সটিটিউটে রূপান্তরিত হওয়ায় বিশেষ শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে সীমিত পর্যায়ে গবেষণাকর্ম শুরু হয়েছে। এই গবেষণা কর্মকে আরও গতিশীল করার জন্য তাঁরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করতে আগ্রহী।
ছ. অটিস্টিক ও প্রতিবন্ধীদের জন্য সমান সুযোগ, তাদের অধিকার রক্ষা এবং সকল কাজে তাদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অংশদারিত্বমূলক, সকল ধরনের বাধামুক্ত এবং প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করা যায় এমন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা;	ছ. এটি একটি দীর্ঘ মেয়াদি উদ্দেশ্য লক্ষ্য। এই লক্ষ্য বাস্তবায়ন শুধু প্রয়াসের একক সদিচ্ছা ও পরিকল্পনার ওপর নির্ভরু করে না, বরং এক্ষেত্রে বেশি করে প্রয়োজন সরকারী পদক্ষেপ গস্থহণসহ দেশের জনগণের মানসিকতার পরিবর্তন। প্রয়াস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, এ লক্ষে তারা কাজ করে যাচ্ছেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলতাও পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন।
জ. প্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণে সহায়তা করা;	জ. প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন যে, অটিস্টিকসহ বিভিন্ন বিশেষ শিশুদের কল্যাণের জন্য তারা একাডেমিক, থেরাপি প্রদান ও বিভিন্ন ধরনের সহ-শিক্ষা কার্যক্রম নিয়মিত চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, শিক্ষামূলক সফর ইত্যাদি। এছাড়া প্রয়াস বর্তমানে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থী ছাড়াও যেকোন বিশেষ শিশুর জন্য বহির্বিভাগে একটি থেরাপি সেশনের ব্যবস্থা

	করেছে, যেখানে নির্দিষ্ট ফি'র বিনিময়ে সবাই এই সুযোগ লাভ করতে পারে।
ঝ. কমপক্ষে ৩০% প্রতিবন্ধী শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করা	ঝ. এই বিষয়ে প্রকল্পের মুখ্য কর্তাব্যক্তিরা জানাচ্ছেন যে, তাঁরা নির্দিষ্ট সংখ্যক শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদান করে থাকেন। কিন্তু এ সংখ্যাটি কত তা তাঁরা স্পষ্ট করেননি। বিনামূল্যে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ভর্তিকৃত বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের মাসিক আয়কে মানদণ্ড হিসেবে ধরেন। মূলত আয়ের ওপর ভিত্তি করে তাঁরা অনেক শিশুকে এই প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে পাঠদান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। তবে বিনামুল্যে পাঠদানের বিষয়টি গোপন রাখা হয়, যাতে বিনামূল্যে সুবিধাপ্রাপ্ত বিশেষ শিশুটির অভিভাবক সামাজিকভাবে হেয় না হন এবং শিশুর পাঠদানোর ক্ষেত্রে কোন তারতম্য না হয়। ৩০% বিশেষ শিশুকে বিনামূল্যে সেবা প্রদানের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে না পারার কারণ হিসেবে প্রযাসের অধ্যক্ষ মহোদয় আরও জানাচ্ছে যে, এটা করা হলে স্কুলে অধয়নরত শিশুদের জন্য প্রতি মাসে যে পরিমাণ খরচ হয় তা যদি বাকি ৭০% শিক্ষার্থীর ওপর আরোপ করা হয়, তাহলে তা প্রতিজনের জন্য ১৫,০০০ টাকার মত দাড়াঁয়। এত বেশি পরিমাণ টাকা একজন অভিভাবকের জন্য বহন কার সত্যিই কঠিন।

চিত্র ৫.১: ৪ তলা একাডেমিক ভবন

চিত্র ৫.২: আবাসিক ভবন

চিত্র ৫.৩: প্রয়াস মাল্টিপারপাস হল

চিত্র ৫.৪: হাইড্রোথেরাপিউটিক পুল

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন

ঢাকা শহরের উত্তরে 'ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট'-এর ধামালকোটে অবস্থিত প্রয়াস বিশেষায়িত স্কুলের মূল্যায়ন সমীক্ষা করতে গিয়ে এই প্রকল্পে বিভিন্ন সময়ে গমন করতে হয়েছে। এই সরেজমিন পরিদর্শনে গিয়ে ব্যক্তি পরামর্শক প্রয়াস ক্যাম্পাসে কী কী পর্যবেক্ষণ করেছেন, যার মাধ্যমে ১ম পর্যায়ে গৃহীত সরকারী অর্থানুকূল্যে বিশেষ শিশুদের অবস্থানের জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, তা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে।

৬.১ প্রয়াসে স্বচ্ছন্দে যাতায়াত প্রসঙ্গ

ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে অবস্থিত হওয়ায় প্রয়াস স্কুলে আসা-যাওয়া জনসাধারণের জন্য তত সহজ ও সুলভ নয়। কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়াসে সহজে গমনের স্বার্থে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, তা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। মনে পড়ে, সমীক্ষা মূল্যায়নের জন্য গত ডিসেম্বরের প্রথম দিকে ব্যক্তি সমীক্ষক যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রয়াসের দিকে যাত্রা করেন, তখন ক্যান্টনমেন্টের জাহাঙ্গীর তোরণে যেতেই গাড়ি থামিয়ে গন্তব্য কোথায় জিজ্ঞাসা করা হয়। কিন্তু প্রয়াসের কথা বলার সাথে সাথে অন্য কিছু প্রশ্ন না করে তাৎক্ষণিক প্রয়াসে প্রবেশের অনুমতি দেন। এই বিষয়টি ব্যক্তি সমীক্ষককে চমৎকৃত করে। এত সহজে বেসামরিক লোক ক্যান্টমেন্টের গেট অতিক্রম করতে পারে? পরে এই বিষয়ে যখন প্রয়াস কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা, তখন তাঁরা বলেন যে, শুধু জাহাঙ্গীর গেট নয়, ক্যান্টনমেন্টের অন্যান্য গেটের দায়িত্বরত মিলিটারি পুলিশকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, প্রয়াসে আগত শিশু বা অভিবাবকের গাড়িকে যেন সহজেই ছেড়ে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের এই ব্যাখ্যা ব্যক্তি পরামর্শককে চমৎকৃত করে। কিন্তু পরে সমীক্ষা মূল্যায়ন বিষয়ে এফজিডির আয়োজন করা হয়, তখন বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে জানা যায় যে, বিষয়টি এত সরল নয়। কেননা, বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদেরকে যেহেতু নিয়মিত ক্যান্টনমেন্টে যাতায়াত করতে হয়, সেহেতু কখনও কখনও প্রয়াসে আসতে গিয়ে তাদেরকে কড়া তল্লাশির মধ্যে পড়তে হয়। ফলে প্রয়াসের অভিভাবকদের কাছে ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে প্রয়াসে আসার অভিজ্ঞতা অনেকটা মিশ্র। তাই অনায়াসে প্রকল্প এলাকা প্রয়াসে আসার জন্য গাড়ির জন্য তারা বিশেষ স্টিকারের আবেদন করেন। এক্ষেত্রে প্রয়াস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে, ক্যান্টনমেন্টের ভেতর দিয়ে আসার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার কড়াকড়ির জন্য তাঁরা আন্তরিকভাবে দুঃখিত। এক্ষেত্রে সময় বিশেষে কড়াকড়ির বিষয়টি অনেকটাই ক্যান্টনমেন্টের সার্বিক নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যই করা হয়ে থাকে। তবে টেশনিক্যাল কারণে প্রয়াস কর্তৃপক্ষ বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের গাড়িয়ে বিশেষ স্টিকার লাগাতে সম্মত নয়।

৬.২ প্রয়াস ক্যাম্পাসের স্থাপনাসমূহের অবস্থান ও ব্যবস্থাপনা

প্রয়াস ক্যাম্পাসে প্রকৃতি ও আধুনিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে। কেননা ক্যান্টনমেন্টের ভেতরে প্রয়াস তৈরি হওয়ায় ভেতরে রয়েছে বিরাট ঘাস সমৃদ্ধ উন্মুক্ত প্রান্তর এবং এই উন্মুক্ত প্রান্তরেই দাঁড়িয়ে আছে এর আধুনিক স্থাপত্যকলা সমৃদ্ধ বিল্ডিং ও স্থাপনাসমূহ। প্রয়াসের ক্যাম্পাসে প্রবেশের পরই আপনার চোখে পড়ে ৪ তলা বিশিষ্ট মূল একাডেমিক ভবন যা ১ম পর্যায়ের সরকারী অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর এই ভবনে প্রবেশ করতে হয় একটি সুন্দর পিচঢালা পথ দিয়ে। প্রয়াসের এই সুদৃশ্য ক্যাম্পাসকে ক্যান্টনমেন্টের অন্যান্য একটি বিশাল স্থাপনা থেকে পৃথক করেছে একটি প্রাচীর যার ওপর ছড়িয়ে আছে নয়নাভিরাম লতানো ফুল সমৃদ্ধ গাছ। এর সবই প্রয়াসের ১ম পর্যায়ের পরিকল্পনা অনুযায়ী অত্র প্রতিষ্ঠান সরকারের অর্থ সহায়তায় নির্মিত হয়েছে এবং এই স্থাপনাগুলোর প্রত্যেকটিই ব্যক্তি পরামর্শকের মূল্যায়ন সমীক্ষার অঙ্গীভূত বিষয়।

প্রয়াসের ক্যাম্পাসে প্রবেশের পথে পশ্চিম দিকে নজর দিলেই দেখা যায় সেখানে নির্মিত হয়েছে একটি ড্রাইভার সেড এবং এই ড্রাইভার সেডে দাঁড়িয়ে আছে বিশেষ শিশু ও শিক্ষক-কর্মকর্তা-থেরাপিস্টদের আনা-নেওয়ার জন্য গাড়িগুলো যা এই মূল্যায়ন সমীক্ষার অংশ হিসেবে পর্যবেক্ষণের অন্তর্ভুক্ত। পিচঢালা পথ অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেই নজরে পড়ে একাডেমিক ভবনের সুদৃশ্য অভ্যর্থনা কক্ষ। এর ভেতরকার পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ সত্যিই আনন্দদায়ক। অভ্যর্থনা কক্ষের পাশেই রয়েছে প্রয়াসের প্রধান কর্তাব্যক্তি অধ্যক্ষ মহোদয়ের অফিস। সাক্ষাৎপ্রার্থীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর যখন অধ্যক্ষ মহোদয়ের সাক্ষাৎ লাভ করেন, তখন তাঁর সদা হাসিমাখা মুখ দেখে মন আনন্দে ভরে ওঠে। তাঁর এই আনন্দমাখা মুখ ও প্রয়াসের আধুনিক ক্যাম্পাস দেখে যেকোন বিশেষ শিশুর অভিভাবকের যন্ত্রণাকাতর মনে আশার আলো জ্বলে ওঠবে, তিনি তাঁর সন্তানের সুন্দর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নতুন করে স্বপ্ন দেখতে শুরু করবেন।

অভ্যর্থনা কক্ষে কিছুক্ষণ অবস্থান করলেই প্রয়াসের কর্মব্যস্ততা চোখে পড়ে। দেখা যায় যে, অভিভাবকেরা তাঁদের বিশেষ সন্তানদেরকে স্কুলের গেটে নামিয়ে দিচ্ছেন। শিক্ষক, কর্মকর্তা, থেরাপিস্টরা যার যার কাজে ব্যস্ত এবং প্রয়োজন অনুযায়ী এদিক সেদিক ছোটাছুটি করছেন। মূল ভবনের অভ্যর্থনা কক্ষ পেরিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই হাতের ডান দিকে রয়েছে ক্যান্টিন যেখানে অনেক দূর থেকে আসা অভিভাবকেরা সাশ্রয়ী মূল্যে জলখাবার থেকে পারেন। এর পরেই রয়েছে 'তথ্য অনুসন্ধান কক্ষ'। এই কক্ষে প্রয়াসের বিশেষ শিশুদের ভর্তি ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। তথ্য অনুসন্ধান কক্ষ পেরিয়ে গেলেই দেখা যায় একটি লিফট যা আগন্তুককে ৪তলা একাডেমিক ভবনের যেকোন স্থানে নিয়ে যেতে সহায়তা করবে। তারপর করিডোর ধরে বাম দিকে এগিয়ে গেলেই একাডেমিক ভবনের মাঝখানের চত্বরটি দেখতে পাওয়া যায়। নিচের এই চত্বরে দাঁড়িয়ে ওপরে তাকালেই প্রয়াসের

বিভিন্ন বিশেষায়িত স্কুলগুলোর সাইনবোর্ড চোখে পড়ে যা দেখে যেকোন অভিভাবকের মন ভরে ওঠবে এটা ভেবে যে, এই বিশেষায়িত স্কুলের শিক্ষক ও থেরাপিস্টরা তাদের সন্তাদের যথাযথ সেবাদানের জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

এবার মূল একাডেমিক ভবন ছেড়ে আবার গেটে চলে আসার পর ভবনের পশ্চিম দিকে তাকালেই চোখে পড়বে দোতলা বিশিষ্ট 'প্রয়াস হল' নামক একটি সুন্দর মিলনায়তন যেটিও এই প্রকল্পের মূল্যায়ন সমীক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য, যা এখন 'মাল্টিপারপাস হল' নামে আওতাভুক্ত। প্রয়াস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য অনুযায়ী এই হল স্থাপনের মাধ্যমে প্রয়াসের বিশেষ শিশুদের সহ-শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা যেমন সহজ হয়েছে, তেমনি একই সাথে অনেকক্ষণ অবস্থানের কারণে শিশুদের মধ্যে পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া বাড়ে যা তাদের ভাষা ও যোগাযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। পাশাপাশি, এ ধরনের একটি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণের ফলে প্রয়াস ক্যাম্পাসের নান্দনিক সৌন্দর্য বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে ব্যক্তি পর্যবেক্ষক মনে করেন।

'প্রয়াস হল'-এর জায়গা ছাড়িয়ে এবার যদি একটু পশ্চিমে যাওয়া যায় তাহলে যে স্থাপনার দেখা মেলে সেটি হচ্ছে হাইড্রোথেরাপিউটিক পুল। প্রয়াস কর্তৃপক্ষের তথ্য অনুযায়ী এই ধরনের একটি হাইড্রোথেরাপিউটিক পুল নির্মাণ বাংলাদেশে এই প্রথম স্থাপিত হয়েছে। মুলত এই পুলটির অবস্থান হচ্ছে প্রয়াস হলের সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে এবং সুইমিং পুলের লাগোয়া।

সুইমিং পুলের পরেই রয়েছে সবুজ ঘাস আচ্ছাদিত বিশাল প্রান্তর যেখানে ব্যাডমিন্টন কোর্ট ও ফুটবল মাঠ স্থাপন করা হয়েছে। প্রয়াসের **১**মপর্যায়ের পরিকল্পরা অনুসারে এই ফুটবল মাঠ ও ব্যাডমিন্টন কোর্টের ব্যাপক সংস্কার করা হয়েছে। এছাড়া একই কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ফুটবল মাঠের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত বাস্কেটবল মাঠেরও যথাযথ সংস্কার সাধিত হয়েছে। ফলে বিশেষ শিশুরা এখানে নির্ধারিত সময়ে খেলাধুলা করে তাদের শরীর ও মনকে চাঙা করে তুলতে পারে যা তাদেরকে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে। উল্লেখ্য, বাস্কেটবল মাঠের ঠিক পূর্ব পার্শ্বেই স্থাপন করা হয়েছে জেনারেটর ও ডিপ টিউবওয়েল।

ফুটবল মাঠের দক্ষিণ-পূর্বদিকের সীমানা ঘেঁষে নির্মাণ করা হয়েছে শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ৬তলা বিশিষ্ট আবাসিক ভবন। এই আবাসিক ভবনটিও প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার একটি অন্যতম অঙ্গ। সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে যে, এই আবাসিক ভবনের সব ফ্ল্যাট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সমন্বিত। ফলে এই আবাসিক ভবনে শিক্ষক ও কর্মকর্তারা সচ্ছন্দে বসবাস করেন। মূলত এখানে তাদের স্থান সংকুলান হওয়ার কারণে তারা স্কুলে বেশি সময় দিতে পারেন, যার কারণে বিশেষ শিশুরা তাদের কাছ থেকে বেশি সেবা লাভ করছে বলে প্রয়াস কর্তৃপক্ষ ব্যক্তি পরামর্শককে অবহিত করেছেন।

৬.৩ সম্প্রসারিত প্রয়াস

একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়াসের সুনাম ইতোমধ্যে সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। কেননা গুণগত মান বজায় প্রয়াস কোন ধরনের ছাড় প্রদান করে না। তাই সারাদেশে দেশে বর্তমানে অটিজমসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধিতা বেড়ে যাওয়ার কারণে এসব শিশুদের কাছে সেবা ও থেরাপি পৌঁছে দেওয়ার লক্ষে প্রয়াস সারাদেশ তার শাখা সম্প্রসারিত করেছে। বর্তমানে ঢাকার বাইরে যেসব ক্যান্টনমেন্টে শাখা প্রতিষ্ঠা করেছে সেগুলি হচ্ছে-

১. চট্টগ্রাম
২. যশোর
৩. বগুড়া
৪. কুমিল্লা
৫. সাভার
৬. রংপুর
৭. ঘাটাইল
৮. রাজশাহী
৯. সিলেট ও
১০. রামু

৬.৪ প্রয়াসে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ শিশুদের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি

বিশেষ শিশুদের যথাযথ শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি প্রয়াস ভর্তিকৃত শিশুদের মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের জন্যও বিশেষভাবে তৎপর। ফলে প্রয়াসে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিভিন্ন সহশিক্ষা কার্যক্রম ও ক্রীড়াক্ষেত্রে প্রয়াসের বিশেষ শিশুরা যে উৎকষ অর্জন করেছে, তা নানা কারণে শুধু ঈর্ষণীয়ই নয়, বরং বরং এর স্বীকৃতিও মিলেছে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে। নিচে সহশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়াসের শিশুদের অর্জিত সাফল্যের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল।

ক. ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য

প্রয়াসের বিশেষ শিশুরা ইতোমধ্যে স্পেশাল অলিম্পিকসহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদক অর্জনের মাধ্যমে দেশের সুনাম বয়ে এনেছে।

সারণি ৬.১: প্রয়াসের ক্রীড়াঙ্গনের সাফল্য

		পদক		
আন্তর্জাতিক পর্যায়		স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
(স্পেশাল অলিম্পিকে অর্জন)	২০০৭-২০১৭	৩২	১৩	৪
জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতাসমূহ	২০১১-২০১৬	১ম স্থান	২য় স্থান	৩য় স্থান

খ. সাংস্কৃতিক অঙ্গনে অর্জিত সাফল্য

সারণি ৬.২: সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের সাফল্য

জাতীয় পর্যায়	২০১০ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর নিউরোডেভেলপমেন্ট এন্ড অটিজম ইন চিলড্রেন (ইপনা) আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রয়াসের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১১ সালে গ্লোবাল অটিজম পাবলিক হেলথ ইনিশিয়েটিভ সম্মেলনে প্রয়াসের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রয়াসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে যেখানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের কংগ্রেস সভাপতি মাননীয় সোনিয়া গান্ধী, বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং তাঁর সুযোগ্য কন্যা সায়মা ওয়াজেদ হোসেনসহ বিশ্বের প্রায় ৩০টি দেশের প্রতিনিধিবৃন্দ ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ সালে সাউথ এশিয়ান ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও যোগাযোগ মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রয়াসের শিক্ষার্থীরা মনোমুগ্ধকর ডিসপ্লে প্রদর্শন করে প্রশংসা অর্জন করে। এছাড়া ২০১০সাল থেকে অদ্যাবধি আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী দিবস, জাতীয় প্রতিবন্ধী দিবস, আন্তর্জাতিক অটিজম সচেতনতা দিবস উপলক্ষে প্রয়াসের তত্ত্বাবধানে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
আন্তর্জাতিক পর্যায়	২০১৬ সালে ভারতের নয়াদিল্লিতে আয়োজিত আল্পনাস ইন্টারন্যাশনাল আর্ট এন্ড ক্রাফট এক্সিবিশনে প্রয়াসের একজন বিশেষ শিক্ষার্থী নৃত্য প্রদর্শন করে এবং অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়।

ঘ. জাতীয় পর্যায়ে তথ্য ও প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় প্রয়াসের সাফল্য

সারণি ৬.৩: তথ্য প্রযুক্তিক্ষেত্রে অর্জিত সাফল্য

আইসিটি প্রতিযোগিতা (জাতীয় পর্যায়)	২০১৭ ও ২০১৬	• তথ্য ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত যুব প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য জাতীয় আইসিটি প্রতিযোগিতায় ০৬ই মে ২০১৭ সালে প্রয়াসের শিক্ষার্থীরা অংশ নিয়ে ০২জন বেস্ট পারফরমার ও ০১জন আউটস্ট্যান্ডিং পারফরমার হিসেবে সর্বোচ্চ সম্মান অর্জন করে। • ২০১৬ সালে দুটি ক্যাটেগরিতে অংশগ্রহণ করে প্রয়াসের শিশুরা ১ জন

		প্রথম স্থান, ১ জন ২য় স্থান ও ২ জন ৩য় স্থান অর্জন করে।
আন্তর্জাতিক পর্যায়	২০১৬	• জাতীয় পর্যায়ে ১ম স্থান অর্জনকারী শিক্ষার্থী নভেম্বর ২০১৬ মাসে চীনে আন্তর্জাতিক আইটি প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

ঙ. *জাতীয় পর্যায়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ সম্মাননা অর্জন*

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আয়োজনে 'স্বকীয়তা ও আত্মপ্রত্যয়ের পথে' প্রতিপাদ্য নিয়ে অনুষ্ঠিত ১০ম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০১৭ তে অটিজমকে জয় করার ক্ষেত্রে সফল অটিস্টিক শিশু হিসেবে প্রয়াসের শিক্ষার্থী গালিব আজিজ অনিন্দ্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছ থেকে সম্মাননা অর্জন করে। একই সাথে দেশে অটিজম ও বিশেষ শিক্ষার বিস্তারে মানবতামূলক কর্মকাণ্ডকে এগিয়ে নিয়ে প্রয়াস বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানকে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে সফল ব্যক্তি হিসেবে অবদান রাখায় প্রয়াসের নির্বাহী পরিচালক ও অধ্যক্ষ কর্নেল মোঃ শহীদুল আলম, এসজিপি 'অটিজম উত্তরণ সম্মাননা ২০১৭' এ ভূষিত হন এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক বিশেষ সম্মান অর্জন করেন।

৬.৫ শিক্ষার মূলস্রোতে আত্মীকৃত প্রয়াসের বিশেষ শিশু

প্রয়াসে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীরা বিশেষ শিশু হলেও কর্তৃপক্ষের নিরলস প্রচেষ্টার কারণে কিছু কিছু শিশু ইতোমধ্যে তাদের শারীরিক ও মানসিক বৈকল্যকে জয় করে শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সফলতা অর্জন করেছে এবং দেশের মূলস্রোতের শিক্ষা কারিকুলামের অধীনে বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে। নিচে এ বিষয়ক একটি তালিকা উপস্থাপন করা হল।

সারণি ৬.৪: জাতীয় শিক্ষায় অর্জিত সাফল্য

সময়কাল	পিএসসি	জেএসসি	এসএসসি উত্তীর্ণ	এসএসসি অধ্যয়নরত	মূলধারার স্কুলে ভর্তি	প্রয়াসের তত্ত্বাবধানে কর্মে নিয়ুক্তি
২০১১-২০১৬	২৩	৭	২	৭	৩৭	১০

- প্রয়াস সম্পর্কে আরও জানার জন্য দেখুনঃ http://proyash.edu.bd/
- প্রয়াসের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিডিও তথ্যচিত্র দেখুনঃ http://proyash.edu.bd/video/

সপ্তম অধ্যায়

সমীক্ষার তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ

ক. প্রশ্নমালা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ

৭.১ সূচনা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস কর্তৃক বাস্তবায়িত "এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)" শীর্ষক প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য প্রকল্প এলাকায় মাঠ পর্যায়ে জরিপ চালানো হয়। এই জরিপ পরিচালনাকালে অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে structured প্রশ্নমালার মাধ্যমে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। প্রশ্নগুলোর মধ্যে কিছু কিছু প্রশ্নের উত্তরের format-open রাখা হয় যা পরবর্তীতে qualitative গবেষণার জন্য ব্যবহৃত হয়। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ–এই দুই গ্রুপ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়। উপাত্ত বিশ্লেষণ করে সারণি তৈরি করা হয়। এই অধ্যায়ে উপাত্ত বিশ্লেষণের ফলে প্রাপ্ত ফলাফল উল্লেখ করা হলো।

এই জরিপে **১০৯** জন সুবিধাভোগী ও **৬৩** জন কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। সারণি **৭.১** থেকে দেখা যায় যে, মোট উত্তরদাতার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ সুফলভোগী ও এক-তৃতীয়াংশ কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতা।

সারণি-৭.১: মোট উত্তরদাতার সংখ্যার বিভাজন (%)

উত্তরদাতা	সংখ্যা	%
সুবিধাভোগী	১০৯	৬৩.৪
কন্ট্রোল গ্রুপ	৬৩	৩৬.৬
মোট	১৭২	১০০.০

৭.২ উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ

উত্তরদাতাদের সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ করে তা সারণি ৭.২-এ দেখানো হলো। সুফলভোগী উত্তরদাতার বয়স **১৯** থেকে ৭০ বছর এবং কন্ট্রোল গ্রুপে উত্তরদাতার বয়স ২৫ থেকে ৫৯ বছর। সুফলভোগী উত্তরদাতার বয়সের গড় ৪৬.৮ বছর ও পরিমিত ব্যবধান **১০.৭** বছর। কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার বয়সের গড় ও পরিমিত ব্যবধান সুবিধাভোগীর অনুরূপ। কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার বয়সের গড় ৪৫.৫ বছর ও পরিমিত ব্যবধান ৯.৬ বছর।

সারণি ৭.২: উত্তরদাতার সাধারণ তথ্যের বিন্যাস (%)

উত্তরদাতার সাধারণ তথ্য	সুবিধাভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
বয়স		
<= ৩০ বছর	১৮.২	১৫.৪
৩১-৪০ বছর	৪৮.৫	৪৮.১
৪১-৫০ বছর	২৯.৩	২৮.৮
৫০+ বছর	৪.০	৭.৭
বয়সের গড়	৩৮.৩	৩৯.০
বয়সের পরিমিত ব্যবধান	৮.০	৭.৬
শিক্ষাগত যোগ্যতা*		
মাধ্যমিক পর্যন্ত	২২.৬	৫.৪
মাধ্যমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক	৪১.৯	৪২.৯
স্নাতকোত্তর	৩৫.৫	৫১.৮
মাসিক আয় (টাকা)		
গড়[ক]	৩১৩১৭	৩৭৫০০
পরিমিত ব্যবধান[ক]	৩৫০৮৮	৪৩৪৬৫
ছেলে-মেয়ের সংখ্যা		
গড়	২.০৪	১.৭৯
পরিমিত ব্যবধান	০.৮৭	১.০৫

* p-value <0.10, Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

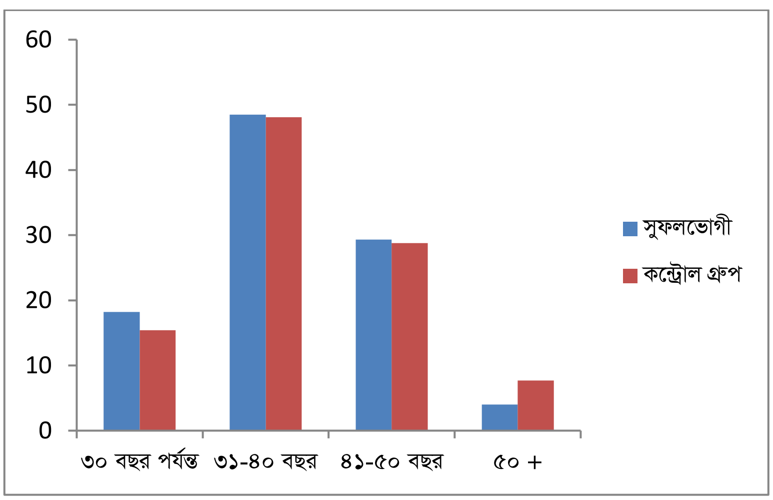

লেখচিত্র ৭.১: উত্তরদাতাদের বয়সের তথ্য

লেখচিত্র ৭.১ এবং সারণি-৭.২ থেকে দেখা যায় যে, উভয় গ্রুপে সর্বোচ্চ সংখ্যক উত্তরদাতার বয়স ৩১ বছর থেকে ৪০ বছর পর্যন্ত (সুফলভোগী: ৪৮.৫% ও কন্ট্রোল গ্রুপ: ৪৮.১%)। সুফলভোগী উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা

কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে কিছু কম। কন্ট্রোল গ্রুপে সর্বোচ্চ সংখ্যক (৫১.৮%) উত্তরদাতার শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর, ৪২.৯ শতাংশের উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত ও মাত্র ৫.৪ শতাংশের শিক্ষাগত যোগ্যতা মাধ্যমিক পর্যন্ত। যেখানে সুফলভোগী উত্তরদাতার সর্বোচ্চ সংখ্যকের (৪১.৯%) শিক্ষাগত যোগ্যতা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত, ৩৫.৫ শতাংশের স্নাতকোত্তর ও ২২.৬ শতাংশের মাধ্যমিক পর্যন্ত *(দেখুন লেখচিত্র ৭.২)*।

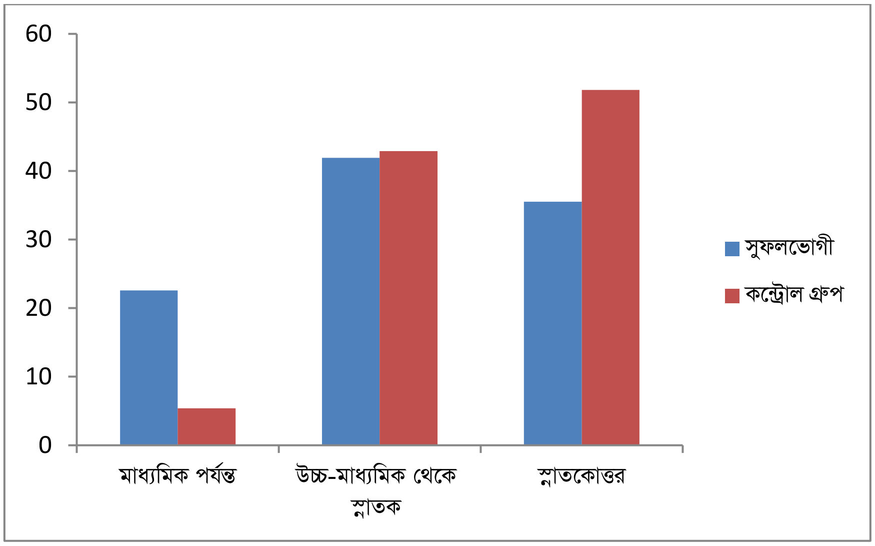

লেখচিত্র ৭.২: উত্তরদাতাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা

পাশাপাশি, সুফলভোগী উত্তরদাতার মাসিক আয় কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার থেকে কম। সুফলভোগীদের মাসিক গড় আয় ৩১,৩১৭ টাকা ও পরিমিত ব্যবধান ৩৫,০৮৮ টাকা, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপে উত্তরদাতার মাসিক গড় আয় ও পরিমিত ব্যবধান যথাক্রমে ৩৭,৫০০ টাকা ও ৪৩,৪৬৫ টাকা। সুফলভোগী উত্তরদাতার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা গড়ে ২.০৪ জন (পরিমিত ব্যবধান ০.৮৭), যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপ উত্তরদাতার ছেলে-মেয়ের সংখ্যা গড়ে ১.৭৯ জন (পরিমিত ব্যবধান ১.০৫)। উত্তরদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওপরের সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রয়াসের সেবা সব ধরনের মানুষের জন্য উন্মুক্ত কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতাগণের বেশিরভাগ সামাজিকভাবে উঁচু ও আর্থিকভাবে স্বচ্ছল। এ থেকে আরও বুঝা যায় যে, প্রয়াসের মূল উদ্দেশ্য যেহেতু সমাজের অটিস্টিকসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিশুকে সেবা প্রদান করা, সেহেতু একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধু সমাজের উচ্চস্তর থেকে নয়, বরং মধ্য ও নিচু সব স্তর থেকেই এসব বিশেষ শিশুকে স্বাগত জানিয়ে থাকে। এ থেকে আরও একটি বিষয় প্রমাণিত যে, ঢাকা শহরে প্রয়াস ব্যতিরেকে যে প্রতিষ্ঠানগুলো অটিস্টিক ও বিশেষ শিশুদের শিক্ষা ও অন্যান্য সেবা প্রসঙ্গ করে, তাদের আনুষঙ্গিক খরচ অনেক বেশি।

৭.৩ বিশেষ শিশু-কিশোরদের তথ্য বিশ্লেষণ

এই অনুচ্ছেদে বিশেষ শিশুদের সাধারণত তথ্য, চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য, দৈনন্দিন কার্যাবলি, সামাজিক সম্পর্ক, যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা, এমডিভিআই ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল বর্ণনা করা হলো।

৭.৩.১ *বিশেষ শিশু-কিশোরদের সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ*

সুফলভোগী ও কন্ট্রোলগ্রুপের শিশুদের সাধারণ তথ্য বিশ্লেষণ করে সারণি ৭.৩ এ দেখানো হল।

সারণি ৭.৩: বিশেষ শিশুদের সাধারণ তথ্যের বিন্যাস (%)

শিশুদের সাধারণ তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
বয়স		
<= ৫ বছর	১০.৩	১১.৭
৬-১০ বছর	৩৯.৩	৪০.০
১১-১৫ বছর	২৬.২	৪০.০
১৫+ বছর	২৪.৩	৮.৩
বয়সের গড়	১১.৩	১০.২
বয়সের পরিমিত ব্যবধান	৫.১	৪.০
লিঙ্গ *		
ছেলে শিশু	৬১.১	৭৬.২
মেয়ে শিশু	৩৮.৯	২৩.৮
অটিজমের ধরন *		
Classical	২৯.৯	৩৮.১
Asperger	২৩.৪	২৫.৪
Others	৪৬.৭	৩৬.৫
শিশুর পছন্দ		
খেলাধুলা	৪৪.২	৩৮.১
গান শোনা	২০.২	২৫.৪
টেলিভিশন দেখা	৮.৭	১১.১
অন্যকিছু	৬.৭	০.০
কোন কিছু পছন্দ না	২০.২	২৫.৪
নিজে কাজ করতে উদ্যোগ নেয়		
হ্যাঁ	৭৪.৩	৭৯.৭
না	২৫.৭	২০.৩
শিশু চাঞ্চল/অস্থির		
হ্যাঁ	৭১.৪	৬৪.৪
না	২৮.৬	৩৫.৬
অটিজম ছাড়া অন্য বৈকল্যে আক্রান্ত		

হ্যাঁ না	৩৮.৬ ৬১.৪	৩২.৬ ৬৭.৪
<u>শিশুর স্বাস্থ্যর অবস্থা</u> ভালো মোটামুটি ভালোনা	 ৭৫.০ ১৩.৯ ১১.১	 ৮২.৩ ৬.৫ ১১.৩

* p-value < 0.10, Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

সুফলভোগী বিশেষ বৈশিষ্ট্যের শিশুর বয়স ৪ বছর থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত এবং কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের বয়স ৩ বছর থেকে ২৪ বছর পর্যন্ত। সুবিধাভোগী বিশেষ শিশুদের বয়সের গড় (mean) ১১.৩ বছর ও পরিমিত ব্যবধান (standard deviation) ৫.১ বছর। কন্ট্রোল গ্রুপের এই ধরনের শিশুর বয়সের গড় ১০.২ বছর ও পরিমিত ব্যবধান ৪.০ বছর। সারণি-৭.৩ থেকে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশুদের বিন্যাস বিভিন্ন বয়সে অভিন্ন কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের জন্য অভিন্ন নয় বরং মাঝামাঝি বয়সের শিশুর সংখ্যাই বেশি (৮০%)। এই বিষয়টি নিচে উপস্থাপিত ৭.৩ নং চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।

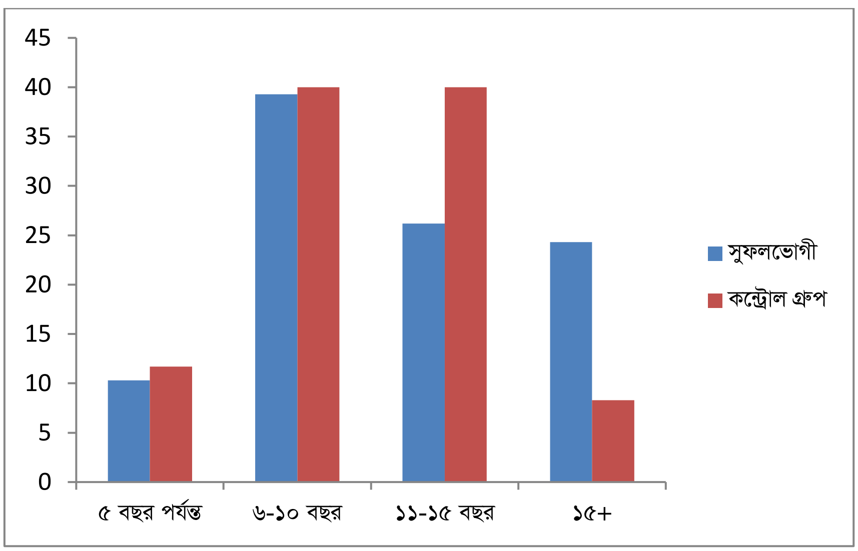

লেখচিত্র ৭.৩: বিশেষ শিশুদের বয়সের তথ্য

এই ফলাফল প্রকল্প এলাকায় অনুষ্ঠিত দুটি ফোকাস গ্রুপ আলোচনা ও একটি কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যকে সমর্থন করে। কর্মশালা ও ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় বলা হয়েছে, প্রয়াস থেকে exit-এর ব্যবস্থা না থাকায় শিশুদের এখানে entry আছে কিন্তু বের হবার কোন অবস্থা নেই, যা লেখচিত্রে ১৫+ বয়সী শিশুদের সংখ্যাধিক্য দেখে সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তা চলতে থাকলে এটা আশঙ্কা হয় যে, একদিন বিশেষ শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অচলাবস্থা তৈরি হবে।

মাসিক খরচের দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায় যে, প্রয়াসের বাইরের এই ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোতে খরচের পরিমাণ বেশি। কারণ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রয়াসে ভর্তি হওয়া শিশুদের অভিভাবকদের মাসিক আয় কন্ট্রোল গ্রুপের অভিভাবকদের তুলনায় কম। এছাড়া প্রয়াসে বিশেষ শিশুদের জন্য যে থেরাপি সুবিধা আছে, তা প্রয়াসের বাইরে কোন প্রতিষ্ঠানে নেই। কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়াস ও কম থেরাপি সুবিধাপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর বেতনের তারতম্য খুব বেশি না। তাই বলা যায় যে, প্রাপ্ত সুবিধার নিরিখে প্রয়াসে শিশুদের মাসিক ফি তুলনামূলকভাবে কম। বিশেষ বৈশিষ্ট্যের শিশুদের লিঙ্গের তথ্য থেকেও উপরিউক্ত কারণ অনুধাবন করা যেতে পারে। কেননা সুফলভোগী শিশুদের মধ্যে ছেলে শিশু ৬১.১% ও মেয়ে শিশু ৩৮.৯%, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর মধ্যে ছেলে ৭৮.২% (দুই-তৃতীয়াংশের অধিক) ও মেয়ে শিশু ২৩.৮% *(দেখুন লেখচিত্র ৭.৪)*। প্রয়াস ও কন্ট্রোলগ্রুপের বিশেষ শিশুদের লিঙ্গের বিন্যাসে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (p-value = 0.044) পার্থক্য বিদ্যমান। বাংলাদেশের বাস্তবতায় এই বিষয়টি সত্য যে, অভিভাবকরা সাধারণত ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের লেখাপড়ার জন্য কম পয়সা খরচ করে। আর মেয়েটি যদি হয় বিশেষ শিশু, তাহলে খরচ তো আরও কম হয়। তাই জরিপে দেখা যায় যে, প্রয়াস ব্যতীত অন্য প্রতিষ্ঠানে মেয়েদের সংখ্যা কম। কিন্তু সে তুলনায় প্রয়াসে বিশেষ শিশুদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি, যেহেতু প্রয়াসে মাসিক ফি ঐসব প্রতিষ্ঠানের তুলনায় কম।

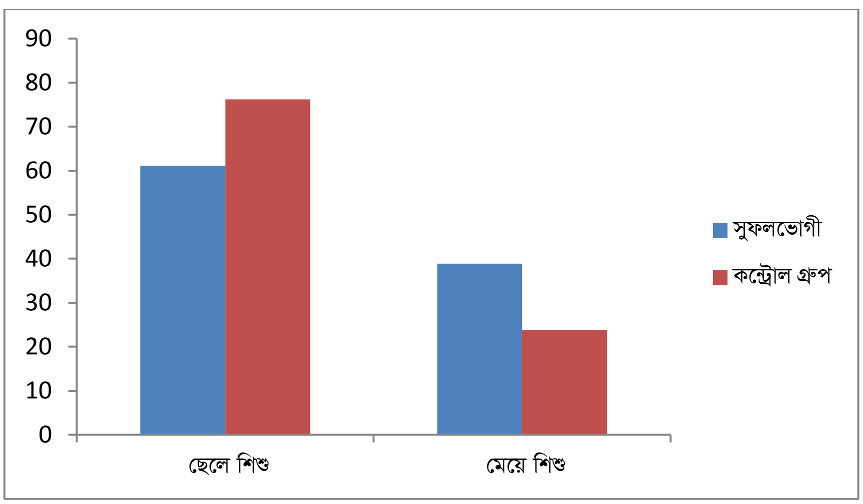

লেখচিত্র ৭.৪: বিশেষ শিশুদের লৈঙ্গিক তথ্য

সারণি ৭.৩ এবং লেখচিত্র ৭.৫ থেকে প্রতীয়মান যে, সুফলভোগী শিশুদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (২৯.৯%) Classical autism-এ আক্রান্ত, প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৪%) Asperger autism-এ আক্রান্ত এবং বাকি ৪৬.৭% শিশু অন্য ধরনের autism-এ আক্রান্ত। কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে ৩৮.১% Classical, ২৫.৪% Asperger ও ৩৬.৫% অন্য ধরনের autism-এ আক্রান্ত। এই দুই গ্রুপের শিশুদের অটিজমের ধরনের পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে

তাৎপর্যপূর্ণ (p-value = 0.006)। অটিজমের ধরন বিষয়ে এটি সারা বিশ্বের মত বাংলাদেশেরও বাস্তব অবস্থার প্রতিফলন। কেননা, সারা পৃথিবীতেই এ্যাসপারজার বা উচ্চ-দক্ষ অটিস্টিক শিশুদের তুলনায় ক্লাসিক্যাল বা নিম্ন-দক্ষ অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি।

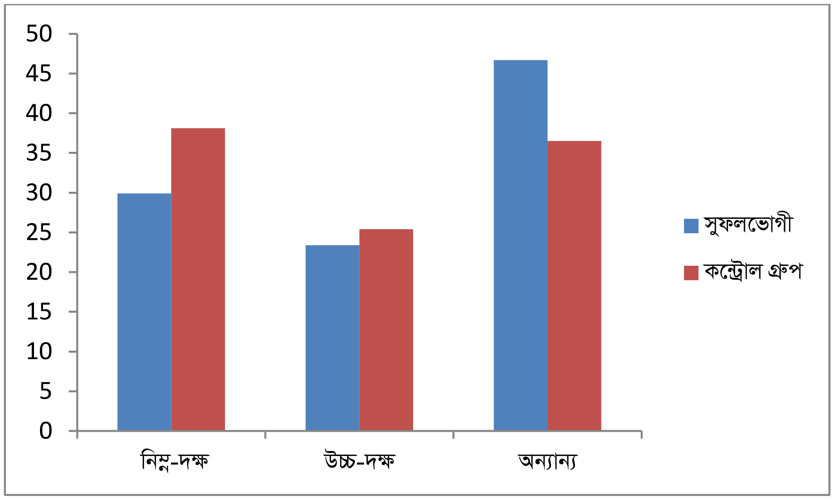

লেখচিত্র ৭.৫: বিশেষ শিশুদের অটিজমের ধরন

অটিস্টিক শিশুরা কী পচ্ছন্দ করে, এ বিষয়ে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশুদের ৪৪.২% খেলতে, ২০.২% গান শুনতে, ৮.৭% টেলিভিশন দেখতে এবং ৬.৭% অন্য কিছু করতে পছন্দ করে কিন্তু ২০.২% কিছুই করতে পছন্দ করে না। কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে ৩৮.১% খেলতে, ২৫.৪% গান শুনতে, ১১.১% টেলিভিশন দেখতে পছন্দ করে, কিন্তু ২৫.৪% কিছুই করতে পছন্দ করে না। এই আচরণ সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের অন্য প্রায় একই ধরনের। সুফলভোগী শিশুদের ৭৪.৩% নিজে নিজে কোন কাজ করার উদ্যোগ নেয়, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের ৭৯.৭% শিশুদের মধ্যে এই গুণাবলি বিদ্যমান। উভয় গ্রুপের জন্য এই আচরণও প্রায় একই ধরনের। সুফলভোগী শিশুদের ৭১.৪% চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখায় যা কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের জন্য ৬৪.৪%। কিন্তু এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুফলভোগী শিশুদের ৩৮.৬% অটিজম ছাড়া অন্য বৈকল্যে আক্রান্ত, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের এই হার ৩২.৬%, এই পার্থক্যও পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ৭৫% সুফলভোগী শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল, ১৩.৯%-এর স্বাস্থ্যের অবস্থা মোটামুটি এবং ১১.১% শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়। ৮২.৩% কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল, ৬.৫%-এর মোটামুটি এবং ১১.৩% শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল নয়। উভয় গ্রুপের শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রায় একই ধরনের।

৭.৩.২ *বিশেষ শিশুদের চিকিৎসার তথ্য বিশ্লেষণ*

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য বিশ্লেষণ করে সারণি ৭.৪ তৈরি করা হয়েছে। সারণি থেকে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশুদের ৩৯.৭% সংক্রামক রোগে আক্রান্ত এবং কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের ৪৩.৮% সংক্রান্ত রোগে আক্রান্ত। দুই গ্রুপের শিশুর সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হবার অনুপাতের মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই।

সারণি-৭.৪ বিশেষ শিশুদের চিকিৎসার তথ্যের বিন্যাস (%)

শিশুর চিকিৎসার তথ্য	সুবিধাভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
<u>শিশু সংক্রামক রোগে আক্রান্ত</u>		
হ্যাঁ	৩৯.৭	৪৩.৮
না	৬০.৩	৫৬.২
<u>বর্তমানে শিশু ঔষধ সেবন করে *</u>		
হ্যাঁ	৬১.৬	৪৪.৭
না	৩৮.৪	৫৫.৩
<u>বর্তমানে শিশু চিকিৎসাধীন *</u>		
হ্যাঁ	৬৫.৪	৪৮.৫
না	৩৪.৬	৫১.৫

* p-value < 0.10, Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

সুফলভোগী শিশুদের ৬১.৬% বর্তমানে ঔষধ সেবন করে, যেখানে এই অনুপাত কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে ৪৪.৭%, এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (p-value = 0.04) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.৬)*। সুফলভোগী শিশুদের ৬৫.৪% বর্তমানে ডাক্তারের চিকিৎসাধীন রয়েছে কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে এই অনুপাত ৪৮.৫%।

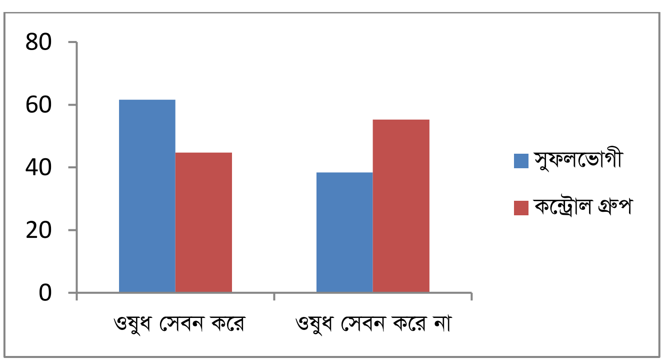

লেখচিত্র ৭.৬: বিশেষ শিশুদের ওষুধ সেবনের তথ্য

দুই গ্রুপের শিশুদের ডাক্তারের চিকিৎসাধীন থাকার অনুপাতে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান (p-value = 0.09)। কেননা, প্রয়াসের তুলনায় কন্ট্রোল গ্রুপের প্রতিষ্ঠানের ডাক্তার সংখ্যা অপ্রতুল।

৭.৩.৩ *শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলির তথ্য বিশ্লেষণ*

সারণি ৭.৫-এ বিশেষ শিশুদের (সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ) দৈনন্দিন কার্যাবলির তথ্য বিশ্লেষণের ফলাফল দেখানো হয়েছে। এই সারণি থেকে শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলির বিভিন্ন বিষয়গুলো এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

সারণি-৭.৫: বিশেষ শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলির তথ্যের বিন্যাস (%)

শিশুর দৈনন্দিন কার্যাবলির তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
নিজে জামাকাপড় পড়তেপারে		
হ্যাঁ	৭০.৬	৭৪.২
না	২৯.৪	২৫.৮
নিজে খেতে পারে		
হ্যাঁ	৭৯.৮	৭৪.২
না	২০.২	২৫.৮
নিজে শৌচাগার ব্যবহার করতেপারে		
হ্যাঁ	৬৩.৩	৬৪.৫
না	৩৬.৭	৩৫.৫
নিজে পরিষ্কার হতে পারে		
হ্যাঁ	৬২.০	৬৯.৪
না	৩৮.০	৩০.৬
নিজে খেলাধুলা করতে পারে		
হ্যাঁ	৮০.৭	৭৬.২
না	১৯.৩	২৩.৮

Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

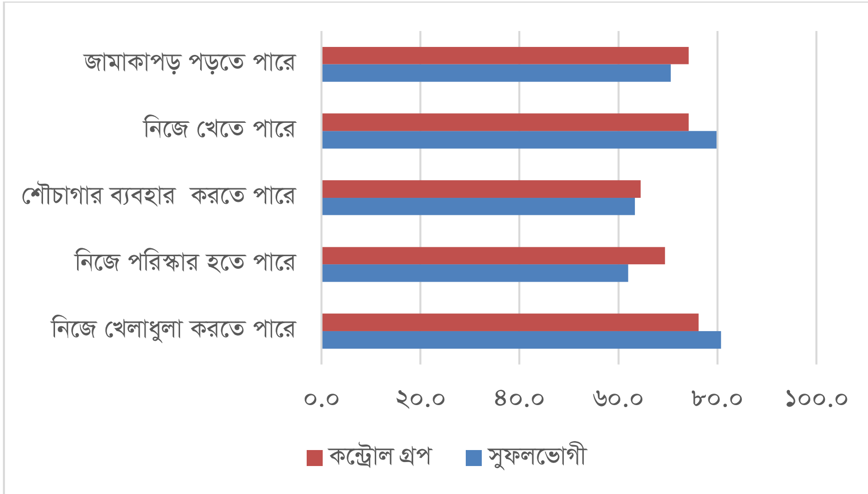

লেখচিত্র ৭.৭: বিশেষ শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলি

লেখচিত্র ৭.৭ থেকে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশুর ৭০.৬% নিজে জামা-কাপড় পরতে পারে, কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর ৭৪.২% নিজে জামা-কাপড় পরতে পারে। এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুফলভোগী শিশুর ৭৯.৮% নিজে নিজে খেতে পারে, যা কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের জন্য ৭৪.২% (তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই)। সুফলভোগী শিশুর ৬৩.৩% নিজে নিজে শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে, কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে এই অনুপাত ৬৪.৫% যা তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নির্দেশ করে না। সুফলভোগী শিশুর ৬২.০% নিজে নিজে মুখ ধৌত করতে ও গোসল করতে পারে, এই অনুপাত কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে ৬৯.৪% (তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই)। সুফলভোগী শিশুর ৮০.৭% নিজে নিজে খেলাধুলা করতে পারে কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপে ৭৬.২% শিশু নিজে নিজে খেলাধুলা করতে পারে। খেলাধুলা করার হারে দুই গ্রুপের মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। তবে এটা বলা অসঙ্গত নয় যে, প্রয়াসের নিজস্ব মাঠ রয়েছে বলে বিশেষ এই মাঠ ব্যবহার করতে পারে। আর সে জন্যেই প্রয়াসের বেশি সংখ্যক শিক্ষার্থী নিজে খেলাধুলায় অভ্যস্ত। ওপরের আলোচনা থেকে (সারণি-৭.৫) এটা প্রতীয়মান যে, এই স্টাডিতে সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপ শিশুদের দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পন্ন করার মধ্যে কোন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি। যেহেতু প্রয়াসের সুফলভোগী শিশু এবং কন্ট্রোল গ্রুপের সবাই দিনের একটা নির্দিষ্ট সময়ের পরে নিজের বাসায় চলে যায়, সেহেতু উভয় গ্রুপের শিশুরাই পারিবারিক আবহে থেকে এতে এতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। মূলত একারণেই এ পর্যায়ের ফলাফলে তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়নি।

৭.৩.৪ *শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ে তথ্য বিশ্লেষণ*

বিশেষ শিশুদের সামাজিক মেলামেশার উপর তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণ করে সারণি ৭.৬ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৭.৬: বিশেষ শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস (%)

সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ ***করতে পারে***		
হ্যাঁ	৭৮.৯	৭৬.২
না	২১.১	২৩.৮
পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলা-মেশা করতে পারে		
হ্যাঁ	৮৯.০	৮৮.৫
না	১১.০	১১.৫
বন্ধুদের সাথে মেলা-মেশা করতে পারে		
হ্যাঁ	৫৮.৭	৫৭.৪
না	৪১.৩	৪২.৬
আক্রমণাত্মক / রাগান্বিত ভাব দেখায়		
হ্যাঁ	৭৩.১	৬৪.৫
না	২৬.৯	৩৫.৫

Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

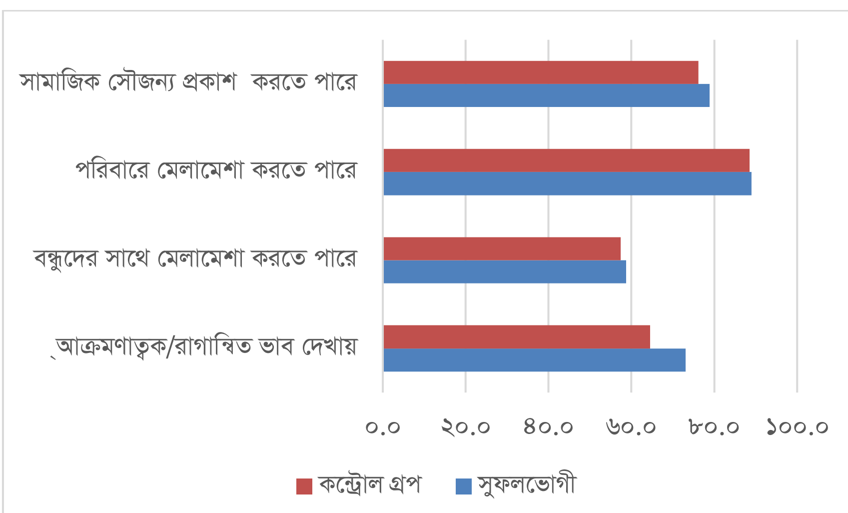

লেখচিত্র ৭.৮: বিশেষ শিশুদের সামাজিক সম্পর্ক

সারণি ৭.৬ ও লেখচিত্র ৭.৮ থেকে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশু ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের সামাজিক মেলামেলার ধরনের মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করার অনুপাত যথাক্রমে ৭৮.৯% ও ৭৬.২%, পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলামেলা করার অনুপাত যথাক্রমে ৮৯.০% ও ৮৮.৫%, বন্ধুদের সাথে মেলামেলা করার অনুপাত যথাক্রমে ৫৮.৭% ও ৫৭.৪%, আক্রমণাত্মক/রাগান্বিত ভাব দেখানোর অনুপাত ৭৩.১% ও ৬৪.৫%।

৭.৩.৫ *শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার উপরে দক্ষতার তথ্য বিশ্লেষণ*

শিশুদের জন্য বাবা/মা বা অন্য সবার সাথে যোগাযোগ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিশেষ বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট বেশিরভাগ শিশুদের বচন দ্বারা ভাষার দক্ষতা সাধারণ শিশুদের মতো হয় না। এজন্য এই ধরনের শিশুদের জন্য প্রতীকী ভাষা/ভাষিক আচরণ আয়ত্ত করা খুবই জরুরি। এই অনুচ্ছেদে বিশেষ শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার উপর দক্ষতার তথ্য বিশ্লেষণ করে সারণি ৭.৭-এ উপস্থাপন করা হলো।

সারণি-৭.৭: বিশেষ শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস (%)

যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা বিষয়ক তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
বাবা-মার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে		
হ্যাঁ	৬৭.৬	৬৪.৫
না	৩২.৪	৩৫.৫
অঙ্গুলি নির্দেশ করতে পারে		
হ্যাঁ	৭৭.৬	৮০.৬
না	২২.৪	১৯.৪
অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে পারে		
হ্যাঁ	৮০.৪	৮২.৩
না	১৯.৬	১৭.৭
প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারে		
হ্যাঁ	৭৭.৫	৭১.২
না	২২.৫	২৮.৮
ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক অবস্থা *		
ভালো	৬৫.১	৬০.৭
মোটামুটি	১৯.৮	৩৩.৯
ভালো না	১৫.১	৫.৪
সামাজিক ভাষিক আচরণের দক্ষতা *		
ভালো	৪১.৯	৩২.৮
মোটামুটি	১৯.০	৩৬.২

ভালো না	৩৯.০	৩১.০
জ্ঞানগত দক্ষতা *		
ভালো	৫৪.২	৪৫.৮
মোটামুটি	২৭.১	২০.৩
ভালো না	১৮.৭	৩৩.৯
সমস্যা মূলক আচরণ রয়েছে		
হ্যাঁ	৮২.২	৭১.৮
না	১৭.৮	২৮.২

* p-value < 0.10, Z-test for comparing two proportion: $Z = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2}{\sqrt{\hat{P}_c(1-\hat{P}_c)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$,

Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

সারণি থেকে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশুর ৬৭.৬% ও কন্ট্রোল গ্রুপ-শিশুর ৭৪.২% বাবা-মার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে, এই দুই গ্রুপের শিশুদের মধ্যে উক্ত বিষয়ে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারার অনুপাত যথাক্রমে ৭৭.৬% ও ৮০.৬%। এক্ষেত্রেও কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করার অনুপাত সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে যথাক্রমে ৮০.৪% ও ৮২.৩% (তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই)। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারার অনুপাত যথাক্রমে ৭৭.৫% ও ৭১.২% (তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই)। ওপরের আলোচনা থেকে বলা যায়, সুফলভোগী শিশুর মধ্যে ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষার দক্ষতা কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মতোই। তবে এই পর্বের ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, ভাষা ও যোগাযোগ প্রকাশে দুই গ্রুপের শিক্ষার্থীর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য না থাকলেও সুফলভোগীদের এই হার কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় কিছুটা কম। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, পারিবারিক ও ঘরোয়া ভাষার দক্ষতা বাড়ানোর জন্য প্রয়াসে স্পিচ থেরাপিস্টের সংখ্যা আরও রাড়াতে হবে এবং এ বিষয়ে সঠিক কর্ম-কৌশল উদ্ভাবন করতে হবে। আর তাহলেই এক্ষেত্রে উন্নতি ঘটবে।

সারণি ৭.৭ থেকে শিশুদের অতি গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু যোগাযোগের দক্ষতার ফলাফল এখানে আলোচনা করা হলো। সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতার মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে পার্থক্য বিদ্যমান (p-value = 0.049); সুফলভোগী শিশুদের ৬৫.১%-এর ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতা ভাল, কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য ভালোর অনুপাত ৬০.৭%, ১৯.৮% সুফলভোগী শিশুর এই বৈশিষ্ট্য মোটামুটি কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের জন্য তা ৩৩.৯% এবং ১৫.১% সুফলভোগী শিশুর এই বৈশিষ্ট্য ভাল নয়, যা কন্ট্রোল গ্রুপ শিশুর ক্ষেত্রে ৫.৪% *(দেখুন লেখচিত্র ৭.৯)*। এ বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে যে, প্রয়াসে বিশেষ শিশুদের ইন্দ্রিয় ও সঞ্চালনগত দক্ষতা

বাড়ানোর জন্য হাইড্রোথেরাপিউটিক পুলসহ বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি রয়েছে, যা এসব শিশুদের প্রয়োজেন নিয়মিত ব্যবহার করা হয়। আর এ কারণেই প্রয়াসের শিশুদের ইন্দ্রিয়-সঞ্চালনগত দক্ষতা কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় অনেক বেশি।

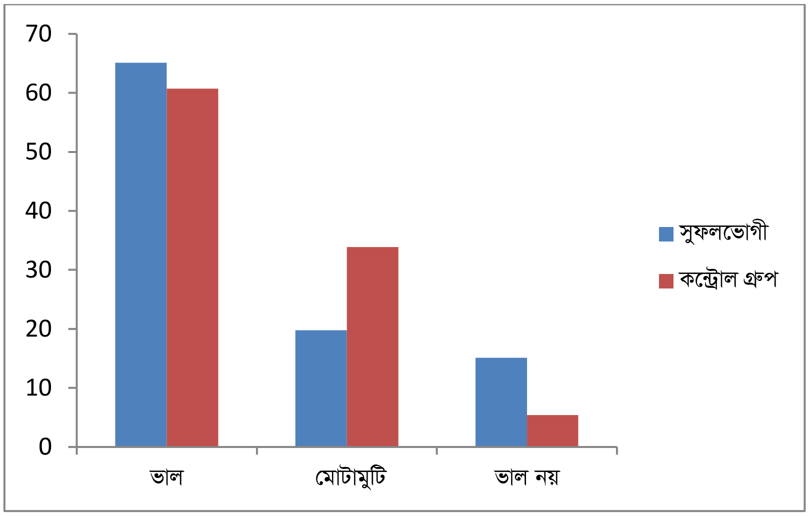

লেখচিত্র ৭.৯: বিশেষ শিশুদের ইন্দ্রিয় সঞ্চালনগত দক্ষতা

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের সামাজিক ভাষিক আচরণের দক্ষতা রয়েছে ভাল যথাক্রমে ৪১.৯% ও ৩২.৮%, মোটামুটি যথাক্রমে ১৯.০% ও ৩৬.২% এবং খারাপ যথাক্রমে ৩৯.০% ও ৩১.০%। এক্ষেত্রে কাইবর্গ পরীক্ষার মাধ্যমে দেখা যায় যে, দুই গ্রুপের শিশুদের মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান (p-value = 0.054)। নিচের লেখচিত্র ৭.১০-এ তা চিত্রিত হয়েছে।

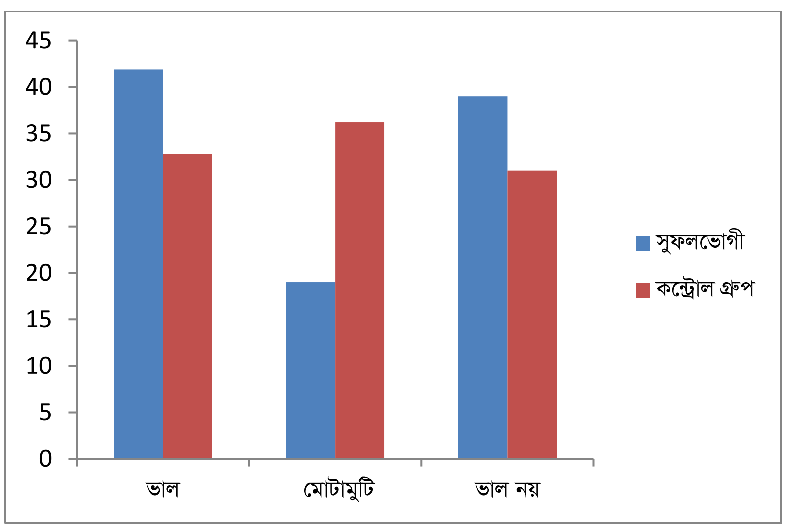

লেখচিত্র ৭.১০: বিশেষ শিশুদের সামাজিক-ভাষিক আচরণের দক্ষতা

ওপরে উল্লেখিত ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল পাওয়া গেছে যা এখানে উল্লেখ করতে হয়। এদুটি দক্ষতা নিরূপণের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, সুফলভোগীদের একটি বড় অংশ বেশ ভাল করলেও আরেকটি বড় অংশ কিন্তু প্রত্যাশিত মান অর্জন করতে পারছে না। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, এখানে বিশেষ শিশুদের এ ধরনের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সবার প্রতি সমান গুরুত্ব দেওয়া হয় না, যার ফলে এক্ষেত্রে সবাই সমান দক্ষতা দেখাতে পারছে না। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরও মনোযোগ দিতে হবে যাতে করে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সবার প্রতি সমান দৃষ্টি ও গুরুত্ব প্রদান করা হয়।

জ্ঞানগত দক্ষতার ফলাফলে দেখা যায় যে, সুফলভোগী শিশুদের ভাল, মোটামুটি ও খারাপ ফল হয়েছে যথাক্রমে ৫৪.২%, ২৭.১% ও ১৮.৭% এবং কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের এ দক্ষতা ভাল, মোটামুটি ও খারাপ রয়েছে যথাক্রমে ৪৫.৮%, ২০.৩% ও ৩৩.৯%। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে জ্ঞানগত দক্ষতার তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান (p-value = 0.087)। সুফলভোগী শিশুদের মধ্যে ৮২.২%-এর সমস্যামূলক আচরণ রয়েছে যা কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে রয়েছে ৭১.৮% কিন্তু proportion test থেকে দেখা যায় যে, এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয় (p-value = 0.181)। নিচের লেখচিত্রে (৭.১১) তা রূপায়িত হয়েছে।

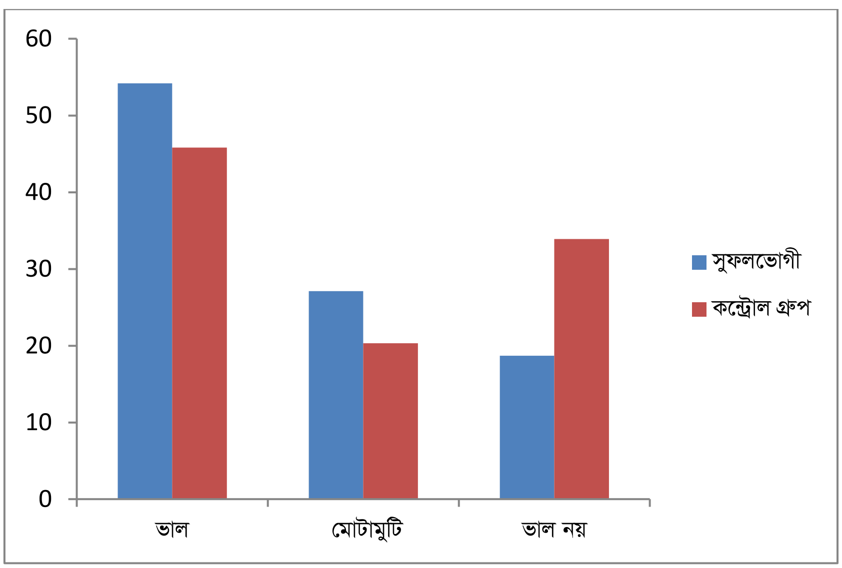

লেখচিত্র ৭.১১: বিশেষ শিশুদের জ্ঞানগত দক্ষতা

এই অনুচ্ছেদের ফলাফল থেকে আমরা বলতে পারি, যদিও শিশুদের ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষিক দক্ষতা উভয় গ্রুপে একই ধরনের কিন্তু প্রয়াসের শিশুদের ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতা, সামাজিক ভাষিক আচরণের দক্ষতা এবং জ্ঞানগত দক্ষতা কন্ট্রোল গ্রুপ থেকে ভাল। এখানে উল্লেখ্য যে, অটিস্টিক শিশুসহ বিভিন্ন বিশেষ শিশুরা প্রয়াস স্কুলে ভর্তি হলে তাদের সমস্যার তীব্রতা অনুসারে প্রথম যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষিক দক্ষতার

পারদর্শী করা হয়, এবং পরে সামাজিক ভাষায় দক্ষ করে তোলা হয়। সামাজিক ভাষায় সুফলভোগী শিশুরা ভাল কারণ এক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারে প্রয়াসে সুফলভোগীদের জন্য সেবাদান কর্মসূচি কোন্ট্রাল গ্রুপের তুলনায় ভাল।

৭.৩.৬ *বিশেষ শিশুদের এমডিভিআই বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ*

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের Multiple disability with visual impairment বিষয়ক তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল সারণি ৭.৮-এ দেয়া হলো। সারণির থেকে প্রাপ্ত ফলাফল এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

সারণি ৭.৮: বিশেষ শিশুদের এমডিভিআই বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস (%)

এমডিভিআই বিষয়ক তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
শরীরের কোন অংশ নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় *		
হ্যাঁ	৪১.১	৮.৩
না	৫৮.৯	৯১.৭
খুড়িয়ে চলে/ হোঁচট খায়/ হাটার সময় ঝাঁকুনি হয়		
হ্যাঁ	২৫.০	১৭.২
না	৭৫.০	৮২.৮
খিঁচুনি আছে *		
হ্যাঁ	২৪.১	১৩.১
না	৭৫.৯	৮৬.৯
সমবয়সীদের তুলনায় যোগাযোগে পিছিয়ে		
হ্যাঁ	৯১.৭	৮৮.৫
না	৮.৩	১১.৫
অসম্পূর্ণ বাক্য/ শব্দ/ ধ্বনি বলে		
হ্যাঁ	৭৭.৬	৭২.৪
না	২২.৪	২৭.৬
কোন বস্তু দেখতে পায়		
হ্যাঁ	৮৬.৫	৯০.২
না	১৩.৫	৯.৮
একই আচরণ বার বার করে *		
হ্যাঁ	৫৪.২	৬৯.৫
না	৪৫.৮	৩০.৫
একা একা থাকে বা খেলে *		
হ্যাঁ	৬০.৬	৭৫.৪
না	৩৯.৪	২৪.৬
ঠিক ভাবে খেলতে পারে		
হ্যাঁ	৬৪.২	৭১.৭
না	৩৫.৮	২৮.৩
অতি চঞ্চল/ অমনোযোগী		
হ্যাঁ	৫৫.১	৫০.৮
না	৪৪.৯	৪৯.২
আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে		
হ্যাঁ	৪৮.৬	৫৪.১
না	৫১.৪	৪৫.৯

মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে হ্যাঁ না	 ৮৩.৫ ১৬.৫	 ৮৫.৫ ১৪.৫
হাসি কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে হ্যাঁ না	 ৫২.৮ ৪৭.২	 ৫৭.৪ ৪২.৬

* p-value < 0.10, Z-test for comparing two proportion: $Z = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2}{\sqrt{\hat{P}_c(1-\hat{P}_c)\left(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}\right)}}$,

Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc} - E_{rc})^2}{E_{rc}}$

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে যথাক্রমে ৪১.১% ও ৮.৩% শিশুর শরীরের কোন অংশ নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয় এবং এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (p-value = 0.001) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১২)*।

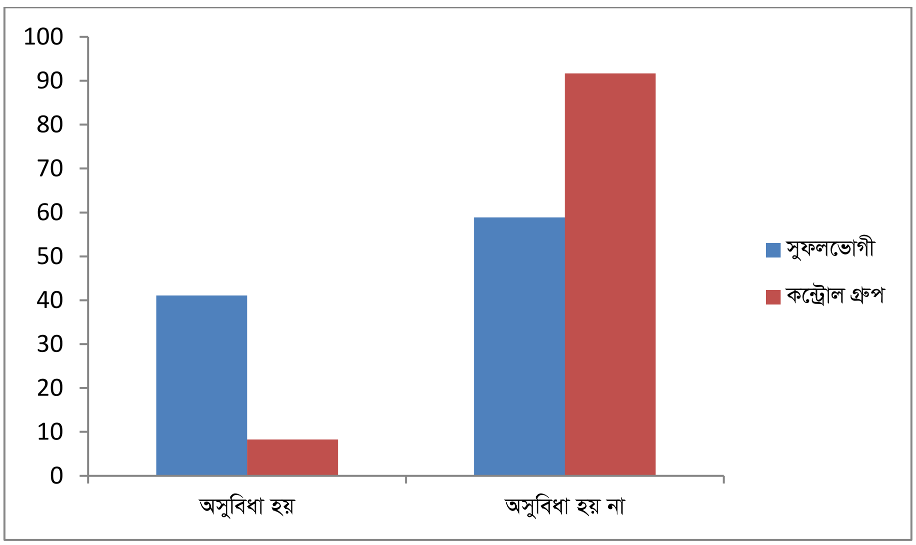

লেখচিত্র ৭.১২: বিশেষ শিশুদের শারীরিক প্রত্যঙ্গের ব্যবহারজনিত অবস্থা

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের যথাক্রমে ২৫.০% এবং ১৭.২% শিশুদের হাঁটার সময় ঝাঁকুনি হয়/খুড়িয়ে চলে/ হাঁচট খায় কিন্তু এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের যথাক্রমে ২৪.১% ও ১৩.১% শিশুর খিঁচুনি আছে এবং proportion test থেকে দেখা যায় যে, এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (p-value = 0.088) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৩)*।

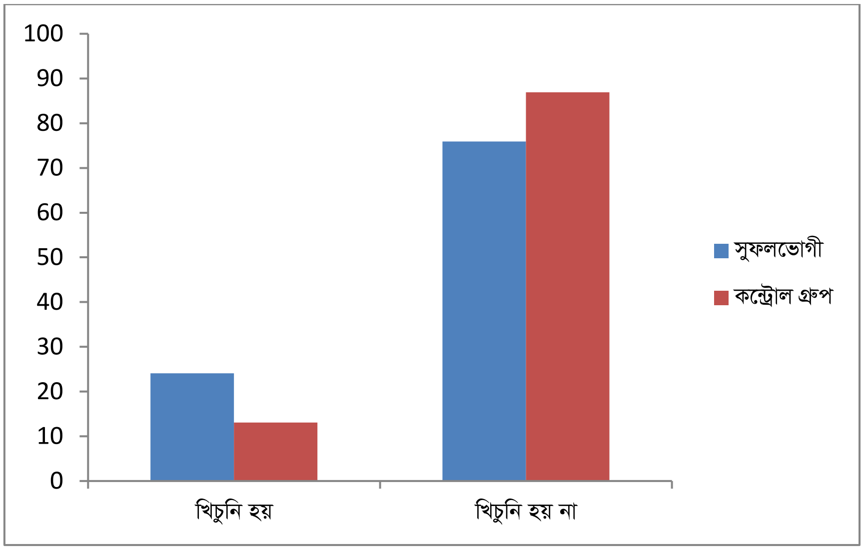

লেখচিত্র ৭.১৩: বিশেষ শিশুদের শারীরিক খিচুনি-বিষয়ক তথ্য

ওপরের দুটি ক্যাটেগরির ফলাফল দেখে আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে, এক্ষেত্রে সুফলভোগীদের অবস্থা কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় খারাপ। কিন্তু প্রকল্প এলাকায় এফজিডি ও কর্মশালায় এ বিষয়টি ওঠে এসছে যে, প্রয়াসে অনেক গুরুতর শারীরিক সমস্যায় আক্রান্ত বিশেষ শিশুরা ভর্তি হয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠানে অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতি থাকা সত্ত্বেও সমস্যার তীব্রতার কারণে প্রত্যাশিত ফলাফল পাওয়া যায় না। তাই এই ফলাফল ওঠে এসেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে, প্রয়াসে গুরুতর শারীরিক ও মানসিক সমস্যায় আক্রান্ত বিশেষ শিশুরা বেশি ভর্তি হয় কেন। তার উত্তর হচ্ছে, প্রয়াস যেহেতু বাংলাদেশে আধুনিক যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ বিশেষ শিশুদের জন্য একমাত্র প্রতিষ্ঠান, সেহেতু এর প্রতি মানুষের নির্ভরতাও বেশি। মানুষের ধারণা হচ্ছে প্রয়াসে ভর্তি যেকোন গুরুতর সমস্যা আক্রান্তরাও ভাল ওয়ে ওঠবে। তবে যেহেতু প্রয়াস ইতোমধ্যে মানুষের আস্থা অর্জন করেছে, সেহেতু বিদেশ থেকে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতি বিদেশ থেকে আনা উচিত যাতে করে সব ক্ষেত্রেই কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়।

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের সমবয়সীদের তুলনায় যোগাযোগে পিছিয়ে থাকার অনুপাত প্রায় একই, যা সুফলভোগী শিশুর ৯১.৭% এবং কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর ৮৮.৫%। উভয় গ্রুপে শিশুদের প্রায় একই অংশ অসম্পূর্ণ বাক্য/শব্দ/ধ্বনি বলে (সুফলভোগীর ৭৭.৬% এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ৭২.৪%) এবং কোন বস্তু দেখতে পায় (সুফলভোগীর ৮৬.৫% এবং কন্ট্রোল গ্রুপের ৯০.২%)।

একই আচরণ বারবার করার অনুপাতে সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান (p-value = 0.055), যা সুফলভোগী শিশুদের মধ্যে ৫৮.২% এবং কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে ৬৯.৫% *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৪)*।

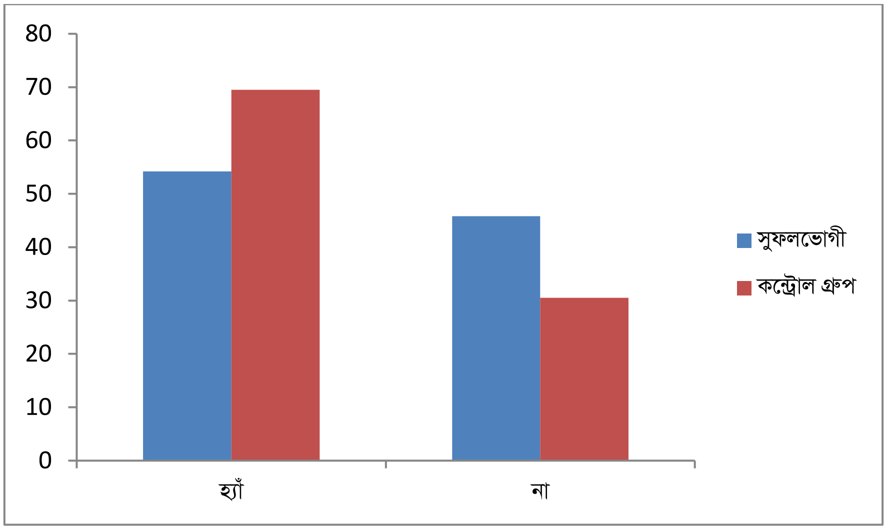

লেখচিত্র ৭.১৪: বিশেষ শিশুদের শারীরিক পৌনঃপুনিক আচরণ প্রদর্শন

আবার সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের যথাক্রমে ৬০.৬% ও ৭৫.৪% একা একা থাকে বা খেলে, এই পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ (p-value = 0.050) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৫)*।

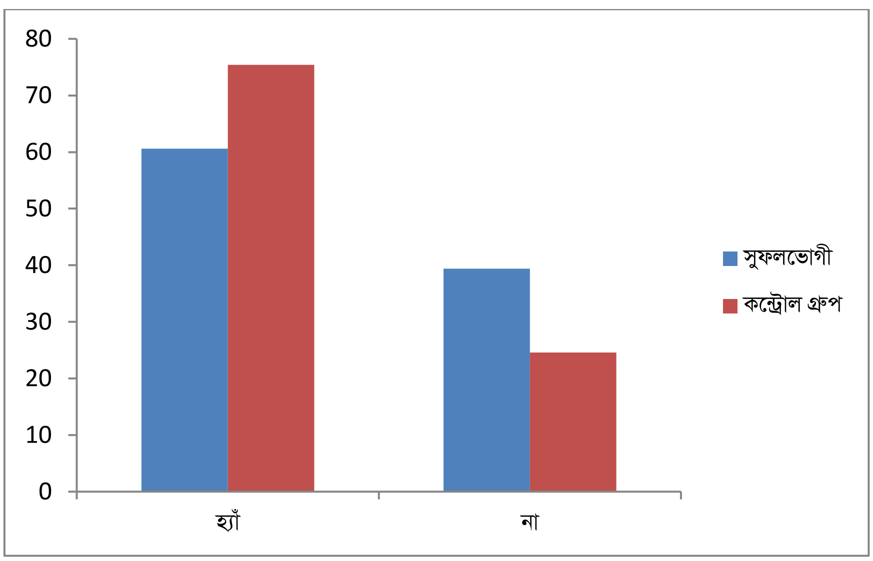

লেখচিত্র ৭.১৫: বিশেষ শিশুদের একাকি থাকা বা খেলার প্রবণতা

ওপরের দুটি ফলাফলে সুফলভোগীদের অগ্রগতি বেশ সন্তোষজনক। এ থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রয়াসে বিশেষ শিশুদের যে ধরনের থেরাপি প্রদান করা হয় তাতে করে আচরণে বেশ গুণগত পরিবর্তন হয়।

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে ঠিকভাবে খেলতে পারার অনুপাত, অতি চঞ্চল/অমনোযোগী থাকার অনুপাত, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারার অনুপাত, মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারার অনুপাত ও হাসি-কান্না নিয়ন্ত্রণ করার

অনুপাতে পরিসংখ্যানগতভাবে কোন তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য নেই। সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে যথাক্রমে ৬৪.২% ও ৭১.৭% ঠিকভাবে খেলতে পারে, যথাক্রমে ৫৫.১% ও ৫০.৮% অতি চঞ্চল/অমনোযোগী, যথাক্রমে ৪৮.৬% ও ৫৮.১% আবেগ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যথাক্রমে ৮৩.৫% ও ৮৫.৫% মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে এবং যথাক্রমে ৫২.৮% ও ৫৭.৪% হাসি-কান্না নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এই ফলাফল বিশ্লেষণ করে পরিশেষে বলা যায় যে, প্রয়াসের শিশুদের তুলনায় কন্ট্রোল গ্রুপে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি শিশু একই আচরণ বারবার করে। অনুরূপভাবে প্রয়াসের তুলনায় কন্ট্রোল গ্রুপে প্রায় ১৫ শতাংশ বেশি শিশু একা একা থাকে বা খেলে। পক্ষান্তরে, কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় প্রয়াসের প্রায় ৩৩ শতাংশ বেশি শিশুর শরীরের কোন অংশ নাড়াচাড়া করতে অসুবিধা হয়। অনুরূপভাবে কন্ট্রোল গ্রুপের তুলনায় প্রয়াসের ১১ শতাংশ বেশি শিশুর খিঁচুনি সমস্যা বিদ্যমান। এই ফলাফল ইঙ্গিত করে যে, বেশি সমস্যাগ্রস্ত যেসব বিশেষ শিশু প্রয়াসে আগমন করে তাদের ভাল সেবা প্রদানের জন্য সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে অধিকতর প্রশিক্ষিত থেরাপিস্ট এবং এ সংক্রান্ত অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা জরুরি হয়ে পড়েছে।

৭.৩.৭ *প্রতিষ্ঠানে যুক্ত হওয়ার পর প্রয়াসের ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের উন্নতির তথ্য বিশ্লেষণ*

সুফলভোগী শিশু ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুরা যথাক্রমে প্রয়াসে ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত হওয়ার সময়ের ফলাফল এবং যুক্ত হবার পর উন্নতির তথ্য বিশ্লেষণ করে ফলাফল সারণি ৭.৯-এ দেয়া হলো। সারণির ফলাফলসমূহ এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

সারণি ৭.৯: প্রতিষ্ঠানে সম্পৃক্ত হওয়ার সময় ও বিশেষ শিশুদের উন্নতি বিষয়ক তথ্যের বিন্যাস (%)

শিশুদের উন্নতি বিষয়ক তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
প্রতিষ্ঠানেসম্পৃক্তহওয়ারসময়(বছরে) *		
২ বছর বা কম	১৭.৯	২০.৮
৩-৬ বছর	৬৪.২	৪৯.১
৬ বছরের অধিক	১৭.৯	৩০.২
সময়ের গড় (বছরে)	৪.৪৯	৫.০৪
পরিমিত ব্যবধান (বছরে)	২.৬০	৩.৬০
শিশু প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আসে		
হ্যাঁ	৯২.২	৯০.৯
না	৭.৮	৯.১
আচরণগত উন্নতি		
নির্দিষ্ট একটি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কমেছে		
হ্যাঁ	৬৩.৭	৬০.৪
না	৩৬.৩	৩৯.৬
দুরন্তপনা কমেছে		

হ্যাঁ	৭৯.৩	৮৬.০
না	২০.৭	১৪.০
প্রাকৃতিক কাজ নিজে করতে পারে		
হ্যাঁ	৭৫.২	৭৫.৪
না	২৪.৮	২৪.৬
প্রয়োজনের কথা জানাতে পারে		
হ্যাঁ	৮৪.৮	৭৯.৭
না	১৫.২	২০.৩
অবাচনিক সংজ্ঞাপন		
চোখাচোখি করতে পারে		
হ্যাঁ	৮৬.৭	৮০.০
না	১৩.৩	২০.০
যৌথ মনোযোগ দিতে পারে		
হ্যাঁ	৭১.২	৭২.৪
না	২৮.৮	২৭.৬
আঙুল দিয়ে দেখাতে পারে		
হ্যাঁ	৭৭.৯	৮৩.৩
না	২২.১	১৬.৭
সৌজন্য প্রকাশে হস্তভঙ্গি করে		
হ্যাঁ	৮৬.৪	৮২.৮
না	১৩.৬	১৭.২
বাচনিক সংজ্ঞাপন		
প্রাকৃতিক কাজে যাওয়ার কথা বলতে পারে		
হ্যাঁ	৬৮.৬	৬৭.২
না	৩১.৪	৩২.৮
ক্ষুধা লাগলে বলতে পারে		
হ্যাঁ	৬৬.৩	৬২.৩
না	৩৩.৭	৩৭.৭
সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারে *		
হ্যাঁ	৮০.০	৬৭.৮
না	২০.০	৩২.২
শরীরের কতগুলো অঙ্গের নাম বলতে পারে		
সবগুলো	৪১.৪	৫৪.২
আংশিক	৩২.২	২৭.১
মোটেই না	২৬.৪	১৮.৮
কতগুলো খাবারের নাম বলতে পারে *		
সবগুলো	৬৪.৬	৪৬.৭

আংশিক মোটেই না	১১.০ ২৪.৪	৩৭.৮ ১৫.৬
প্রতিদিন শব্দ বলার গড় পরিমিত ব্যবধান	২৯.৫ ৪০.৩	৩৫.২ ৩৮.৩
আবাসিক অবস্থা * সেনানিবাসে আবাসিক সেনানিবাসে আবাসিক নয়	 ৪৬.৫ ৫৩.৫	 ১.৭ ৯৮.৩
কর্মসংস্থান * সেনানিবাসে সেনানিবাসে নয়	 ৪৮.০ ৫২.০	 ১.৭ ৯৮.৩
প্রাতিষ্ঠানিক প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টির মাত্রা অত্যন্ত সন্তুষ্ট মোটামুটি সন্তুষ্ট মাঝামাঝি পর্যাপ্ত নয় অসন্তুষ্ট	 ২৩.৩ ৬১.২ ১৫.৫ - -	 ২৬.২ ৬২.৩ ১১.৫ - -

* p-value < 0.10, Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

সমীক্ষার সময় থেকে ২ বছরের মধ্যে (২০১৭-১৬) যুক্ত হয়েছে প্রয়াসে ১৭.৯% ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ২০.৮%, ৩-৬ বছরের মধ্যে (২০১২-১৫) যুক্ত হয়েছে প্রয়াসের ৬৪.২% ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ৪৯.১% এবং ৭ বছর বা তৎপূর্বে (২০১২/১১) ভর্তি হয়েছিল প্রয়াসে ১৭.৯% ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ৩০.২%। প্রয়াসে ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ভর্তির সময়ের মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য বিদ্যমান (p-value = 0.098)। এর কারণ হিসেবে বলা যায় যে, প্রয়াসে একবার ভর্তি হলে যেহেতু বিদায়ের কোন ব্যবস্থা নেই, সেহেতু দিনে দিন ভর্তির সুযোগ সীমিত হয়ে আসছে।এ বিষয়টি প্রকল্প এলাকায় অনুষ্ঠিত এফজিডি ও স্থানীয় কর্মশালায় বাব বার উচ্চারিত হয়েছে।

প্রয়াসের সাথে সংযুক্ত থাকার সময় গড়ে ৪.৪৯ বছর (পরিমিত ব্যবধান ২.৬ বছর) এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সংযুক্ত থাকার সময় গড়ে ৫.০৪ বছর (পরিমিত ব্যবধান ৩.৬ বছর), সুবিধাভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে তাদের স্ব-স্ব প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত আসার অনুপাত একই (সুফলভোগী ৯২.২% ও কন্ট্রোল গ্রুপ ৯০.৯%)। সারণি-৭.৯ থেকে দেখা যায় যে, প্রয়াসে আসার পর শিশুর আচরণগত ব্যাপারে উন্নতি হওয়ার হার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নতি হওয়ার হারের সমান। অনুরূপ ফলাফল শিশুদের অবাচনিক সংজ্ঞাপন ব্যাপারগুলোতে উন্নতির ক্ষেত্রেও লক্ষ করা যায়।

পক্ষান্তরে, বাচনিক ব্যাপারগুলোর মধ্যে সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করা ও খাবারের নাম বলার ক্ষেত্রে প্রয়াসের শিশুরা কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের থেকে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্যে এগিয়ে আছে। সামাজিক সৌজন্য প্রকাশে

যেখানে প্রয়াসের শিশুদের ৮০.০ শতাংশের উন্নতি হয়েছে সেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের উন্নতি হয়েছে ৬৭.৮% । খাবারের নাম প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রয়াসের শিশুদের উন্নতি হয়েছে ৬৪.৬% কিন্তু কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের মধ্যে উন্নতির অনুপাত ৪৬.৭% (p-value = 0.002)।

সুফলভোগী উত্তরদাতার ৪৬.৫% ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে এবং বাকি ৫৩.৫% ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বসবাস করে। কন্ট্রোল গ্রুপ নির্বাচনের শর্তানুসারে কন্ট্রোল গ্রুপের সবাই ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বসবাস করার কথা যা তথ্য থেকে প্রমাণিত অর্থাৎ কন্ট্রোল গ্রুপের সব উত্তরদাতাই ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বসবাস এবং চাকুরী করে। সুফলভোগী উত্তরদাতার ৪৮.০ শতাংশ ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে চাকুরী করে, বাকি ৫২.০ শতাংশ ক্যান্টনমেন্টের বাইরে চাকুরী করে *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৬)* ।

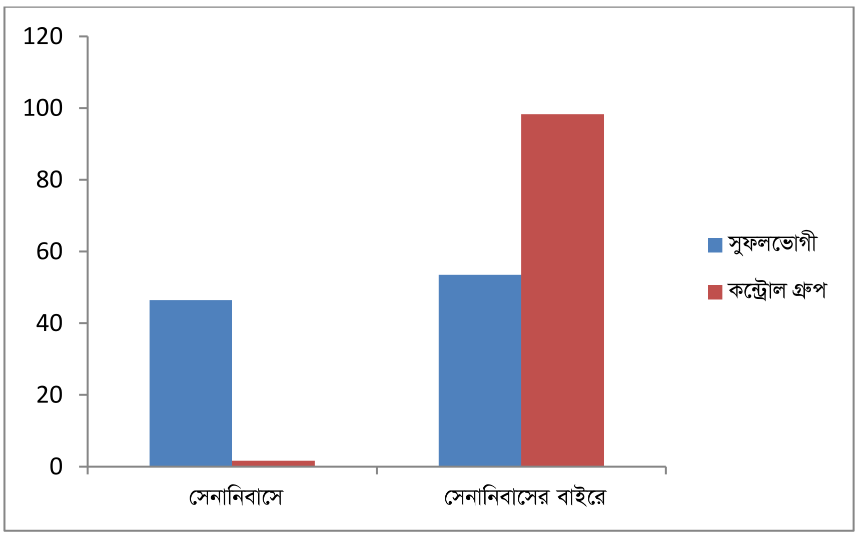

লেখচিত্র ৭.১৬: বিশেষ শিশুদের অভিভাবকদের আবাসন

ওপরের ক্যাটেগরির ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়াসে ভর্তির ক্ষেত্রে এখন সেনা সদস্য কোটা আর তত কার্যকরী নয়। কারণ অভিভাবকদের বেশির ভাগেরই আবাসন হচ্ছে ঢাকা ক্যান্টনস্টের বাইরে।

সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার তথ্য থেকে দেখা যায় যে, উভয় গ্রুপের উত্তরদাতার প্রশিক্ষণে সন্তুষ্টির মাত্রা একই, যার পার্থক্য পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। সুফলভোগী উত্তরদাতার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণে ২৩.৩% অত্যন্ত সন্তুষ্ট, ৬১.২% মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং ১৫.৫% মাঝামাঝি সন্তুষ্ট, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের উত্তরদাতার ২৬.২% অত্যন্ত সন্তুষ্ট, ৬২.৩% মোটামুটি সন্তুষ্ট এবং ১১.৫% মাঝামাঝি সন্তুষ্ট।

৭.৪ শিশুদের পর্যবেক্ষণের তথ্য বিশ্লেষণ

এই অনুচ্ছেদে প্রয়াস ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের বিশেষ শিশুদের পর্যবেক্ষণ-উত্তর অবস্থা সম্পর্কে সাধারণ ধারণা, যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা এবং থেরাপি প্রদান সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে বর্ণনা করা হলো। এই পর্যবেক্ষণের কাজটি করেছেন ৪ জন তথ্য সংগ্রহকারী। উল্লেখ্য, তথ্য সংগ্রহকারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোজ্ঞিান ও ভাষাবিজ্ঞানে মাস্টার্স ডিগ্রিধারী। পাশপাশি তারা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন প্রতিষ্ঠিত যোগাযোগ বৈকল্য বিষয়ে পেশাগত মাস্টার্স প্রোগ্রামে অধ্যয়নরত বলে বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিশুর বাচন, ভাষা ও আচরণের সমস্যা বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান লাভ করছেন। ফলে সঙ্গত কারণেই ধারণা করা হয়েছে যে, বিশেষ শিশুদের পর্যবেক্ষণের কাজটি তারা তাদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের আলোকে সুচারুরূপেই সম্পন্ন করেছেন।

৭.৪.১ পর্যবেক্ষণ করে শিশু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা

তথ্য সংগ্রাহক কর্তৃক পর্যবেক্ষণকৃত শিশু সম্পর্কে সাধারণ ধারণার ফলাফল সারণি ৭.১০-এ দেখানো হয়েছে। পর্যবেক্ষকদের মতে স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা ভাল প্রয়াসের ৭১.৬% ও কন্ট্রোল গ্রুপের ৮৯.৮% শিশুর, ১২.৮% প্রয়াসের ও ৩.৪% কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর মোটামুটি এবং ১৫.৬% প্রয়াসের ও ৬.৮% কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা ভাল নয় (p-value = 0.022) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৭)*।

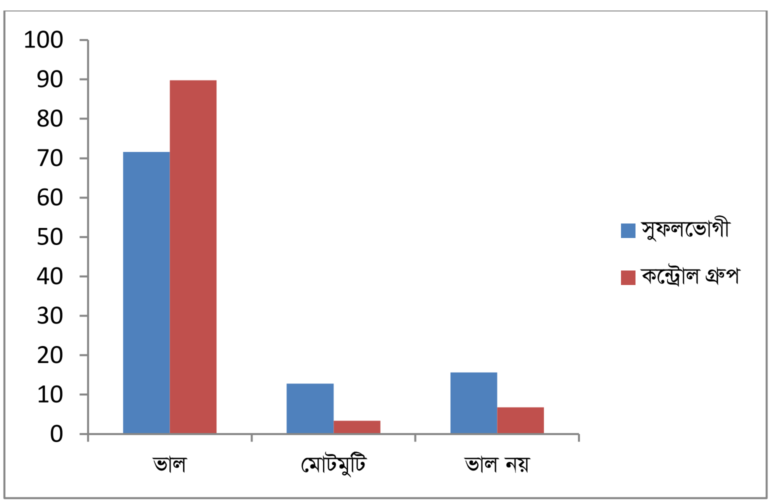

লেখচিত্র ৭.১৭: বিশেষ শিশুদের স্বাস্থ্যের অবস্থা পর্যবেক্ষণ

ওপরের ফলাফল থেকে প্রমাণিত হয় যে, কন্ট্রোল গ্রুপের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে যেখানে সমাজের সচ্ছল অবস্থা থেকে মোটামুটি স্বাস্থ্য সমস্যায় আক্রান্তরা পড়তে যায়, সেখানে প্রয়াসে সমাজের প্রায় সব অবস্থানের শিক্ষার্থীরা যেমন অবস্থান করছে, ঠিক তেমনিভাবে নাজুক স্বাস্থ্য ও মানসিক অবস্থা নিয়ে আগমন করে। এদিক থেকে দেখলে সমাজের

সব শ্রেণির অভিভাবকের সন্তানেরাই প্রয়াসে সেবা লাভ করছে। তবে হাঁটা-চলাফেরা, কৌতূহল এবং ভাবের আদান-প্রদান ও মনোযোগের ক্ষেত্রে সুফলভোগী ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর অবস্থা প্রায় একই ধরনের (তাৎপর্যপূর্ণ কোন পার্থক্য নেই)।

সারণি ৭.১০: শিশুদের পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত সাধারণ তথ্যের বিন্যাস (%)

পর্যবেক্ষণ করে প্রাপ্ত সাধারণ তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা *		
ভালো	৭১.৬	৮৯.৮
মোটামুটি	১২.৮	৩.৪
ভালোনা	১৫.৬	৬.৮
হাটা চলাফেরার অবস্থা		
ভালো	৭৮.৯	৮১.৪
মোটামুটি	৬.৪	৫.১
ভালোনা	১৪.৭	১৩.৬
কৌতূহলের অবস্থা		
ভালো	৪৯.৫	৩৮.৬
মোটামুটি	১৪.৭	১৭.৫
ভালোনা	৩৫.৮	৪৩.৯
মনোযোগী হওয়ার অবস্থা		
ভালো	৪৪.৯	৩৫.৬
মোটামুটি	১১.২	১৩.৬
ভালোনা	৪৩.৯	৫০.৮
আগ্রহ *		
ভালো	৫২.৮	৩২.৮
মোটামুটি	১৩.৯	২৭.৬
ভালোনা	৩৩.৩	৩৯.৭
আবেগ *		
আছে	৮৯.৩	৭৫.০
নাই	১০.৭	২৫.০
ভাবের আদান প্রদান		
ভালো	৩৩.৭	২৮.৬
মোটামুটি	১২.৫	২৫.০
ভালোনা	৫৩.৮	৪৬.৪

* p-value < 0.10, Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

আগ্রহের ক্ষেত্রে প্রয়াসের শিশুদের অবস্থা ৫২.৮ শতাংশের ভাল ও কন্ট্রোল গ্রুপের ৩২.৮ শতাংশের ভাল অবস্থা, মোটামুটি অবস্থা সুফলভোগী শিশুর ১৩.৯ শতাংশের ও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর ২৭.৬ শতাংশে এবং সুফলভোগী শিশুর ৩৩.৩ শতাংশের অবস্থা ভাল নয়, যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের ৩৯.৭ শতাংশের অবস্থা ভাল নয় (p-value = 0.023) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৮)*।

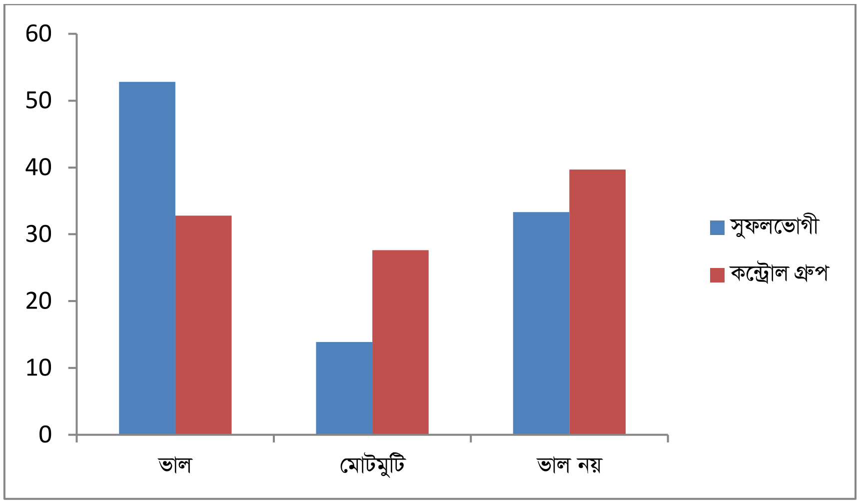

লেখচিত্র ৭.১৮: বিশেষ শিশুদের আগ্রহ পর্যবেক্ষণ

আবার বিভিন্ন ধরনের আবেগ বা সংবেদনশীলতা প্রকাশের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, প্রয়াসের শিশুর ক্ষেত্রে ৮৯.৩ শতাংশের আবেগ রয়েছে যেখানে কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুর ৭৫.০ শতাংশের আবেগ রয়েছে (p-value = 0.020) *(দেখুন লেখচিত্র ৭.১৯)*।

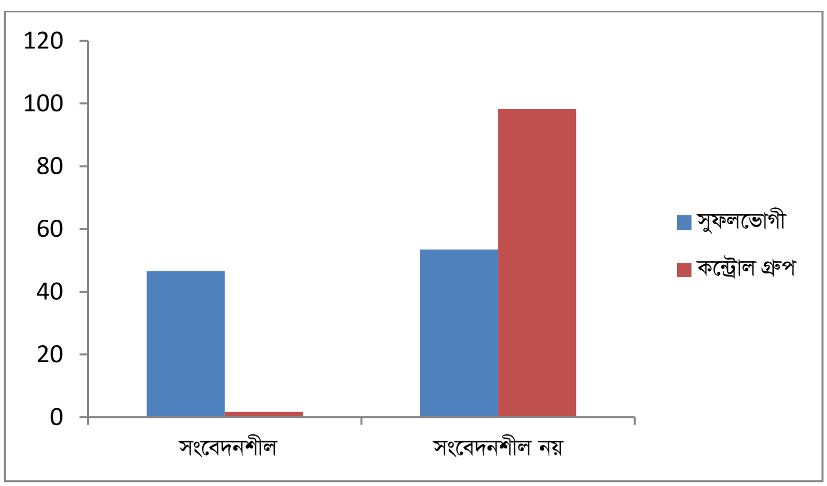

লেখচিত্র ৭.১৯: বিশেষ শিশুদের সংবেদনশীলতা পর্যবেক্ষণ

এ দুটি ফলাফলই প্রয়াসের সেবাদান কাজের অগ্রগতিকে নির্দেশ করছে। কেননা অটিস্টিকসহ বিভিন্ন ধরনের শিশু সাধারণত কোন কিছুতে আগ্রহ দেখায় না, বা আগ্রহ প্রকাশ করে না। কিন্তু প্রয়াসের থেরাপিস্ট ও শিক্ষকেরা ক্রমাগত থেরাপি প্রদান ও পরামর্শ সহায়তা দিয়ে তাদেরকে জগৎ সম্পর্কে আগ্রহী যেমন করে তুলেছেন, তেমনি তাদেরকে সংবেদশীল করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন।

৭.৪.২ শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা পর্যবেক্ষণ

এই অনুচ্ছেদে শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা পর্যবেক্ষকদের তথ্য থেকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, সারণি ৭.৩.৫-এ শিশুদের যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতাই বিশ্লেষণ করে ফলাফল আলোচনা করা হয়েছে কিন্তু তা উত্তরদাতা থেকে সংগৃহীত। সুতরাং এই দুই উৎস থেকে শিশু সম্পর্কে একই ধরনের তথ্য পাওয়া বা তথ্যের সঙ্গতি থাকা বাঞ্ছনীয়। এই দুই ধরনের তথ্যসমূহকে statistically analysis করে দেখা যায় যে, দুই উৎসেই একই ধরনের অভিন্ন ফলাফল পাওয়া গেছে।

৭.৪.৩ শিশুদের থেরাপি প্রদান সংক্রান্ত AAC-এর যন্ত্রপাতি ব্যবহার পর্যবেক্ষণ

সারণি ৭.১১-এ শিশুদের থেরাপি প্রদান সংক্রান্ত AAC-এর যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ করার তথ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে। উক্ত ফলাফল এই অনুচ্ছেদে আলোচনা করা হলো।

সারণি ৭.১১: শিশুদের থেরাপি সংক্রান্ত এএসি-এর যন্ত্রপাতি পর্যবেক্ষণ বিষয়ে তথ্যের বিন্যাস (%)

ফিজিওথেরাপি প্রদানে পর্যবেক্ষণ তথ্য	সুফলভোগী	কন্ট্রোল গ্রুপ
*Low-tech ব্যবহার **		
হ্যাঁ	৮৪.৪	৮০.৬
না	১৫.৬	১৯.৪
*High-tech ব্যবহার **		
হ্যাঁ	৩৩.৩	২৭.৩
না	৬৬.৭	৭২.৭

* p-value < 0.10, Chi-square Test Statistic: $\chi^2 = \sum_r \sum_c \frac{(O_{rc}-E_{rc})^2}{E_{rc}}$

প্রয়াসে বিশেষ শিশুদের জন্য AAC-এর low tech যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে ৮৪.৪% যেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে ৮০.৬% (p-value = 0.084)। অন্যাদিকে, প্রয়াসে শিশুদের জন্য যেখানে AAC-এর high tech যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় ৩৩.৩% সেখানে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার করে ২৭.৩% (p-value = 0.058)। এই

ফলাফল তাৎপর্যপূর্ণ। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, প্রয়াসে সরকারী মঞ্জুরী সহায়তায় প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কেনা প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

খ. কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার, এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি

প্রয়াসের ১ম পর্যায়ে গৃহীত পরিকল্পনা মোতাবেক সরকারী অর্থানুকূল্যে যেসব প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি এবং মালামাল ক্রয় করা হয়েছে তা পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সম্পন্ন হয়েছে কিনা তা জানার জন্য প্রয়াসের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে এ সংক্রান্ত তথ্য পূরণের জন্য একটি নির্ধারিত প্রশ্নমালা মোতাবেক চেকলিস্ট প্রদান করা হয়। উক্ত কর্মকর্তা আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব সহকারে চেকলিস্টটি পূরণ করে দেন। তারপর সে পূরণকৃত চেকলিস্ট অনুসারে সত্যতা নিরূপণের জন্য ব্যক্তি পরামর্শক এই চেকলিস্টের পক্ষে প্রমাণাদি দেখার পাশাপাশি নিরীক্ষা করার কথা বললে তিনি ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত নথি ও দলির উপস্থাপন করেন। ব্যক্তি পরামর্শক নথিপত্র ঘেঁটে এগুলো বিস্তৃত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন এবং এক্ষেত্রে সবকিছুই ইতিবাচক প্রমাণিত হয়।

৭.৫ আয়োজিত এফজিডি ও কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত তথ্য

প্রশ্নমালা সমীক্ষা ছাড়াও প্রকল্প সম্পর্কে আরও বিস্তৃত ও নিবিড়ভাবে অবহিত হওয়ার জন্য দুটি এফজিডি ও একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

১. প্রকল্প এলাকায় এফজিডি -১ আয়োজন

প্রকল্প এলাকায় উপাত্ত সংগ্রহ চলাকালে গত ১৫ই মার্চ ২০১৭ সালে বেলা ১০.৩০টায় একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় সভাকক্ষে প্রথম এফজিডি আয়োজন করা হয়। এই এফজিডিতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুফলভোগী অভিভাবক ছাড়াও প্রয়াসের শিক্ষক, বাচন ও ভাষা থেরাপিস্ট, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশেনাল থেরাপিস্ট ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা ছিলেন। এই এফজিডির মূল উদ্দেশ্য ছিল সুফলভোগীদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে প্রয়াসের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁদের নিবিড় মতামত নেওয়া। পাশাপাশি প্রয়াসের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ করা। প্রয়াসের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে এই এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তাদের অভিমত ও নির্দেশনা এই প্রতিবেদনের ফলাফলসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

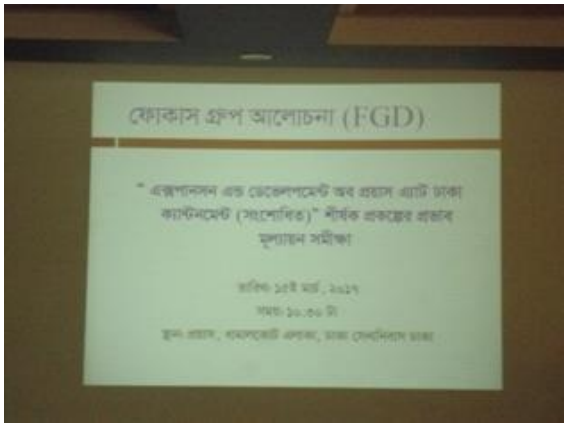

২. প্রকল্প এলাকায় এফজিডি -২ আয়োজন

সময় স্বল্পতার কারণে ঐদিনই বেলা ১২.৩০ টার দিকে একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় সভাকক্ষে ২য় এফজিডি-র আয়োজন করা হয়। ২য় এফজিডিতেও অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সুফলভোগী অভিভাবক ছাড়াও প্রয়াসের শিক্ষক, বাচন ও ভাষা থেরাপিস্ট, চিকিৎসক, মনোবিজ্ঞানী ফিজিওথেরাপিস্ট, অকুপেশেনাল থেরাপিস্ট ও বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তারা ছিলেন। তবে ১ম বার যারা উপস্থিত ছিলেন, ২য় এফজিডিতে তারা আসেননি। এই এফজিডিরও মূল উদ্দেশ্য ছিল সুফলভোগীদের সাথে অন্তরঙ্গ হয়ে প্রয়াসের সার্বিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তাঁদের নিবিড় মতামত নেওয়া। পাশাপাশি প্রয়াসের বিভিন্ন পর্যায়ে শিক্ষক, কর্মকর্তাদের কাছ থেকে তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে অভিমত গ্রহণ করা। প্রয়াসের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষে এই এফজিডি থেকে প্রাপ্ত তাদের অভিমত ও নির্দেশনা এই প্রতিবেদনের ফলাফলসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

৩. প্রকল্প এলাকায় স্থানীয় কর্মশালা আয়োজন

গত ২৩ শে মার্চ ২০১৭ তারিখে প্রকল্প এলাকায় অর্থাৎ প্রয়াসের একাডেমিক ভবনের ২য় তলায় অবস্থিত সভাকক্ষে প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষা বিষয়ে এক স্থানীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন আইএমইডি-এর পরিচালক জনাব গোলাম কবির। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আইএমইডি-এর মূল্যায়ন কর্মকর্তা জনাব হেলাল খান। আনন্দের বিষয় যে, এই স্থানীয় কর্মশালাতে প্রয়াসের সুফলভোগী ৩৮জন অভিভাবক উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া প্রয়াসের থেরাপিস্ট, শিক্ষক ও কর্মকর্তা মিলিয়ে এতে প্রায় ৫৫জন উপস্থিত ছিলেন। ফলে এই কর্মশালায় প্রকল্প সম্পর্কে অভিভাবক, প্রয়াস কর্তৃপক্ষ ও আইএমইডি-এর কর্মকর্তাদের মধ্যে এক মিথস্ক্রিয়ার সুযোগ তৈরি হয়। তবে এতে মূলত অভিভাবক ও প্রয়াসের শিক্ষক-থেরাপিস্টরাই প্রকল্প সম্পর্কে মতামত রাখেন যেগুলো এই প্রতিবেদনের ফলাফলসহ বিভিন্ন অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

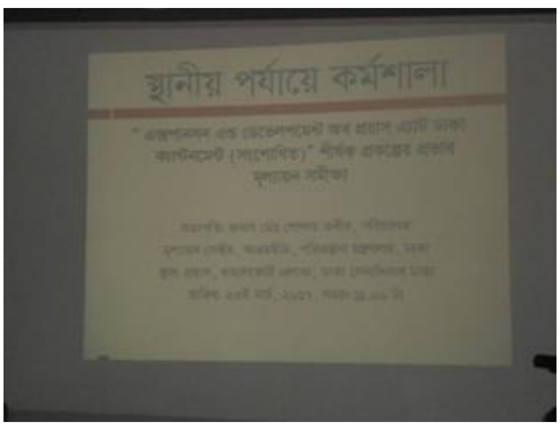

উল্লেখিত দুটি এফজিডি ও একটি কর্মশালা থেকে প্রকল্প সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও ফলাফল পাওয়া যায়। নিচে এদের কিছু উল্লেখ করা হল।

ক. বিশেষ শিশুদের মধ্যে যারা অগ্রগামী তাদেরকে মূলস্রোতে নিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা। এক্ষেত্রে প্রয়াস ক্যাম্পাসে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা একটি ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।

খ. বিশেষ শিশুদের মেডিক্যাল চেকআাপের সুবিধার্থে প্রত্যেকের জন্য আলাদা 'হেলথকার্ড'-এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

গ. এখানে কর্মরত শিক্ষক ও থেরাপিস্টরা বিশেষ শিশুদের জন্য এক একজন নিবেদিত প্রাণ। তারা অনেকেই এই পেশাকে ব্রত হিসেবে গ্রহণ করে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে থেরাপি প্রদান করে থাকেন। কিন্তু যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে বেতন-ভাতাদি প্রদান করা হয় না। এমনকি থেরাপি শিক্ষা যে একটি আন্তর্জাতিকভাবে একটি স্বীকৃত পেশাগত ডিগ্রি সে সম্পর্কেও সরকারের উচ্চ-মহলে ধারণা নেই।

ঘ. প্রয়াসের বিশেষ শিশুদের ভাষা-বাচনের বিকাশ, আচরণের উন্নতি ও তাদের নানাবিধ শারীরিক অক্ষমতাকে সারিয়ে তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের থেরাপিস্টরা নানা ধরনের থেরাপি ও অনুশীলন করিয়ে থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ থেরাপিস্টের মত অনুযায়ী তা অপ্রতুল। এতে কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যাচ্ছে না, যা সমীক্ষা প্রশ্নমালার ফলাফলেও প্রতিফলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রধান বাধা হচ্ছে আরও আধুনিক যন্ত্রপাতির ও থেরাপিস্টের অপ্রতুলতা রয়েছে।

ঙ. এখানে ভর্তিকৃত বিশেষ শিক্ষার্থীরা ভর্তি হওয়ার পর দীঘদিনের জন্য থেকে যায়। মূলত তাদেরকে কতদূর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে, এখানে কোন স্তর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ লাভ করবে, বা প্রশিক্ষণ শেষে সমাজে কীভাবে পুনর্বাসিত করা হবে সে সম্পর্কে অভিভাবকেরা যেমন অজ্ঞ, তেমনিভাবে সরকারেরও কোন নির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই। ফলে এখান থেকে শিক্ষার্থীদের কোন মধুর সমাপন ও প্রস্থান নেই। এই বিষয়টি সমীক্ষা ফলাফলেও প্রকারান্তরে ওঠে এসেছে।

চ. কোন কোন অভিভাবকের মতে বিশেষায়িত এই প্রতিষ্ঠানটি ক্যান্টনমেন্টের মত একটি সংরক্ষিত স্থানে গড়ে ওঠেছে বলে কখনও কখনও এখানে আসার জন্য ক্যান্টনমেন্টের নিরাপত্তা বেষ্টনী পার হতে গিয়ে বিড়ম্বনায় পড়তে হয়।

ছ. কোন কোন অভিভাবক শিশুদের মাসিক ফি কমানোর জন্য প্রস্তাব রেখেছেন। এক্ষেত্রে প্রয়াস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে যে, তারা সব শিশুর জন্য একই রকম ফি ধার্য করেন না। বরং অভিভাবকের মাসিক আয় অনুযায়ী ফি কম-বেশি হয়ে থাকে। পাশাপাশি, সমীক্ষা প্রশ্নমালার ফলাফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ধার্যকৃত ফি-র তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের ফি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম।

জ. কোন কোন অভিভাবকের মতে, তার বিশেষ সন্তান এখানে ভর্তি হওয়ার পর দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, একজন মা বলেন যে, তার সন্তান এখানে প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর বসতে অভ্যস্ত হয়েছে, যা আগে সে পারত না। আবার তার সন্তান এখানে ভর্তি হওয়ার আগে

সবকিছুতেই অধৈর্য্য হয়ে পড়ত। কিন্তু এখানে ভর্তির কিছু দিনের মধ্যেই কিছু পেতে গিয়ে অপেক্ষা করতে শিখেছে এবং ধৈর্য্যশীল হয়েছে। এই বিষয়টি সমীক্ষা প্রশ্নমালার ফলাফলেও রূপায়িত হয়েছে।

ঝ. প্রয়াসে প্রশিক্ষণ লাভকারী অনেক শিশু জাতীয় জীবনে বেশ কিছু সাফল্য লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানকার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বর্তমানে Exim Bank, Pizza Hut ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত আছে। আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশুনা করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, বিশেষ এই শিশুরা যদি প্রয়াসের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান থেকে যথাযথ প্রশিক্ষণ লাভ করতে পারে, তাহলে সমাজের মূলস্রোতে অবদান রাখতে পারবে।

ঞ. প্রয়াসের কোন কোন কর্মকর্তার মতে, দেশে বিশেষ শিশুর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে এবং এর বাস্তব উদাহরণ প্রয়াসে ভর্তিচ্ছু অপেক্ষারত বিশেষ শিশুর দীর্ঘ সারি দেখে বুঝা যায়। তাই সরকারের উচিত দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়াসের মত আরও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠার গড়ে তোলা যাতে দেশের সব অঞ্চলের বিশেষ শিশুরা এ ধরনের সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

অষ্টম অধ্যায়
প্রকল্পের SWOT বিশ্লেষণ

৮.১ SWOT বিশ্লেষণ

“এক্সপানশন এ্যান্ড ডেভেলপম্যান্ট অব প্রয়াস অ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)” শীর্ষক সমাপ্ত প্রকল্পের প্রভাব মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে প্রকল্পের সুফলভোগীর জরিপ করা হয়। এছাড়া এই প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত শিক্ষক, থেরাপিস্ট, মনোবিজ্ঞানী, চিকিৎসকের সাক্ষাৎকার, ব্যক্তিগত মতামত এফডিজি এবং কর্মমালার মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়। পাশাপাশি এই প্রকল্পের মুখ্য আধিকারিকদের মতামত কেআইআই (KII)-এর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত, বিভিন্ন উৎস থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। এ সমীক্ষার ফলাফল তৃতীয় অধ্যায় থেকে সপ্তম অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণনা করা হয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে সবল ও দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে।

৮.২ সবল দিক (strength)

- নির্ধারিত লক্ষমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়েছে।
- প্রকল্পের আওতায় নির্মিত স্থাপনাগুলো আধুনিক ও মানসম্মত হয়েছে।
- সমাজের বিশেষ চাহিদাসম্পন শিশুদের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি ও থেরাপি আইটেম ক্রয় করা হয়েছে।
- অটিস্টিকসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিশুর চাহিদার কথা মনে রেখে সুনির্দিষ্ট থেরাপি প্রদানের জন্যে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত থেরাপিস্ট ও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।
- বিশেষ শিশুদের থেরাপি প্রদানের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট থেরাপি উপযোগী একাডেমিক ভবনের কক্ষগুলো নির্মিত হয়েছে।
- প্রকল্পে বিশেষ শিশুদের শারীরিক মানসিক বৃদ্ধির কথা বিবেচনায় রেখে একাডেমিক ভবনের পাশাপাশি খেলাধুলার পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে যা অন্যান্য বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত।
- বিশেষ শিশুদের একাডেমিক ভবনের বিভিন্ন তলায় নির্বিঘ্নে গমনাগমনের জন্য পর্যাপ্ত লিফট ও রেম্প স্থাপন করা হয়েছে এবং বিশেষ শিশু বান্ধব ক্যাম্পাস নির্মাণ করা হয়েছে।
- প্রয়াস ক্যাম্পাসের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য অভিভাবক ও তাদের বিশেষ শিশুর মনে এক ধরনের মুগ্ধতার রেশ ছড়িয়ে দেয়, যা প্রকারান্তরে তাদের মধ্যে এক ধরনের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সহায়তা করে।

- নিয়োগপ্রাপ্ত থেরাপিস্ট ও শিক্ষাকরা তাঁদের ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কর্তব্যের প্রতি নিষ্ঠাবান সচেতন যা এই প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ ও সেবাদান কর্মকে অনেক বেশি গতিশীল করেছে।
- বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রয়াস সমগ্র বাংলাদেশের মানুষের অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠেছে। কারণ এই প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে অপেক্ষমান দীর্ঘ তালিকা দেখে তা অনুভব করা যায়।
- এই প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য একটি যোগ্য ও দায়িত্বপূর্ণ পরিচালনা কমিটি রয়েছে।
- বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিশুদের জন্য কিছু বিরল সুবিধাদি সংযোজন করা হয়েছে।
- পুরো ক্যাম্পাসকে প্রতিবন্ধী-বান্ধব করে গড়ে তোলা হয়েছে।
- ক্যান্টনমেন্ট এলাকা হওয়ার কারণে বিশেষ শিশুরা নিরাপদে এই ক্যাম্পাসে পরিভ্রমণ করতে পারে।
- বিশেষ শিশুদের সেবা নিশ্চিত করার জন্য 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' চালু করা হয়েছে।
- একটি মাল্টিপারপাস হল নির্মাণের কারণে এই ক্যাম্পাসের ব্যবহার বৈচিত্র্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- একাডেমিক ভবনে লিফট, গ্যাস লাইন, ফায়ার সার্ভিস, সিসি টিভি সংযোজনের কারণে এটি বর্তমানে একটি অন্যতম নিরাপদ একাডেমিক ভবনে রূপান্তরিত হয়েছে।

৮.৩ দুর্বল দিক (weakness)

- প্রকল্পের রক্ষণাবেক্ষণ করার জন্য কোন আর্থিক বরাদ্দ নেই।
- সেবা প্রদানের সক্ষমতা তুলনায় সেবাগ্রহণে আগ্রহীদের সংখ্যা অনেক বেশি। (বর্তমানে ঢাকা শহরসহ সারাদেশে বিশেষ শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় এই অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে)
- বিশেষ শিশুদের সেবাদানের ক্ষেত্রে দেশীয় সর্বোচ্চ মাত্রা অর্জিত হলেও আন্তর্জাতিক মানের সুবিধাদি এখনও সন্নিবেশ করা হয়নি। (তবে ১ম পর্যায়ের প্রকল্প-মেয়াদের সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে)
- কোন কোন ক্ষেত্রে প্রয়োজনের তুলনায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক ও থেরাপিস্টের স্বল্পতা রয়েছে। (তবে ১ম পর্যায়ের প্রকল্প-মেয়াদের সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে)
- নাজুক শারীরিক সমস্যা নিয়ে আসা শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সক্ষমতা বৃদ্ধি করার মত পর্যাপ্ত আধুনিক প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়নি। (তবে ১ম পর্যায়ের প্রকল্প-মেয়াদের সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে)
- বিশেষ শিশুদের নিয়ে গবেষণা কার্য সম্পাদন এখনও নিয়মিতভাবে শুরু হয়নি। (তবে ১ম পর্যায়ের প্রকল্প-মেয়াদের সকল শর্ত পূরণ করা হয়েছে)
- শিক্ষক ও থেরাপিস্টরা তাদের মতামত প্রদান করতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে আগ্রহী হন না।

- বিশেষ বিশেষ থেরাপি যন্ত্রপাতি মেরামত ও সারাই করার মত যোগ্য টেকনিশিয়ানের অভাব রয়েছে।
- জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য সংরক্ষিত ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবস্থিত বলে অনেকে এই প্রতিষ্ঠানে যেতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না।
- শিক্ষক ও থেরাপিস্টরা প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত হলেও সে তুলনায় তাদের বেতন ভাতা খুবই কম। এমনকি মূলস্রোতের সাধারণ শিক্ষকের বেতনের চেয়ে তাদের বেতন কম।
- থেরাপিস্ট ও শিক্ষকদের প্রশিক্ষণকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি আদায় করতে ব্যর্থ হওয়ার তারা অনেক সময় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে উদ্দীপনা খুঁজে পায় না।
- শিক্ষক ও থেরাপিস্টদের পদোন্নতির নীতিমালা এখনও তৈরি হয়নি।
- শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা শেষে মধুর সমাপন নেই। ফলে এই প্রতিষ্ঠানের সেবা পেয়ে শেষে বিশেষ শিশুরা পরিণতিতে কী হবে তা কারো জানা নেই।

৮.৪ সুযোগ-সুবিধা (opportunity)

- বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় মানুষ প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সবসময় ব্যতিক্রমী সুবিধা পাবে যা অন্য জায়গায় লভ্য নয়।
- দেশের বিশেষ শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম প্রবতর্নের ক্ষেত্রে এই বিশেষায়িত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগানো যায়।
- প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে গবেষণা কাজের জন্য এই গবেষকেরা এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান ও উদ্দিপক সংগ্রহ করা করতে পারে।
- এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশের জ্ঞান-পরিমণ্ডলে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রায়োগিক জ্ঞানর্চচার সুয়োগ তৈরি হয়েছে।
- প্রকল্প এলাকায় বিশেষ শিশুদের ওপর পড়াশুনা করা গ্রাজুয়েটদের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হয়েছে।
- মানুষের প্রচলিত জ্ঞান-কাঠামো ও চিন্তা-চেতনাকে নতুন দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার সুয়োগ সৃষ্টি হয়েছে।
- নিষ্পাপ বিশেষ শিশুদেরকে সেবাদানের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে।
- এই ধরনের আরও নতুন বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার ও সক্ষম ব্যক্তিরা উদ্দীপনা লাভ করবে। ফলে দেশে নতুন কর্ম-সংস্থান ও গবেষণার সৃযোগ তৈরি হবে।

৮.৫ ঝুঁকি (threat)

- এই প্রতিষ্ঠানের থেরাপিস্ট ও শিক্ষকদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য কোন চলমান অর্থ-খাত নেই।
- এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তিকৃত বিশেষ শিশুদের কোন সমাপন নেই বলে এক সময় শিক্ষার্থী ভর্তি প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে গেলে প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে।
- শিক্ষক ও থেরাপিস্টদের যোগ্যতা অনুযায়ী সম্মান ও বেতন-ভাতা না দিলে তারা একসময় চাকুরি করার ক্ষেত্রে আগ্রহ হারিয়ে ফেললে এটির সেবাদান প্রক্রিয়া ঝুঁকির মধ্যে পড়বে।
- আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী কাজ না করলে বিদেশীদের সুদৃষ্টি না পড়লে গবেষণার ক্ষেত্রে ফান্ড প্রাপ্তির ক্ষেত্রে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে।
- শিক্ষক থেরাপিস্টদের উচ্চতর প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ তৈরি না করলে একসময় তাদের কর্ম-দক্ষতার অবনতি ঘটতে পারে।

নবম অধ্যায়

সমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল ও সুপারিশমালা

প্রকল্পাধীন এলাকায় মাঠ পর্যায়ে সমীক্ষার মাধ্যমে এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন ও ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রয়াসের দায়িত্বপূর্ণ কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে তা বিশ্লেষণ করা হয়। তারই অংশ হিসেবে প্রকল্প এলাকা সরেজমিন পরিদর্শন করে বিভিন্ন স্থাপনা পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং সেই সাথে ক্রয়কৃত মালামালও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয় এবং এদের বর্তমান কর্ম-দক্ষতা যাচাই করা হয়। মাঠ পর্যায়ে থেকে প্রাপ্ত উপাত্তসমূহ পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিস্তারিত বিশ্লেষণ করা হযেছে। এই বিশ্লেষণের ভিত্তিতে এবং অন্যান্য উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদি পর্যালোচনা করে এই প্রকল্পের সমীক্ষা সম্পর্কে যে সার্বিক ফলাফল পাওয়া গেছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল।

৯.১ প্রশ্নমালার দ্বারা প্রাপ্ত প্রধান প্রধান ফলাফল

১. ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত প্রয়াস অটিস্টিক শিশুসহ বিভিন্ন ধররনের বিশেষ শিশুদের সেবাদানের জন্য আধুনিক থেরাপি যন্ত্রপাতি সমৃদ্ধ একমাত্র প্রতিষ্ঠান। ফলে বর্তমানে বিশেষ শিশুদের অভিভাবকের কাছে তাদের সন্তানকে সেবাদানের জন্য অবিকল্প একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সে কারণে বর্তমান ধারণ ক্ষমতা ও সামর্থ্যে প্রয়াস ৪০০ জন বিশেষ শিশুকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে ভর্তি করলেও প্রায় ৭৫০ জনের মতো ভর্তির জন্য অপেক্ষারত আছেন। কিন্তু পর্যাপ্ত আসন না থাকার কারণে অপেক্ষারতদের ভর্তি অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। এ বিষয়ে সমীক্ষার ফল থেকে জানা গেছে যে, সমীক্ষার সময় থেকে ২ বছরের মধ্যে (২০১৭-১৬) যুক্ত হয়েছে প্রয়াসে মাত্র ১৭.৯% ভর্তি হতে পেরেছে। কিন্তু এর পূর্বে ৩-৬ বছরের মধ্যে অর্থাৎ প্রকল্প চলাকালে (২০১২-১৫) প্রয়াসে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৬৪.২%। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, নতুন করে আসনা খালি না হওয়ার কারণে প্রয়াসে ভর্তির সুযোগ দিন দিন সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছে।

২. প্রয়াসে ভর্তির জন্য বর্তমানে সেনাবাহিনীর জন্য কোন পৃথক কোটা নেই। এই তথ্যটি প্রকল্প এলাকায় আয়োজিত এফজিডি এবং কর্মশালায় ওঠে এসেছে। সেই সাথে সমীক্ষার ফলাফলেও এই বিষয়টি প্রতিফলিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, সুফলভোগী উত্তরদাতার ৪৬.৫% ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে এবং বাকি ৫৩.৫% ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বসবাস করে। এ থেকে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে যে, যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ ৫৩.৫% অভিভাবকই ক্যান্টনমেন্টের বাইরে বসবাস করেন, সেহেতু ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি বা সেনাবাহিনীর সদস্যের সন্তানদেরকে অগ্রাধিককারের বিষয়টি এখানে কাজ করছে না।

৩. প্রয়াসে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি বিচার করলে দেখা যায় যে, সমাজের সর্বস্তরের বিশেষ শিশুরাই এখানে সেবা গ্রহণ করছে। এই প্রতিষ্ঠানে সমাজের উঁচু স্তরের অভিভাবকদের সন্তান যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে সাধারণ ও নিচু আর্থিক সামর্থ্যের অভিভাবকদের সন্তানও এখানে পড়াশুনা করছে। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, কন্ট্রোল গ্রুপের অভিভাবকদের তুলনায় প্রয়াসের অভিভাবকদের মাসিক আয়ের গড় কম। এর পরিমাণ হচ্ছে যথাক্রমে ৩৭,৫০০ টাকা ও ৩১,৩১৭ টাকা। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়াসের অভিভাবকদের মাসিক আয়ের বিস্তৃতি যেহেতু বেশি, সেহেতু এই প্রতিষ্ঠানটি বিচিত্র আয়ের মানুষের সন্তানদেরকে অন্তর্ভুক্ত করে। অন্যদিকে, ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, কন্ট্রোল গ্রুপের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শুধু উচ্চবিত্তের সন্তানেরাই ভর্তি হয়।

৪. প্রয়াসে অটিস্টিক শিশুর ভর্তির ক্ষেত্রে অটিজমের ধরনের যে পার্থক্য মূল্যায়ন সমীক্ষায় ওঠে এসেছে তা আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত শ্রেণিবিভাগকে অনেকটাই সমর্থন করে। আমরা জানি যে, সারা পৃথিবীতে ক্লাসিক্যাল অটিস্টিক শিশুর সংখ্যা এ্যাসপারজার শিশুর তুলনায় বেশি। সমীক্ষা ফলাফলেও দেখা যাচ্ছে যে, সুফলভোগী শিশুদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ (২৯.৯%) Classical autism-এ আক্রান্ত, প্রায় এক-চতুর্থাংশ (২৩.৪%) Asperger autism-এ আক্রান্ত এবং বাকি ৪৬.৭% শিশু অন্য ধরনের autism-এ আক্রান্ত।

৫. প্রয়াসে ভর্তি শিক্ষাথ্যীদের মধ্যে ছেলে শিক্ষার্থীর পাশাপাশি মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে যে, কন্ট্রোল গ্রুপে যেখানে বিশেষ ছেলে ও মেয়ের সংখ্যা ৭৮.২% (দুই-তৃতীয়াংশের অধিক) ও মেয়ে শিশু ২৩.৮%, প্রয়াসে সেখানে এই সংখ্যা যথাক্রমে ছেলে শিশু ৬১.১% ও মেয়ে শিশু ৩৮.৯%। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, প্রয়াস একটি বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ছেলেদের পাশাপাশি সমাজের বৃহত্তর অংশ মেয়েদের তৎপর। এর মাধ্যমে তারা বিশেষ শিশুদের সেবাদানের ক্ষেত্রেও লৈঙ্গিক বৈষম্যকে কমিয়ে আনতে চাচ্ছে। এভাবে তারা একটি বৈষম্যহীন সমাজ গড়ার ক্ষেত্রেও ভূমিকা রাখছে।

৬. প্রয়াসে যেসব বিশেষ শিশু সেবা নিতে আসে তাদের মধ্যে শারীরিক ও মানসিকভাবে নাজুক শিশুর সংখ্যা অনেক বেশি। এই বিষয়টি প্রকল্প এলাকায় এফডিজিতে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া সমীক্ষা ফলাফলেও এরকম একটি চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা, সমীক্ষার একটি ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, সুফলভোগীদের ২৫.০% হাঁটার সময় ঝাঁকুনি হয়/খুড়িয়ে চলে/হোঁচট খায়, সেখানে কন্ট্রোল গ্রুপে এই হার মাত্র ১৭.২% । পাশাপাশি সুফলভোগী শিশুদের ২৪.১শতাংশের খিঁচুনি থাকলেও কন্ট্রোল গ্রুপের ক্ষেত্রে এটা মাত্র ১৩.১%। এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রয়াসে ১ম পর্যায়ের বরাদ্দকৃত অর্থ দিয়ে আধুনিক সব প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি আনার পরও কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের তুলনায় এরা কেন বেশি শারীরিক সমস্যায় ভুগে? এর উত্তর হচ্ছে, প্রয়াসের প্রতি মানুষের নির্ভরতা এত বেশি যে, বেশি ভয়াবহ শারীরিক সমস্যা নিয়ে প্রয়াসে বিশেষ শিশুরা এখানে আসার কারণে প্রয়োজনীয় থেরাপি প্রদানের পরও এই ধরনের

শারীরিক সমস্যার পূর্ণ সক্ষমতা দেওয়া য়ায় না। এছাড়া সুফলভোগীদের একটি অংশ ডাক্তারের তত্ত্বাবধানের রয়েছে যার পরিমাণ ৬১.৬%। এই সংখ্যটি কন্ট্রোল গ্রুপের শিশুদের চেয়ে বেশি। এই ফলাফলও ওপরের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করে।

৭. সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, প্রয়াসে ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের ৭৯.৮% নিজে নিজে খেতে পারে, ৬৩.৩% নিজে নিজে শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে, ৬২.০% নিজে নিজে মুখ ধৌত করতে ও গোসল করতে পারে এবং ৮০.৭% নিজে নিজে খেলাধুলা করতে পারে যা কন্ট্রোল গ্রুপের শিক্ষার্থীদের তুলনায় তাৎপর্যপূর্ণ রকম বেশি না হলেও অনেকটাই বেশি। এটা ইঙ্গিত করে যে, প্রয়াসের প্রদত্ত থেরাপি বিশেষ শিশুদের কর্মদক্ষতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে বেশ ফলপ্রসূ।

৮. বাচন ও ভাষা থেরাপি প্রদান সংক্রান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, প্রয়াসের শিক্ষার্থীরা সামাজিক-ভাষিক প্রকশে দক্ষ হলেও ঘরোয়া ভাষা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা তত দক্ষ নয়।

৯. বিশেষ শিশুদের বেশ কিছু আচরণ, যথা- একা একা না থাকা বা অন্যের সাথে মিথস্ক্রিয়া গড়ে তোলা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়াসের শিশুরা বেশ সফলতা দেখিয়েছে যা সমীক্ষা ফলাফলে প্রতিফলিত হয়েছে।

১০. বিশেষ শিশুদের থেরাপি প্রদানসহ প্রয়াসের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের প্রতি অভিভাবকেরা মোটামুটি সন্তুষ্ট। 'মোটামুটি সন্তুষ্ট হওয়ার' বিষয়টি এখানে ব্যাখ্যা প্রদান করা যেতে পারে। অভিভাবকেরা তাঁদের বিশেষ শিশুদের ভর্তির পর থেকেই শিশুটির রাতারাতি উন্নতি প্রত্যাশা করেন। কিন্তু একথা খুব কম অভিভাবকই জানেন যে, স্নায়ুবর্ধনমূলক (Neuro-developmental) সমস্যায় আক্রান্ত এসব শিশুদের উন্নতি সম্ভব নয়। এছাড়া স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত যেকোন সমস্যাই সম্পূর্ণ নিরাময় হয় না। মনে রাখতে হবে যে, প্রশিক্ষণ, পরামর্শ, নিবিড় পরিচর্যা ইত্যাদির মাধ্যমে এসব শিশুর জীবন-যাপনের অনেক গুণগত পরিবর্তন সম্ভব। কিন্তু তার জন্য চাই দীর্ঘ নিষ্ঠা, সময় এবং শ্রম। তাই এক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত ফল পেতে হলে অভিভাবকদের ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার প্রয়োজন রয়েছে। পাশাপাশি অনেক ক্ষেত্রেই স্কুলের উদ্যোগের পাশাপাশি নিজেকে দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে।

৯.২ এফজিডি এবং স্থানীয় কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত ফলাফল

১. অগ্রগামী বিশেষ শিশুদের মূলস্রোতে নিয়ে আসার লক্ষে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলার জন্য প্রয়াস ক্যাম্পাসে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের জন্য আলাদা একটি ভবন নির্মাণ করা প্রয়োজন।

২. প্রয়াসে কর্মরত নিবেদিত প্রাণ শিক্ষক ও থেরাপিস্টদের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পেশাগত ডিগ্রিকে স্বীকৃতি প্রদানের কোন ব্যবস্থা নেই। ফলে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী তাদেরকে পেশাগত ভাতা প্রদান করা হয় না।

৩. এখানে ভর্তিকৃত বিশেষ শিক্ষার্থীদের কোন মধুর সমাপন ও প্রস্থান নেই। এই বিষয়টি সমীক্ষা ফলাফলেও প্রকারান্তরে ওঠে এসেছে।

৪. কিছু অভিভাবক শিশুদের মাসিক ফি কমানোর জন্য প্রস্তাব করলেও প্রয়াস কর্তৃপক্ষের ভাষ্য হচ্ছে যে, তারা সব শিশুর জন্য একই রকম ফি ধার্য করেন না। পাশাপাশি, সমীক্ষা প্রশ্নমালার ফলাফলে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্যান্য বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের ধার্যকৃত ফি-র তুলনায় এই প্রতিষ্ঠানের ফি কিছু কিছু ক্ষেত্রে কম।

৫. অনেক অভিভাবকের বলেছেন যে, তার বিশেষ সন্তান এখানে ভর্তি হওয়ার পর দৈনন্দিন জীবন নির্বাহ করতে গিয়ে প্রভূত উন্নতি লাভ করেছে। এই বিষয়টি সমীক্ষা প্রশ্নমালার ফলাফলেও রূপায়িত হয়েছে।

৬. প্রয়াসের বেশ কয়েকজন বিশেষ শিশু জাতীয় জীবনে বেশ কিছু সাফল্য লাভ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, এখানকার বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। এছাড়া বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থী বর্তমানে Exim Bank, Pizza Hut ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে চাকুরিরত আছে। আবার কেউ কেউ স্বাভাবিক স্কুলে পড়াশুনা করছে।

৭. যেহেতু দেশে বিশেষ শিশুদের সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে, তাই প্রয়াসের কোন কোন কর্মকর্তা মনে করেন, সরকারের উচিত দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রয়াসের মত আরও বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠার গড়ে তোলা যাতে দেশের সব অঞ্চলের বিশেষ শিশুরা এ ধরনের সেবা থেকে বঞ্চিত না হয়।

৯.৩ সুপারিশমালা

১. শিক্ষক, থেরাপিস্ট ও কর্মকর্তাদের নিয়মিত বেতন-ভাতার আলাদা অর্থ খাত সৃষ্টি করা

প্রয়াস ক্যাম্পাসটি অনিন্দ্যসুন্দর করে তৈরি করলেও এই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত শিক্ষক, থেরাপিস্ট ও কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য একটি নিয়মিত অর্থ খাত সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে এ প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সংশ্লিষ্টদের মাসিক বেতন-ভাতা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত আয় থেকে মেটানো সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য বাধ্য হয়েই কর্তৃপক্ষকে সেনাবাহিনীর অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাপ্ত অনুদানের ওপর নির্ভর করতে হয়।

এক্ষেত্রে তাঁদের কাছ থেকে পরিপূর্ণ সেবা নিশ্চিত করতে হলে জাতীয় রাজস্ব খাতের অধীনে এদেঁর জন্য নিয়মিত অর্থ খাত সৃষ্টি করতে হবে। অন্যথায় তাঁদের বেতন-ভাতা প্রদানে কোন অনিশ্চয়তা দেখা দিলে এই প্রতিষ্ঠানের অব্যাহত কর্মকাণ্ড হুমকির মধ্যে পড়বে। আর এটি করতে গেলে হয় শিক্ষকদেরকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়মিত শিক্ষকের মর্যাদা দিতে হবে, অথবা উক্ত মন্ত্রণালয়ে 'বিশেষ শিক্ষক' বলে আলাদা পদ তৈরি করতে হবে।

২. প্রয়াসের অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ খাত সৃষ্টি করা

প্রয়াসের অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপনাগুলোর নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কোন খাত নেই। এতে করে সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে একদিন এগুলো তার নিজস্ব সৌন্দর্য হারিয়ে যাবে এবং ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হবে। তা রোধ করার জন্য সরকারের রাজস্ব খাত থেকে তা সৃষ্টি করা যেতে পারে।

৩. প্রয়াস ক্যাম্পাসে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকার্যক্রম পরিচালনার জন্য নতুন ভবন তৈরি করা

প্রয়াসে বিশেষ শিশুদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে এদের শারীরিক সক্ষমতা ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হলে তাদেরকে বৃত্তিমূলক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা বেঁচে থাকার অবলম্বন পায়। তাই একটা নির্দিষ্ট সময় পরে এদের জন্য প্রয়াসেই বৃত্তিমূলক কাজের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই ক্যাম্পাসে একটি বৃত্তিমূলক শিক্ষা ভবন করা যেতে পারে।

৪. বিশেষ শিশুদের শিক্ষা জীবন শেষে সমাপনের কৌশল খুজেঁ বের করা

প্রয়াসে ভর্তিকৃত বিশেষ শিশুরা জীবনের কোন পর্বে পড়াশুনা শেষ করবে, বা তার ঠিক কতটুকু দক্ষতা অর্জন করবে তা তাদের বাবা-মা, শিক্ষক বা কর্মকর্তা কেউ জানে না। এটি একটি চরম অচলাবস্থা। এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে উত্তরণের পথ খুঁজে বের করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারকে উদ্যোগী ভূমিকা নিতে হবে। প্রয়োজনবোধে বিশেষজ্ঞদের দিয়ে বিশেষ শিক্ষার জন্য আলাদা কারিকুলাম তৈরি করে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা দিতে হবে। এ বিষয়টি সারা দেশের দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবা যেতে পারে।

৫. শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতাকে স্বীকৃতি দেওয়া

প্রয়াসে কর্মরত শিক্ষক ও থেরাপিস্টদের পেশাগত প্রশিক্ষণকে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি সে অনুযায়ী সম্মানির ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলে এই শিক্ষক ও থেরাপিস্টরা নতুন করে কাজের উদ্দীপনা ফিরে পাবে এবং বিশেষ শিশুদের প্রশিক্ষণে বেশি আন্তরিক হবে।

৬. সারাদেশে প্রয়াসের মত বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান তৈরি করা

বাংলাদেশে বর্তমানে দ্রুত হারে বিশেষ শিশুদের সংখ্যা বেড়ে চলছে। তাই এ অবস্থায় এই বর্ধিষ্ণু বিশেষ শিশুদেরকে সঠিক প্রশিক্ষণের জন্য সারাদেশে পর্যায়ক্রমে অগ্রাধিকার এলাকা নির্বাচন করে প্রয়াসের মত মানসম্মত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করতে হবে। এই পরিকল্পনা যত তাড়াতাড়ি গ্রহণ করা হবে ততই দেশের মানুষের মানসিক যোগাযোগ স্বাস্থ্যের মঙ্গল হবে।

৭. নগরের দূষিত আবহাওয়া উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং অভিভাবকদের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তোলা

গ্রামের তুলনায় বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নগরে বেশি করে অটিজমসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিশুর জন্ম হচ্ছে বলে কিছু সম্প্রতিক অভিজ্ঞতা ও পর্যক্ষেণে দেখা গেছে। এ বিষয়ক কিছু সম্প্রতিক অটিজম বিষয়ক সাহিত্য থেকে এর অন্যতম কারণ হিসেবে জানা গেছে যে, প্রধান নগরসমূহের বাতাসে সিসার পরিমাণ সহনীয় মাত্রার চেয়ে অনেক বেশি বলে গর্ভবতী মায়েদের দ্রুত আক্রান্ত করে। সে কারণে শহরের তুলনায় নগরে অটিজমসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ শিশু বেশি জন্ম নিচ্ছে। তাই জনস্বাস্থ্য রক্ষার্থে এবং ভবিষ্যতে একটি সুন্দর প্রজন্ম উপহার দেওয়ার স্বার্থে সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। এছাড়া অভিভাবকদের মধ্যেও এ বিষয়ে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে।

৮. বিশেষ শিশু ও এ পেশার সাথে জড়িত সকলের জন্য একটি “ফাউন্ডেশন ইন্সটিটিউট” গড়ে তোলা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ইতোমধ্যে বিশেষ শিশুদের সার্বিক উন্নয়নের সাথে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তির পেশাগত উন্নয়নের জন্য বেশ কিছু “ফাউন্ডেশন ইন্সটিটিউট” গড়ে উঠেছে। এধরনের প্রতিষ্ঠানে বিশেষ শিশুদের সেবাদান প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত ব্যক্তিবর্গের পেশাগত দক্ষতাকে বৃদ্ধি করার জন্য বিভিন্ন বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। বাংলাদেশেও এধরনের একটি “ফাউন্ডেশন ইন্সটিটিউট” প্রতিষ্ঠা করা হলে বিশেষ শিশুদের সার্বিক মঙ্গলের জন্য এ প্রতিষ্ঠান নিবেদিত হবে বলে আশা করা যায়।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট - ১

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

FORM – A

ক. সুফলভোগীদের জন্য প্রশ্নমালা: অভিভাবক (Treatment Group))

শুভেচ্ছা নিবেন,

আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি- এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়াস প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনারা জানেন যে ,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রয়াস নামে অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিক্ষা, আবাসন, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে বা এর দুর্বল দিকগুলো কি ছিল এ বিষয়ে আপনার মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে এ বিষয়ে পররর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান ও প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য, আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

ক। বিভাগের তথ্য :

বিভাগঃ ঢাকা	জেলাঃ ঢাকা	সিটি কর্পোরেশনঃ উত্তর অথবা দক্ষিণ (টিক দিন)		ওয়ার্ডঃ
মহল্লা/এলাকাঃ		ব্লক নংঃ	রোড নংঃ	বাসা নংঃ

খ। খানা প্রধানের তথ্য :

ক্র নং	নাম		বর্তমান বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্ব শেষ ডিগ্রী)	পেশা	আয়ের বিবরণ (মাসিক টাকার অংকে)
১	উত্তরদাতা						
২	পিতা/স্বামী						
৩	ছেলে-মেয়ে সংখ্যা	ছেলেঃ ……… জন	মেয়েঃ ……. জন		পরিবারে সোট সদস্য সংখ্যা : ………. জন		

সাধারণ মূল্যায়ন তথ্য

৪	সুফলভোগীর নাম	

৫	জন্ম তারিখ		৬.বয়স	

৭	জাতীয়তা		৮.লিঙ্গ	

৯	অটিজমের কারণ ও ধরন	
ক	পরিবারে অটিস্টিক সদস্যরে বিবরণ (যদি থাকে)	
খ	আপনার শিশু কোন ধরনের অটিজমে আক্রান্ত?	

১০	সম্পর্ক	

১১.	শিশু সম্পর্কে সাধারণ তথ্য	
ক.	শিশু কি করতে পছন্দ করে?	
খ.	শিশু নিজে নিজে কোন কাজ করতে উদ্যোগ নেয়?	
গ.	শিশু কি চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখায়?	
ঘ.	শিশু অটিজম ছাড়া অন্য কোন বৈকল্যে আক্রান্ত হলে তার নাম বলুন	
ঙ.	শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্ণনা করুন।	
চ.	অন্যান্য-	

১২.	চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য	
ক.	শিশু কোন ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে বলুন।	
খ.	বর্তমানে শিশু কি ঔষধ সেবন করে?	
গ.	শিশু বর্তমানে কোন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে?	

অনুগ্রহ করে যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন (হ্যাঁ = ১, না = ০)

১৩.	দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পর্কে মতামত		
		হ্যাঁ	হাঁ
ক.	শিশু কি নিজে নিজে জামা কাপড় পড়তে পারে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে খেতে পারে?		
গ.	শিশু কি নিজে নিজে শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে?		
ঘ.	শিশু কি নিজে নিজে মুখ ধুতে ও গোসল করতে পারে?		

ঙ.	শিশু কি নিজে নিজে খেলাধুলা করতে পারে?		
চ.	অন্যান্য-		

১৪.	সামাজিক সম্পর্ক বিষয়		
		হ্যাঁ	হাঁ
ক.	শিশু কি সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলা মেশা করতে পারে?		
গ.	শিশু কি নিজে নিজে বন্ধুদের সাথে মেলা মেশা করতে পারে?		
ঘ.	শিশু কি কখন আক্রমণাত্মক / রাগান্বিত ভাব দেখায়		

১৫.	যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা		
		হ্যাঁ	হাঁ
	I. ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষিক দক্ষতা ১. শিশু কি বাবা-মার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে? ২. শিশু কি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে? ৩. অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে? ৪. প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারে?		
	II. ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অবস্থা কী?		
	III. সামাজিক ভাষিক আচরণের দক্ষতা কীরূপ?		
	IV. জ্ঞানগত দক্ষতা		
	V. সমস্যামূলক আচরণ		
	VI. অন্যান্য		

১৬. এমডিভিআই (Multiple Disability with Visual Impairment)

ক.	শিশুর শরীরে কোন অংশ নাড়াচাড়া করতে বা ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় কি?	হ্যাঁ	না
খ.	শিশু খুড়িয়ে চলে, হোচট খায় কিনা বা হাটার সময় ঝাঁকুনি হয়?		
গ.	শিশুর কি কোন খিচুনি আছে?		
ঘ.	শিশু সমবয়সিদের তুলনায় কি যোগাযোগে পিছিয়ে আছে?		
চ.	শিশু কি অসম্পূর্ণ বাক্য/শব্দ/ধ্বনি বলে?		
ছ.	শিশু কোন বস্তু দেখতে পায় কি?		
জ.	শিশুটির কি একই আচরণ বার বার করে?		
ঝ.	শিশু কি একা একা থাকে বা খেলে?		
ঞ.	খেলনা দিয়ে ঠিক ভাবে খেলতে পারে?		
ট.	শিশুটি কি অতি চঞ্চল/অমনোযোগী		

ঠ.	শিশুর আচরণে আবেগ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?		
ড.	শিশু কি মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে		
ঢ.	শিশু সামাজিক পরিবেশে হাসি কান্না নিয়ন্ত্রণ করে কি?		

১৭. পাঠে দক্ষতা

সময়কাল	কার্যাবলি ও লক্ষ্য নির্ধারণ	পাঠের ধাপসমূহ	পাঠের কৌশাল/ প্রক্রিয়া ও পুরস্কার	মূল্যায়ন		
				পূর্ণ সাহায্যের মাধ্যমে	আংশিক সাহায্যের মাধ্যমে	একক মাধ্যমে
জানু-এপ্রিল						
মে-আগস্ট						
সেপ্টে-ডিসে						

১৮. আপনি কখন (সময়) থেকে প্রয়াস এর সাথে সম্পৃক্ত?

১৯. আপনার সন্তান কি নিয়মিত আসে?

২০. প্রয়াসে আসার পর থেকে আপনার শিশুর কি কি উন্নতি হয়েছে তা উল্লেখ করুন

ক. আচরণগত:

১. নির্দিষ্ট একটি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কমেছে? ক. হ্যাঁ খ. না
২. দুরন্তপনা কমেছে? ক. হ্যাঁ খ. না
৩. প্রাকৃতিক কাজগুলো নিজে থেকে করতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৪. নিজের প্রয়োজনের কথা জানাতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না

খ. অবাচনিক সংজ্ঞাপন

১. চোখাচোখি করে? ক. হ্যাঁ খ. না
২. যৌথ মনোযোগ দিতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৩. অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৪. সৌজন্য প্রকাশের জন্য হস্তভঙ্গি করে? ক. হ্যাঁ খ. না

গ. বাচনিক

১. প্রাকৃতিক কাজে যাওয়ার কথা বলতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
২. ক্ষুধা লাগলে বলতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৩. সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৪. শরীরের কতটি অঙ্গের নাম বলে?
৫. কী কী খাবারের নাম বলে?
৬. দৈনিক কতটি শব্দ বলে?
৭. অন্যান্য কী কী শব্দ বলে?

২১. আবাসন সংক্রান্ত তথ্য

২২. কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য

২৩. প্রশিক্ষণে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

অত্যন্ত সন্তুষ্ট মোটামুটি সন্তুষ্ট মাঝামাঝি পর্যাপ্ত নয় অসন্তুষ্ট

এক্ষেত্রে উত্তর ‘অসন্তুষ্ট’ হলে তার কারণ উল্লেখ করুন।

২৪. এই প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্ননের জন্য আপনার কি কোন সুপারিশ আছে? থাকলে উল্লেখ করুন।

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

❖ সুফলভোগী শিশুদের পর্যবেক্ষণ

ক.	শিশু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	
১.	স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা	
২.	হাটা চলাফেরা	
৩.	কৌতূহল	
৪.	মনোযোগ	
৫.	আগ্রহ	
৬.	আবেগ	
৭.	ভাবের আদান প্রদান	

খ.	যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা		
		হ্যাঁ	হা
	ও. ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষিক দক্ষতা ১. শিশু কি আপনার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে? ২. শিশু কি অঙ্গলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে? ৩. অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে? ৪. প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারে?		
	ওও. ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অবস্থা কী		
	ওওও. সামাজিক ভাষিক আচারণের দক্ষতা কীরূপ?		
	ওঠ. জ্ঞানগত দক্ষতা		
	ঠ. সমস্যামূলক আচরণ		

গ.	অটিস্টিক শিশুদের থেরাপি প্রদান সংক্রান্ত AAC (Alternative and Augmentative Communcation) বিষয়ক	সুবিধা	অসুবিধা
১	AAC -এর জন্য যন্ত্রপাতি (low tech) ব্যবহার পর্যবেক্ষণ		
২	AAC -এর জন্য যন্ত্রপাতি (high tech) ব্যবহার পর্যবেক্ষণ		

পরিশিষ্ট - ২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

FORM - B

ক. নিয়ন্ত্রিত দলের জন্য প্রশ্নমালা : অভিভাবক (Control Group))

শুভেচ্ছা নিবেন,

আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি- এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়াস প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনারা জানেন যে ,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রয়াস নামে অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিক্ষা, আবাসন, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে বা এর দুর্বল দিকগুলো কি ছিল এ বিষয়ে আপনার মূল্যাবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে এ বিষয়ে পররর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান ও প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য, আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

ক। বিভাগের তথ্য :

বিভাগঃ ঢাকা	জেলাঃ ঢাকা	সিটি কপোরেশনঃ উত্তর অথবা দক্ষিণ (টিক দিন)		ওয়ার্ডঃ
মহল্লা/এলাকাঃ		ব্লক নংঃ	রোড নংঃ	বাসা নংঃ

খ। খানা প্রধানের তথ্য :

ক্র নং	নাম		বর্তমান বয়স	বৈবাহিক অবস্থা	শিক্ষাগত যোগ্যতা (সর্ব শেষ ডিগ্রী)	পেশা	আয়ের বিবরণ (মাসিক টাকার অংকে)
১	উত্তরদাতা						
২	পিতা/স্বামী						
৩	ছেলে-মেয়ে সংখ্যা	ছেলেঃ .... জন	মেয়েঃ .... জন		পরিবারে মোট সদস্য সংখ্যা : .... জন		

সাধারণ মূল্যায়ন তথ্য

৪	সুফলভোগীর নাম	

৫	জন্ম তারিখ		৬.বয়স	

৭	জাতীয়তা		৮.লিঙ্গ	

৯	অটিজমের কারণ ও ধরন	
ক	পরিবারে অটিস্টিক সদস্যরে বিবরণ (যদি থাকে)	
খ	আপনার শিশু কোন ধরনের অটিজমে আক্রান্ত?	

১০	সম্পর্ক	

১১.	শিশু সম্পর্কে সাধারণ তথ্য	
ক.	শিশু কি করতে পছন্দ করে?	
খ.	শিশু নিজে নিজে কোন কাজ করতে উদ্যোগ নেয়?	
গ.	শিশু কি চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখায়?	
ঘ.	শিশু অটিজম ছাড়া অন্য কোন বৈকল্যে আক্রান্ত হলে তার নাম বলুন	
ঙ.	শিশুর স্বাস্থ্যের অবস্থা বর্ণনা করুন।	
চ.	অন্যান্য	

১২.	চিকিৎসা সম্পর্কিত তথ্য	
ক.	শিশু কোন ধরনের সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হলে বলুন।	
খ.	বর্তমানে শিশু কি ঔষধ সেবন করে?	
গ.	শিশু বর্তমানে কোন ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে?	

অনুগ্রহ করে যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন (হ্যাঁ = ১, না = ০)

১৩.	দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পর্কে মতামত		
		হ্যাঁ	হাঁ
ক.	শিশু কি নিজে নিজে জামা কাপড় পড়তে পারে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে খেতে পারে?		
গ.	শিশু কি নিজে নিজে শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে?		

ঘ.	শিশু কি নিজে নিজে মুখ ধুতে ও গোসল করতে পারে?		
ঙ.	শিশু কি নিজে নিজে খেলাধুলা করতে পারে?		
চ.	অন্যান্য		

১৪.	সামাজিক সম্পর্ক বিষয়		
		হ্যাঁ	হা
ক.	শিশু কি সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে পরিবারের সদস্যদের সাথে মেলা মেশা করতে পারে?		
গ.	শিশু কি নিজে নিজে বন্ধুদের সাথে মেলা মেশা করতে পারে?		
ঘ.	শিশু কি কখন আক্রমণাত্মক / রাগান্বিত ভাব দেখায়		

১৫.	যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা		
		হ্যাঁ	হা
	I. ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষিক দক্ষতা ১. শিশু কি বাবা-মার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে? ২. শিশু কি অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে? ৩. অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে? ৪. প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারে?		
	II. ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অবস্থা কী		
	III. সামাজিক ভাষিক আচরণের দক্ষতা কীরূপ?		
	IV. জ্ঞানগত দক্ষতা		
	V. সমস্যামূলক আচরণ		

১৬. এমডিভিআই (Multiple Disability with Visual Impairment)

ক.	শিশুর শরীরে কোন অংশ নাড়াচাড়া করতে বা ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় কি?	হ্যাঁ	না
খ.	শিশু খুড়িয়ে চলে, হোচট খায় কিনা বা হাটার সময় ঝাঁকুনি হয়?		
গ.	শিশুর কি কোন খিচুনি আছে?		
ঘ.	শিশু সমবয়সিদের তুলনায় কি যোগাযোগে পিছিয়ে আছে?		
চ.	শিশু কি অসম্পূর্ণ বাক্য/শব্দ/ধ্বনি বলে?		
ছ.	শিশু কোন বস্তু দেখতে পায় কি?		
জ.	শিশুটির কি একই আচরণ বার বার করে?		
ঝ.	শিশু কি একা একা থাকে বা খেলে?		
ঞ.	খেলনা দিয়ে ঠিক ভাবে খেলতে পারে?		
ট.	শিশুটি কি অতি চঞ্চল/অমনোযোগী		

ঠ.	শিশুর আচরণে আবেগ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?		
ড.	শিশু কি মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে		
ঢ.	শিশু সামাজিক পরিবেশে হাসি কান্না নিয়ন্ত্রণ করে কি?		

১৭. পাঠে দক্ষতা

সময়কাল	কার্যাবলি ও লক্ষ্য নির্ধারণ	পাঠের ধাপসমূহ	পাঠের কৌশাল/ প্রক্রিয়া ও পুরস্কার	মূল্যায়ন		
				পূর্ণ সাহায্যের মাধ্যমে	আংশিক সাহায্যের মাধ্যমে	একক মাধ্যমে
জানু-এপ্রিল						
মে-আগস্ট						
সেপ্টে-ডিসে						

১৮. আপনি কখন (সময়) থেকে এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত?

১৯. আপনার সন্তান কি নিয়মিত আসে?

২০. এখানে আসার পর থেকে আপনার শিশুর কি কি উন্নতি হয়েছে তা উল্লেখ করুন।

ক. আচরণগত:

১. নির্দিষ্ট একটি জিনিসের প্রতি আকর্ষণ কমেছে? ক. হ্যাঁ খ. না
২. দুরন্তপনা কমেছে? ক. হ্যাঁ খ. না
৩. প্রাকৃতিক কাজগুলো নিজে থেকে করতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৪. নিজের প্রয়োজনের কথা জানাতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না

খ. অবাচনিক সংজ্ঞাপন

১. চোখাচোখি করে? ক. হ্যাঁ খ. না
২. যৌথ মনোযোগ দিতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৩. অঙ্গুলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৪. সৌজন্য প্রকাশের জন্য হস্তভঙ্গি করে? ক. হ্যাঁ খ. না

গ. বাচনিক

১. প্রাকৃতিক কাজে যাওয়ার কথা বলতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
২. ক্ষুধা লাগলে বলতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৩. সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারে? ক. হ্যাঁ খ. না
৪. শরীরের কতটি অঙ্গের নাম বলে?
৫. কী কী খাবারের নাম বলে?
৬. দৈনিক কতটি শব্দ বলে?
৭. অন্যান্য কী কী শব্দ বলে?

২১. আবাসন সংক্রান্ত তথ্য

২২. কর্মসংস্থান সংক্রান্ত তথ্য

২৩. প্রশিক্ষণে আপনি কতটুকু সন্তুষ্ট?

অত্যন্ত সন্তুষ্ট মোটামুটি সন্তুষ্ট মাঝামাঝি পর্যাপ্ত নয় অসন্তুষ্ট

এক্ষেত্রে উত্তর 'অসন্তুষ্ট' হলে তার কারণ উল্লেখ করুন।

২৪. এই প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্ননের জন্য আপনার কি কোন সুপারিশ আছে? থাকলে উল্লেখ করুন।

উত্তরদাতার নাম: মোবাইল নম্বর:

❖ সুফলভোগী শিশুদের পর্যবেক্ষণ

ক.	শিশু সম্পর্কে সাধারণ ধারণা	
১.	স্বাস্থ্য ও সাধারণ অবস্থা	
২.	হাটা চলাফেরা	
৩.	কৌতূহল	
৪.	মনোযোগ	
৫.	আগ্রহ	
৬.	আবেগ	
৭.	ভাবের আদান প্রদান	

খ.	যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা		
		হ্যাঁ	হাঁ
	ও. ঘরোয়া ও পারিবারিক ভাষিক দক্ষতা **১. শিশু কি আপনার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে?** **২. শিশু কি অঙ্গলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে?** **৩. অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে?** **৪. প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারে?**		
	ওও. ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক **দক্ষতার অবস্থা কী**		
	ওওও. সামাজিক **ভাষিক** আচারণের দক্ষতা **কীরূপ?**		
	ওঠ. জ্ঞানগত দক্ষতা		
	ঠ. সমস্যামূলক আচরণ		

গ.	অটিস্টিক শিশুদের থেরাপি প্রদান সংক্রান্ত AAC (Alternative and Augmentative Communcation) বিষয়ক	সুবিধা	অসুবিধা
১	AAC -এর জন্য যন্ত্রপাতি (low tech) ব্যবহার পর্যবেক্ষণ		
২	AAC -এর জন্য যন্ত্রপাতি (high tech) ব্যবহার পর্যবেক্ষণ		

পরিশিষ্ট-৩

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

FORM - C

ক. শিক্ষকদের জন্য প্রশ্নমালা (Treatment Group))

শুভেচ্ছা নিবেন,
আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি- এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়াস প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনারা জানেন যে ,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রয়াস নামে অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিক্ষা, আবাসন, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে বা এর দুর্বল দিকগুলো কি ছিল এ বিষয়ে আপনার মূল্যাবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে এ বিষয়ে পররর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান ও প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য, আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

১. সাধারণ তথ্য
ক. নাম:

খ. পদবী:

গ. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

২. আপনার ক্লাসে কতজন অটিস্টিক/প্রতিবন্ধী শিশু থাকে?

৩. আপনি তাদের কী বিষয়ে পাঠদান করে থাকেন?

৩. আপনি কতদিন ধরে তাদের পাঠদান করছেন?

৪. আপনি তাদেরকে কী প্রক্রিয়ায় পাঠদান করে থাকেন?

৫. সব প্রতিবন্ধী শিশুকে কি একই কক্ষে একই সাথে পাঠদান করেন?

৬. আপনি কি বিশেষ শিশুর আলাদা আলাদা চাহিতার প্রতি সাড়া দেন, ও সে অনুযায়ী পাঠদান করেন?
৭. প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত অবকাঠামোগত সুবিধা ফলপ্রসূ প্রতিবন্ধী /অটিস্টিক শিশুর ক্লাসের জন্য পর্যাপ্ত?

উত্তর 'না' হলে কী ধরনের সুপারিশ প্রদান করা বলে মনে করেন?

(৮-১২ নং প্রশ্নগুলো বিশেষ বিশেষ শিশুর জন্য প্রযোজ্য)

৮. অনুগ্রহ করে যথাস্থানে টিক (√) চিহ্ন দিন (হ্যাঁ = ১, না = ০)

ক.	শিশু সম্পর্কে সাধারণ তথ্য		
		হ্যাঁ	হাঁ
ক.	শিশু কি করতে পছন্দ করে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে কোন কাজ করতে উদ্যোগ নেয়		
গ.	শিশু কি চঞ্চলতা ও অস্থিরতা দেখায়?		

৯.	দৈনন্দিন কার্যাবলি, স্বাস্থ্য ও মেধা সম্পর্কে মতামত		
		হ্যাঁ	হাঁ
ক.	শিশু কি নিজে নিজে জামা কাপড় পড়তে পারে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে খেতে পারে?		
গ.	শিশু কি নিজে নিজে শৌচাগার ব্যবহার করতে পারে?		
ঘ.	শিশু কি নিজে নিজে মুখ ধুতে ও গোসল করতে পারে?		
ঙ.	শিশু কি নিজে নিজে খেলাধুলা করতে পারে?		

১০.	সামাজিক সম্পর্ক বিষয়		
		হ্যাঁ	হাঁ
ক.	শিশু কি সামাজিক সৌজন্য প্রকাশ করতে পারে?		
খ.	শিশু কি নিজে নিজে বন্ধুদের সাথে মেলা মেশা করতে পারে?		
গ.	শিশু কি কখন আক্রমণাত্মক / রাগান্বিত ভাব দেখায়		
ঘ.	শিশু কি নেতৃত্ব দিতে পছন্দ করে?		
ঙ.	শিশু সমবয়সী সম্পকে কি ধারণা পোষণ করে?		

১১.	যোগাযোগ ও ভাষার দক্ষতা		
		হ্যাঁ	হাঁ

	I. ভাষিক দক্ষতা ১. শিশু কি বাবা-মার সাথে প্রাত্যহিক সংজ্ঞাপন করতে পারে? ২. শিশু কি অঙ্গলি নির্দেশ করে কিছু দেখাতে পারে? ৩. অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করে? ৪. প্রতীকী ভাষা বুঝতে পারে?		
	II. ইন্দ্রিয়গত ও সঞ্চালনমূলক দক্ষতার অবস্থা কী		
	III. সামাজিক ভাষিক আচারণের দক্ষতা কীরূপ?		
	IV. জ্ঞানগত দক্ষতা		
	V. সমস্যামূলক আচরণ		

১২. এমডিভিআই (Multiple Disability with Visual Impairment) (হ্যাঁ = ১, না = ০)

১.	শিশুর শরীরে কোন অংশ নাড়াচাড়া করতে বা ব্যবহার করতে অসুবিধা হয় কি?	হ্যাঁ	না
২.	শিশু খুড়িয়ে চলে, হোচট খায় কিনা বা হাটার সময় ঝাঁকুনি হয়?		
৩.	শিশুর কি কোন খিচুনি আছে?		
৪.	শিশু সমবয়সিদের তুলনায় কি যোগাযোগে পিছিয়ে আছে?		
৫.	শিশু কি অসম্পূর্ণ বাক্য/শব্দ/ধ্বনি বলে?		
৬.	শিশু কোন বস্তু দেখতে পায় কি?		
৭.	শিশুটির কি একই আচারণ বার বার করে?		
৮.	শিশু কি একা একা থাকে বা খেলে?		
৯.	খেলনা দিয়ে ঠিক ভাবে খেলতে পারে?		
১০.	শিশুটি কি অতি চঞ্চল/অমনোযোগী		
১১.	শিশুর আচরণে আবেগ বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে?		
১২.	শিশু কি মলমূত্র নিয়ন্ত্রণ করতে পারে		
১৩.	শিশু সামাজিক পরিবেশে হাসি কান্না নিয়ন্ত্রণ করে কি?		

১৩. সামাজক আচারণের দক্ষতা

সময়কাল	কার্যাবলি ও লক্ষ্য নির্ধারণ	পাঠের ধাপসমূহ	পাঠের কৌশাল/ প্রক্রিয়া ও পুরস্কার	মূল্যায়ন		
				পূর্ণ সাহায্যের মাধ্যমে	আংশিক সাহায্যের মাধ্যমে	একক মাধ্যমে
জানু-এপ্রিল						
মে-আগস্ট						
সেপ্টে-ডিসে						

পরিশিষ্ট-৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
মূল্যায়ন সেক্টর
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

FORM - D

ক. মুখ্য ব্যক্তিবর্গের সাক্ষাৎকার গ্রহণের জন্য প্রশ্নমালা (KII)

শুভেচ্ছা নিবেন,

আমরা পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আইএমইডি- এর পক্ষ থেকে মাঠ পর্যায়ে প্রয়াস প্রকল্পটির প্রভাব মূল্যায়ন সমীক্ষার তথ্যসংগ্রহের উদ্দেশ্যে এসেছি। আপনারা জানেন যে ,সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়-এর সমাজসেবা অধিদপ্তর ও প্রয়াস কর্তৃক বাস্তবায়িত 'এক্সপানসন এন্ড ডেভেলপমেন্ট অব প্রয়াস এ্যাট ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট (সংশোধিত)' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় প্রয়াস নামে অটিস্টিক শিশুদের জন্য শিক্ষা, আবাসন, প্রশিক্ষণ, পুনর্বাসন ও গবেষণার জন্য একটি প্রকল্প ২০১১ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে। এ প্রকল্প গ্রহণের ফলে কি কি সুবিধা হয়েছে বা এর দুর্বল দিকগুলো কি ছিল এ বিষয়ে আপনার মূল্যাবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে সরকারকে এ বিষয়ে পররর্তী পরিকল্পনা প্রণয়নে সহযোগিতা প্রদান ও প্রকল্পটি মূল্যায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এ ব্যাপারে আপনার আন্তরিক সহযোগিতা একান্ত কাম্য। উল্লেখ্য, আপনার মতামত শুধুমাত্র সমীক্ষার কাজে ব্যবহার করা হবে এবং আপনার দেওয়া তথ্য সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে।

১. সাধারণ তথ্য
ক. নাম:

খ. পদবী:

গ. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

ক) সুফলভোগীদের সম্পর্কিত:

১. এই প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত প্রতিবন্ধী/অটিস্টিক শিশুদের সাথে আপনার কী ধরনের সংশ্লিষ্টতা আছে বর্ণনা করুন?

২. সপ্তাহে কতদিন আপনি এসব শিশুর সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন?

৩. এখানে শিশুরা কী ধরনের শিক্ষা পাচ্ছে?

৪. অন্য বিশেষ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাদানের পার্থক্য কী বলুন।

খ) শিক্ষাদানে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্পর্কিত:

৫. শিশুদের পাঠদানের সুবিধার্থে প্রকল্পে বরাদ্দকৃত সব যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে ? তার বর্ণনা দিন।

৬. আপনি কি এসব যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করেন?

৭. এসব যন্ত্রপাতি কোথায় স্থাপন করা হয়েছে?

৮. শিশুদের পাঠদানের সুবিধার্থে এসব যন্ত্রপাতি কীভাবে ব্যবহার করা হয়?

৯. শিক্ষকরা কী এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহাবে যথেষ্ট সক্ষম?

১০. এসব যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মাধ্যমে শিশুদের কি পাঠদানের ক্ষেত্রে উন্নতি হচ্ছে?

গ) প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সম্পর্কিত:

১১. এই প্রতিষ্ঠানের বিদ্যমান অবকাঠামো সম্পর্কে বলুন।

১২. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর কী ধরনের আইনগত ভিত্তি (খবমধষ ঝঃধঃঁং) প্রদান করা হয়েছে?

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর অর্থের সংস্থান/তহবিল আছে কিনা?

১৪. প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো টেকসই করার জন্য কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

১৫. বিশেষ শিশুদের ব্যবহারের জন্য এই প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোতে কী কী বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান রয়েছে?

ঘ) গণসচেতনতা বিষয়ক:

১৬. এই স্কুল বিষয়ে বাইরে কী ধরনের সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে?

১৭. এই প্রতিষ্ঠান থেকে প্রশিক্ষণ নিতে বিশেষ শিশুর বাবা-মা আগ্রহী কিনা?

১৮. ক. এই প্রতিষ্ঠান থেকে কোন শিশু কি বিনামূল্যে শিক্ষাসহ অন্যান্য সুবিধাদি পাচ্ছে?
খ. উত্তর ‘হ্যাঁ’ হলে কত শতাংশ পাচ্ছে, তা নির্দেশ করুন।

ঙ) SWOT

প্রকল্পের সবল, দুর্বল দিক, সুযোগ ও ঝুঁকি (**SWOT**)

১৯. প্রকল্পের সবল দিক কী কী ছিল?

১)------------------------------
২)-----------------------------
৩) ----------------------------
৪)-----------------------------
৫) ----------------------------

২০. প্রকল্পের দুর্বল দিক কী কী ছিল?

১)------------------------------
২)-----------------------------
৩) ----------------------------
৪)-----------------------------
৫) ----------------------------

২১. প্রকল্পের সুযোগ কী কী ছিল?

১)------------------------------
২)-----------------------------
৩) ----------------------------
৪)-----------------------------
৫) ----------------------------

২২. প্রকল্পের ঝুঁকি হিসেবে কী কী চিহ্নিত করা যায়?

১)------------------------------
২)-----------------------------
৩) ----------------------------
৪)-----------------------------
৫) ----------------------------

চ) প্রকল্পের শিক্ষা ও গবেষণা

২৩. এই প্রতিষ্ঠানে কোন ধরনের একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু রয়েছে?

২৪. একাডেমিক প্রোগ্রাম চালু করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে বলুন?

২৫. একাডেমিক প্রোগ্রামের কারিকুলাম কাদের দ্বারা করা হয়েছে?

২৬. পাঠদানের জন্য কতজন শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে?

২৭. শিক্ষকদের একাডেমিক যোগ্যতা সম্পর্কে বলুন।

২৮. এই প্রতিষ্ঠানের বর্তমানে কোন গবেষণা সম্পাদিত হচ্ছে কী? হয়ে থাকলে বিস্তারিত বলুন?

২৯. আপনি কি মনে করেন, প্রকল্পের বর্তমান অবকাঠামো গবেষণাকর্মে জন্য উপযুক্ত? ব্যাখ্যা দিন।

ছ. অন্যান্য বিষয়

৩০. প্রতিবন্ধী / অটিস্টিক শিশুদের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে এ প্রতিষ্ঠানের প্রচেষ্টা ও উদ্যোগ কী যথেষ্ট?
উত্তর 'না' হলে আপনার সুপারিশ দিন।

৩১. প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন হয়েছে কি? উত্তর 'হ্যাঁ' হলে বিস্তারিত বলুন।

৩২. ক. বেসামরিক লোকের সন্তান কি এখান থেকে সুবিধা পাচ্ছে?
খ. উত্তর 'হ্যাঁ' হলে অর্থ প্রদানের সামরিক বাহিনীর সদস্যদের তুলনায় কোন পার্থক্য আছে কিনা উল্লেখ করুন।

৩৩. প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে সার্বিকভাবে আপনার মতামত দিন।

জ. প্রদান তথ্যদাতাদের (KII) তালিকা

১. পরিচালক/ অধ্যক্ষ
২. উপাধ্যক্ষ
৩. শিক্ষক
৪. স্পিচ থেরাপিস্ট
৫. অডিওলজিস্ট
৬. ফিজিওথেরাপিস্ট
৭. ওকুপেশেনাল থেরাপিস্ট
৮. অন্যান্য পর্যায়ের কর্মকর্তা

(প্রধান তথ্যদাতাদের সাক্ষাৎকার নির্ধারিত সময়ে তাঁদের অফিসকক্ষে নেওয়া হবে।)

পরিশিষ্ট-৫ পিপিআর সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী দ্রব্যাদি ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যারলী চেকলিস্ট

পরিশিষ্ট -৫ ঃ পিপিআর ২০০৮ সংক্রান্ত প্রশ্নমালা

পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী মালামাল ক্রয় সংক্রান্ত তথ্যাবলী চেকলিষ্ট

(PACKAGE – A, B & C)

ক	**প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত তথ্য**	**প্রকল্পের দরপত্র আহ্বান সংক্রান্ত তথ্য**
১	প্যাকেজ অথবা দরপত্র নং	১০৩৩/প্রজেক্ট /প্রয়াস তারিখ ২৪ মার্চ ২০১২ এবং ১৮ এপ্রিল ২০১২ ।
২	কাজের ধরণঃ মালামাল, কার্য সেবা	Construction of Accommodation, Admin and Academic Block, Multipurpose Hall etc.
৩	দরপত্র অনুযায়ী প্যাকেজের নাম	**Package – A, B & C**
৪	প্রতিটি প্যাকেজে কতটি করে লট আছে	০১টি ।
৫	ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় কমিটি/বোর্ড এর মাধ্যমে ।
৬	দরপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে কিনা । প্রকাশের তারিখ ও পত্রিকার নাম (পত্রিকার কপি সরবরাহ করুন)	হ্যাঁ । ডেইলী সান (২৯ মার্চ ২০১২) ।
৭	দরপত্র (১ কোটি টাকার উর্দ্ধে) সিপিটিউ এর ওয়েব সাইটে প্রকাশ করা হয়েছে কিনা	হ্যাঁ ।
৮	ডিপিপি অনুযায়ী ক্রয় পদ্ধতি	ক্রয় কমিটি/বোর্ড এর মাধ্যমে ।
খ	**দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত তথ্য**	**দরপত্র দাখিল সংক্রান্ত তথ্য**
১	দরপত্র বিক্রয় শুরুর তারিখ	০৫ এপ্রিল ২০১২ ।
২	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ ও সময়	২৯ এপ্রিল ২০১২ ।
৩	দরপত্র গ্রহণের শেষ তারিখ ও সময়	০৩ মে ২০১২ ইং তারিখ ১২০০ ঘটিকা ।
৪	কতগুলো দরপত্র বিক্রয় করা হয়েছে	১৫+৫+৬= ১৭ টি
৫	কতগুলো দরপত্র জমা পড়েছে	হ্যাঁ ।
৬	পুনঃ দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে কি ?	-
গ	**দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন তথ্য**	**দরপত্র উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন তথ্য**
১	'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি' এর কতজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ? (TOC অথবা POC কমিটি সদস্য)	০৩ জন ।
২	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি হতে ১ (এক) জন সদস্য 'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি'তে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে কিনা ?	হ্যাঁ ।
৩	দরপত্র খোলার তারিখ ও সময়	০৩ মে ২০১২ ইং তারিখ ১২৩০ ঘটিকা ।
৪	'দরপত্র উন্মুক্ত কমিটি' এর কতজন সদস্য উন্মুক্তকরণে উপস্থিত ছিল?	০৩ জন ।
৫	রেসপনসিভ দরপত্র দাতার সংখ্যা	১৭ টি ।
৬	নন-রেসপনসিভ দরপত্র দাতার সংখ্যা	-
	মূল্যায়ন তথ্য	
১	'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি' এর কতজন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে ? (TEC অথবা PEC কমিটি সদস্য)	০৭ জন ।
২	'দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি'তে অত্র দপ্তরের বাইরের দপ্তর হতে ০২ (দুই) জন সদস্য অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কি না ?	হ্যাঁ ।
৩	**'দরপত্র মূল্যায়ন' কমিটির সভার তারিখ**	০৮ এবং ০৯ মে ২০১২ ।
৪	দরপত্র মূল্যায়ন রিপোর্ট কত তারিখে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট জমা দেওয়া হয়েছিল ?	১৫ মে ২০১২ ।
৫	দরপত্র Delegation of Financial Poiwer অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে কি না ?	হ্যাঁ ।
৬	কত তারিখে দরপত্র চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে ?	২৭ মে ২০১২ ।

৪৩

ঘ	কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য	কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
১	কত তারিখে Notification of Award জারি করা হয়েছে ? (কার্যবিবরণী অনুমোদনের)	২৭ মে ২০১২
২	Initial Tender Validity Period এর মধ্যে Contract Award করা হয়েছে কি না ?	হ্যাঁ।
৩	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা) কত ছিল ?	প্যাকেজ-এ - ১১৭৫.১৯ লক্ষ, প্যাকেজ-বি - ৭.৫০ লক্ষ এবং প্যাকেজ-সি - ৪.২৫ লক্ষ টাকা।
৪	উদ্ধৃতদর (টাকা) কত ছিল ?	-
৫	চুক্তি মূল্য (টাকা) কত ছিল ?	প্যাকেজ এ - ৯,৬৭,২৩,৬৮৯.০০ টাকা, প্যাকেজ-বি - ৬,১২,৩৭,৯২১.৪০ এবং প্যাকেজ-সি - ৪,১৮,৯৬,৫৭২.২৮ টাকা।
৬	চুক্তি অনুযায়ী কাজ শেষ করার তারিখ কত ছিল ?	০৪ জুন ২০১৩।
৭	**চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ**	০৫ জুন ২০১২।
৮	**কার্যাদেশ অনুযায়ী কাজ শুরুর তারিখ**	০৫ জুন ২০১২।
৯	বাস্তবে কাজ সমাপ্তির তারিখ কত ছিল ?	৩০ জুন ২০১৪।
১০	কাজ সমাপ্তিতে বিলম্ব হয়ে থাকলে কারণ কি ?	-
১১	কাজটি মূল ঠিকাদার (প্রথম কার্যাদেশ প্রাপ্ত ঠিকাদার) সমাপ্ত করেছে কি না ?	হ্যাঁ।
১২	**কাজ সমাপ্তির তারিখ**	৩০ জুন ২০১৪।
ঙ	**বিল প্রদান সংক্রান্ত তথ্য**	**বিল প্রদান সংক্রান্ত তথ্য**
১	প্রকল্পের প্রকৌশল কর্তৃক কাজটি সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত মর্মে প্রত্যয়নের তারিখ কত ?	৩০ জুন ২০১৪।
২	ঠিকাদারের চূড়ান্ত বিলের পরিমাণ ও তারিখ কত ?	২৬৩.৪৭ লক্ষ (জিওবি-১০-১০-২০১৩, ১৭-৬-২০১৪) ৩৪.৬৫১১৫ লক্ষ (প্রয়াস-২৩-৭-২০১৪, ০৮-০২-২০১৫)
৩	কর্তনকৃত আয়কর + ভ্যাট এর পরিমান কত ?	২৩১.৯৬৬৮৪
৪	বিলম্বে কোন বিল পরিশোধ করা হয়েছে কি না ?	না।
৫	বিলম্বে বিল পরিশোধের জন্য কোন ইন্টারেস্ট প্রদান করা হয়েছে কি না ?	না -
৬	**চূড়ান্ত বিল পরিশোধের তারিখ ও পরিমান**	২৬৩.৪৭ লক্ষ (জিওবি-১০-১০-২০১৩, ১৭-৬-২০১৪) ৩৪.৬৫১১৫ লক্ষ (প্রয়াস-২৩-৭-২০১৪, ০৮-০২-২০১৫)
চ	**দরপত্রের গ্রহণযোগ্যতা ও স্বচ্ছতা সংক্রান্ত তথ্য**	
১	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন পর্যায়ে কোন ধরণের অনিয়ম হয়েছে- এ বিষয় আপনি কিছু জানেন কি ?	না -
২	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কি ধরণের এবং কোন পর্যায়ে হয়েছে ? সে বিষয়ে আপনি কিছু জানেন কি ?	না -
৩	কোন অনিয়ম হয়ে থাকলে তা কি ধরণের এবং কোন পর্যায়ে হয়েছে ? সে বিষয়ে কিছু জানেন কি ?	না -
৪	দরপত্র প্রক্রিয়াকরণে কোন Award motification করতে হয়েছে কি না ?	না -
৫	কোন অভিযোগ থাকলে উহা মিটানো হয়েছে কি না ?	অভিযোগ নাই -

৪৪